ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৩

বসন্ত উৎসব ? তাও কিনা এই মিত্তিরদের বাগানে ! সত্যিই অভিনব পরিকল্পনা। শান্তিনিকেতনে যাব-যাব করেও যাওয়া হয় না। অন্তত এই সময়ে। তা মিত্তিরদের বাগানে এই ভাঙা বাড়ির আঙিনায় বসে এইরকম একটা উৎসবের আয়োজন করলে মন্দ কী ? বিশেষ করে বসন্তের সমাগমে বাগানের গাছপালার শাখাগুলি যখন ফুলভারে নত হয়ে থাকে।

সত্যিই অভিনব ব্যাপার। কিন্তু এই উৎসবের চেহারা কেমন হবে ? সূচনা হবে কীভাবে ? এসব তো আগে থেকেই ঠিক করা উচিত। তাই সেদিন বিকেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। ওদের সঙ্গে পঞ্চুও ছিল বইকী ! বাবলু মাটির সঙ্গে ঝুঁকে থাকা ওর প্রিয় গুলঞ্চগাছের শাখাটিতে আধশোয়া হয়ে আপনমনেই মাউথঅর্গানটা বাজাতে লাগল। আর পঞ্চু ছুটোছুটি করতে লাগল বাগানময়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে কথা নেই। কেননা, ওরা জানে এখানে এসে এই গুলঞ্চশাখায় দেহ এলিয়ে বাবলু যখন মাউথঅর্গানে সুর তোলে, তখন তাকে ডিস্টার্ব করলে দারুণ রেগে যায় সে। কেননা এই সুরের জাদুর ভেতর দিয়েই বাবলু অনেক কিছুর পরিকল্পনা করে।

একসময় মাউথঅর্গান থামিয়ে সোজা হয়ে বসল বাবলু। ওর চোখেমুখে কেমন যেন একটা গভীর প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠল।

বিলু বলল, "তোর এই পরিকল্পনাটা আমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছি বাবলু।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কিসের পরিকল্পনা ?"

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

"সে কী ! যার জন্য আমাদের এখানে আসা। মানে সেই বসন্ত উৎসবের।"

বাবলু হেসে বলল, "না রে। এ পরিকল্পনা আমার নয়।"

একমাত্র বিচ্ছু ছাড়া সবাই বলল, "কার তবে ?"

"তোরাই বল দেখি কার হতে পারে ?"

বাবলু বিচ্ছুর দিকে তাকাল। বিচ্ছু তাকাল বাবলুর দিকে। সে তখন মুখ টিপে হাসছে।

বিলু একনজর দেখেই বলল, "বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই বিচ্ছুর প্ল্যান ?"

"ঠিক তাই। কাল মাঝ রাত্তিরে মেয়েটা করেছে কী জানিস ? হঠাৎ আমাকে ফোন করে বসে আছে। আমি তো ভয়ে-ভয়ে ফোনটা ধরি। এত রাত্তিরে কে ফোন করে ? বাবা দুর্গাপুরে আছেন। তাঁর ফোন কী ? হয়তো শরীর খারাপ করেছে। তা রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো করতেই বিচ্ছুবাবুর কণ্ঠস্বর।"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল, "বিচ্ছুবাবু। বিচ্ছু আবার বাবু হয় কী করে ?"

"আদরে সবই হয়। পঞ্চুকেও তো আমরা পঞ্চুবাবু বলি। তা যাক। দুষ্টু মেয়েটা রাতদুপুরে বলে কিনা, বাবলুদা কেন জানি না, আমার চোখে আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। দিদিটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এখন তো শীত শেষ। অথচ এরই মধ্যে কীরকম বসন্তের আবহাওয়া। তা পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব, চারদিকে কত কী-ই তো হয়। তাই আমরা যদি একটা বসন্তোৎসবের আয়োজন করি, তা হলে কেমন হয় বলো তো ?"

বাচ্চু বলল, "কী মেয়ে দেখেছ, এ-কথা একবার আমাকেও বলেনি।"

বিলু বলল, "তুই কী বললি ?"

"আমি এককথায় রাজি। বললাম, চমৎকার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে মেনে নিতেই হবে। বসন্তোৎসব তো কবিগুরুর শান্তিনিকেতন জাঁকিয়ে হয়। আমরাও না হয় আমাদের এই আনন্দনিকেতনে ওইরকমের একটা উৎসব ঘটা করেই করব। তাই বিচ্ছুর ওই প্রস্তাবে সাড়া দিতেই আমাদের আজকের এই সমাবেশ। এখন তোদের কার কী মত জানিয়ে

www.MyBanglaBook.com

দে।"

সবার আগেই জানান দিল পঞ্চু। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "তার মানে পঞ্চু রাজি। এখন বাকি রইলি তোরা।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু তিনজনেই উল্লসিত হয়ে বলল, "আমরাও রাজি। থ্রি-চিয়ার্স ফর বিচ্ছু, হিপ্ হিপ্ হুর্‌র্‌রে।"

তারপর সে কী আনন্দ উল্লাস ! নতুন একটা কিছুতে মেতে ওঠার আনন্দই যে আলাদা ! আনন্দে হাত ধরাধরি করে নেচে উঠল সকলে। বাচ্চু তো একপাক ঘুরে নিয়েই হাতে তাল দিয়ে শুরু করল কত্থক নাচ। সেইসঙ্গে বিচ্ছুও নেচে চলল ভরতনাট্যম। বাবলুর মাউথঅর্গান তখন সুরে-সুরে ভরিয়ে তুলল পাণ্ডব-কানন। আর ঠিক সেইসময়ই ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল সমগ্র এলাকাটা। চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাখিরা কলরব করে বাগানের গাছপালার মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল চক্রাকারে। কত পাখি উড়ে গেল নিরাপদ কোনও আশ্রয়ের খোঁজে। অন্য কোথাও,অন্য কোনওখানে। কত-কত পাখি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক ! এ কী হল ! এমন তো হওয়ার কথা নয়।

পঞ্চু তীরবেগে ছুটে চলল শব্দের উৎস সন্ধানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সাময়িক ঘোর কাটিয়ে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পথ চিনে এগিয়ে চলল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওরা দেখতে পেল বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই পুরনো বটগাছের একটা অংশ পুড়ে ঝলসে গেছে। চারদিকে ঘাস-মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রাকার। সব যেন কেমন এবড়ো-খেবড়ো। অর্থাৎ বিস্ফোরণ এখানেই ঘটেছে। ওরা সবাই মিলে আশপাশের জায়গাগুলো খুব ভাল করে খুঁজে দেখল, কোথাও কোনও আহত-নিহত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। তবে এটুকু বোঝা গেল, বিস্ফোরণটা মারাত্মক !

ততক্ষণে শব্দ শুনে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছেন সেখানে। একটু

Online Bangla Library

পরেই খবর পেয়ে পুলিশও এল।

ইনস্পেক্টর সব দেখেশুনে বললেন, "খুব সাবধান। তোমরা আর এইভাবে যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি কোরো না। দেশের পরিস্থিতি এখন খুব খারাপ।"

বাবলু বলল, "কীভাবে যে কী হল আমরা ভেবেও পাচ্ছি না।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "পাবে না তো। একটা দেশকে গড়ে তোলার কাজ খুব কঠিন। কিন্তু তার বুকে ধ্বংসের বীজ বোনার ব্যাপারটা তো সহজসাধ্য। অতএব সদা সতর্ক থাকতেই হবে।"

প্রতিবেশী একজন বললেন, "খবরের কাগজ খুললেই তো দেখি, কোথায় ডাস্টবিনে বোমা, কোথায় বহুতল বাড়িতে বিস্ফোরণ, কোথায় আর. ডি. এক্স। কোথায়...। বড়-বড় শহরের বুকেও পর-পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যে, তা কারও অজানা নয়।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "কী বলব বলুন? রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যেমন খারাপ, সমাজবিরোধীতেও তেমনই দেশ ছেয়ে গেছে।"

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেগেমেগে বললেন, "দয়া করে আপনারা এবার কালীপুজোয় বাজি পোড়ানোটা বন্ধ করুন দেখি? একে আমার হার্টের ব্যামো, তার ওপর পালাপার্বণ এলেই দেখি ধুপধাপ, দুমদাম। দেশের লোকে যখন খরায়, বন্যায় ধুঁকছে, ভূমিকম্পে, অনাহারে মরছে, তখন লক্ষ-লক্ষ টাকা এইভাবে আগুনে পোড়ানোর কোনও মানে হয়? এই বাজিগুলোই হচ্ছে পাজি। এই বাজির মসলার সঙ্গেই এইসব বিস্ফোরক চারদিকে ছড়ায়।"

ইনস্পেক্টর সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়েই তাঁর তদন্তের কাজ করতে লাগলেন।

দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে এল।

সবাই চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল যে-যার ঘরে। ওদের কারও মনে স্বস্তি নেই।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল বাবলু। শত চেষ্টাতেও ওর দু' চোখে ঘুম আর এল না কিছুতেই।

www.MyBanglaBook.com

সারারাত জেগেই কাটল প্রায়। শুধু শেষ রাতে একটু যা ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙলে যখন মর্নিংওয়াকের জন্য তৈরি হল, তখন দেখল বাইরের রাস্তায় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

বাবলু ওদের দেখেই বলল, "কতক্ষণ?"

বিলু বলল, "তা বেশ কিছুক্ষণ হল এসেছি।"

"ডাকিসনি কেন?"

"বা রে। তুই তো সবার আগে উঠিস। তুই-ই যখন উঠতে দেরি করছিস, তখন বুঝতেই হবে কিছু একটা হয়েছে তোর। শরীর খারাপও হতে পারে। এমনকী পঞ্চুকেও দেখছি না।"

"পঞ্চুকে কী করে দেখবি? পঞ্চু তো আমার কাছেই থাকে। আসলে শরীর-টরির কিছু নয়, প্রথমদিকে ঘুম হয়নি বলে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "তবে এমন কিছু দেরি হয়নি তোর। অন্য দিনের চেয়ে দশ-পনেরো মিনিট।"

ভোরের আলো তখনও ফুটে উঠেনি ভালভাবে। আবছায়া ভাবটা তখনও আছে। ওরা কথা বলতে-বলতে মিত্তিরদের বাগানের দিকেই চলল। সবার আগে পঞ্চু।

বিলু বলল, "এমন অসময়ে বাগানে যাবি?"

"পা দুটো যেন টানছে রে!"

"সত্যি, কাল যা হয়ে গেল, ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে।"

বাবলু যেতে-যেতেই বলল, "এটা আমাদের কতখানি ডিসক্রেডিট তা জানিস?"

ভোম্বল বলল, "কেন, আমাদের দোষটা কী?"

"দোষ নয়? যে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে, সেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ঘাঁটিতেই যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তার চেয়ে লজ্জার আর কী আছে? এ তো বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়ে গেল! একসময় এটা পোড়ো বাগান ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমরা এর দেখাশোনা করি। আমাদের পরিচর্যায় এর গাছগুলো পল্লবিত। কত গাছপালা

Online Bangla Library

নতুন করে আমরাও লাগিয়েছি। রোজ দু'বেলা এখানে আমাদের আসা-যাওয়া। পঞ্চুও এর টহলদার। তা সেই বাগানেই যদি এই হয়, তা হলে আমাদের ওপর ভরসা রাখবে কে?"

বিলু বলল, "ঠিক কথা। কিন্তু এইখানে এসে অন্যায় কাজ করে কেউ তো পার পায়নি। তাই এবারেও আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আয়, আজ থেকেই আমরা এর রহস্যোদ্ধারে লেগে পড়ি।"

বাবলু বলল, "শোন বিলু, এবারের ব্যাপার আলাদা। এবারে যা হল তা কিন্তু স্রেফ আমাদের অসতর্কতার জন্য। এত বিস্ফোরক এখানে নিশ্চয়ই একদিনে জমা হয়নি।"

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা অন্যভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে বাবলুদা। কেউ হয়তো বিস্ফোরকগুলো সবেমাত্র জমা করেছে আর তারপরই কোনও অসতর্কতার কারণে ঘটে গেছে এই বিস্ফোরণ।"

বিচ্ছু বলল, "দিদি ঠিকই বলেছে বাবলুদা। আমার মনে হয় ঘটনাটা তাই। তবু চলো, আর-একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কোনও কিছুর ক্লু পাই কিনা।"

যাই হোক, ওরা সবাই বাগানে এসে ছায়ান্ধকারে ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধানী চোখ মেলে চারদিক আবার ভাল করে খুঁজেপেতে দেখল। কিন্তু না, কোনও রহস্যেরই কিনারা হল না তাতে। আকাশ তখনও ভাল করে পরিষ্কার হয়নি। তাই আলোর অভাবে অসুবিধেও হল ওদের। অন্যদিন বাবলুর হাতে টর্চ থাকে। আজ অন্যমনস্কতার কারণে টর্চটাই আনতে ভুলে গেছে বাবলু। দেরি হয়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসেছে। তবুও ওদের হাতে টর্চ না থাকলেও একচক্ষু পঞ্চু তো আছে। সে অনবরত মাটি শুঁকে-শুঁকে চারদিকময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ 'আঁক' করে উঠল।

বাবলু বলল, "কী হল ভোম্বল?"

ভোম্বল ভয়ার্ত স্বরে বলল, "এখান থেকে পালিয়ে চল বাবলু।"

"কেন! কী হল?"

"মনে হল, কে যেন আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল।"

ভোম্বলের কথায় হেসে উঠল সকলে।

www.MyBanglaBook.com

বাবলু বলল, "তুই পারিসও বটে! কে এখানে এই অন্ধকারে মাথায় হাত বুলোবে তোর?"

"তোরা বিশ্বাস করছিস না তো?" বলেই লাফিয়ে উঠল ভোম্বল, "এই, এই দ্যাখ, আবার হাত দিল কে।"

বাবলু বলল, "তোর মুণ্ডু।"

বাচ্চু, বিচ্ছু তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় সবাইকে অবাক করে বিলু বলল, "না রে বাবলু, ভোম্বলটা খুব একটা বাজে কথা বলেনি।"

"তার মানে?"

"এইমাত্র আমিও টের পেলুম কে যেন খামচে দিল আমাকে।"

বাবলু রেগে বলল, "কী বলছিস বল তো তোরা?"

"যা বলছি ঠিকই বলছি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই কোনও চোর-ডাকাত লুকিয়ে আছে এখানে।" বলেই চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে আছ এখানে? শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো।"

কিন্তু কে আসবে? কার এত বয়ে গেছে? তাই কোনও সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

বাবলু বলল, "এখনও বেরিয়ে এসো বলছি। না হলে কিন্তু এই পঞ্চুর হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

বিচ্ছু তখন হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছে বাচ্চুকে। অমনই ওর চিৎকার শুনে ভয়ঙ্কর স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে পঞ্চুও।

বাবলু সস্নেহে বিচ্ছুর একটা হাত ধরে বলল, "তোর কী হল বিচ্ছু? তুই এত ভয় পেলি কেন?"

বিচ্ছু বলল, "তুমি এখনই এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলুদা। সত্যিই কিছু একটা আছে এখানে। এইমাত্র কে যেন আমার চুল ধরে টানল। এই নিশিভোরে এসব কি ভাল?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "সে কী!"

আর সে কী! হঠাৎই একটা কাঁচা ডাল ভেঙে পড়ল ভোম্বলের মাথায়। তারপরই মনে হল, কে যেন অন্ধকার ভেদ করে লাফিয়ে পড়ল

Online Bangla Library

পঞ্চুর ঘাড়ে। পঞ্চুর চিৎকার আরও বেড়ে গেল। তারপরই সে কী দারুণ দাপাদাপি।

ভোম্বল বলল, "থাক তোরা এখানে, আমি আর এর মধ্যে নেই।" বলেই দৌড় দিল সে।

তার দেখাদেখি বিচ্ছুও ছুটল।

অমন যে পঞ্চু, সেও তখন ঘাবড়ে গেছে খুব। যাবে নাই-বা কেন? চিরকাল সে-ই তো দুষ্টু লোকেদের কামড়ায়, বদ লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই অন্ধকারে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে সোহাগ করে তার গলা জড়ায় কে? তাই সেও কী করবে ভেবে না পেয়ে একটু ফাঁকা জায়গার দিকে দৌড়ল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চুও তখন ছোটা শুরু করল ওর পিছু-পিছু। কী কেলেঙ্কারি রে বাবা!

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই ওরা দেখতে পেল সত্যিই কে যেন পঞ্চুর পিঠে বসে গলা জড়িয়ে আছে তার। পঞ্চু তাকে কিছুতেই নামাতে পারছে না পিঠ থেকে। অবশেষে সে নিজেই নামল। পঞ্চুর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই এক লাফে একটা গাছের ডালে।

বাবলু বলল, "মাই গড! এটা তো একটা বানর। এই অন্ধকারে কী করছিল বনের ভেতর?"

ততক্ষণে ভোম্বল আর বাচ্চুও ফিরে এসেছে।

আর পঞ্চু? রাগের চোটে সে তখন ভৌ-ভৌ রব তুলে দারুণ লাফালাফি করছে বানরটাকে দেখে। বানরটার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। সে গাছের ডালে বসেই সমানে ভ্যাংচাচ্ছে পঞ্চুকে। কখনও বা কক্-কক করে তেড়ে আসছে। এক-একবার লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে, আর পরক্ষণেই পঞ্চু তেড়ে এলে গাছের ডালে উঠে নাচছে। কুকুরে-বানরে সে কী কাণ্ড তখন!

বাবলু তো অনেক চেষ্টা করল পঞ্চুকে আশ্বস্ত করবার, কিন্তু পারল না।

ভোম্বল তখন রেগেমেগে একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে মারতে গেল বানরটাকে, "দাঁড়া শয়তান, দিচ্ছি তোকে শেষ করে।"

www.MyBanglaBook.com

বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলল ওকে, "এ কী করছিস? শুধু-শুধু মারবি কেন ওকে?"

"না, মারবে না! এই অন্ধকারে কী ভয়টা পাইয়ে দিয়েছিল বল দেখি?"

"সে দোষটা কি ওর? তুই ভয় পেলি কেন? আমরা তো কেউ ভয় পাইনি।"

আকাশ ততক্ষণে অনেকটা ফরসা হয়েছে।

বাচ্চু হঠাৎই বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, আমার মনে হচ্ছে এটা কারও পোষা বানর। তাই বোধ হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে চাইছিল। ওর গলায় একটা চেন আটকানোর বেল্ট লক্ষ করেছ?"

সবাই এবার ভালভাবে বানরটাকে দেখে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো, নিশ্চয়ই কারও পোষা বানর। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে।"

বিচ্ছু বলল, "খুব ভাল হয়েছে বাবলুদা। এখন থেকে এও আমাদের সঙ্গী হবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু কি ওকে মেনে নেবে? তা ছাড়া এর মালিক যখন এসে চাইবে একে, তখন কী করবি?"

বিলু বলল, "সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু ওটাকে ধরবি কী করে?"

বাবলু বলল, "ওর ব্যবস্থা করছি। বিচ্ছু ছুটে গিয়ে আমার মায়ের কাছ থেকে দু-চারটে আলু-বেগুন নিয়ে আয় তো।"

বাচ্চু বলল, "তা কেন? আমাদের বাপি কাল অনেক কলা নিয়ে এসেছেন। কলা তো এদের প্রিয় খাদ্য। দু-একটা কলা বরং নিয়ে আয়, যা।"

বিচ্ছু তখন মহানন্দে বাড়ির দিকে ছুটল। ওর মনে আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে বানর বাবাজিকে নিয়ে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড। একদিকে পঞ্চু দাপাদাপি করছে ভৌ-ভৌ করে, অপরদিকে কাকেদের কা-কা চিৎকার। কাউকেই থামানো যায় না।

ওরা যখন অনেক চেষ্টা করছে পরিস্থিতিটাকে আয়ত্তে আনবার, ঠিক তখনই ওদের সামনে হেঁড়ে মাথা বেঁটে বাঁটুল একটি ছেলে ঢ্যাং-ঢ্যাং

Online Bangla Library

করে এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই বাবলু সন্দেহের সুরে বলল, "কী রে গম্বুজ! এত সকালে তুই এখানে কোত্থেকে এলি রে?"

ছেলেটার আসল নাম সনৎ। ডাকনাম সোনা। কিন্তু ওর ওই গোলালো হেঁড়ে মাথাটির জন্য সবাই ওকে 'গোলগম্বুজ' বলে। গোলগম্বুজ গাছের ডালে বসে থাকা বানরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই খুদে শয়তানটার খোঁজেই আমি এসেছি রে! এটা যে এখনও কী করে বেঁচে আছে, তাই দেখেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "কেন? কী হয়েছিল ওর?"

গম্বুজ বলল, "তোরা রাগ করবি না বল?"

বাবলু বলল, "সত্যি কথা বললে কেন রাগ করব?"

"তোরা তো আবার থানায় যাস, পুলিশের সঙ্গে মিশিস। সেইজন্যই তোদের কিছু বলতে ভয় করে।"

"কোনও ভয় নেই তোর। কী হয়েছে বল?"

"কাল তোদের বাগানে যে কাণ্ডটা হয়েছে, সেটা এই খুদে শয়তানটার কাজ। একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তার মানে?"

গম্বুজ বলল, "তোরা তো জানিস ভাই, রাস্তার ছেলে আমি। কোথায় জন্মেছি, কীভাবে বড় হয়েছি কিছুই আমার মনে নেই। ভিক্ষে করে, কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ। এখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ভাঙা প্লাস্টিক, তামার তার, ছেঁড়া কাগজ, এইসব কুড়িয়ে দিন কাটাই। কাজকর্ম কিছুই করি না। তবে একটা হাতের কাজ আমি ভালই শিখেছি। সে-কাজে আমার কিন্তু জুড়ি নেই।"

বাবলু বলল, "হাত সাফাইয়ের কাজ নিশ্চয়ই?"

"না-না। ওইসব কাজ আমি করি না। কারও কিছু চুরি করা, পকেটমারা, এসবকে অত্যন্ত ঘৃণা করি আমি। সে-কাজ হল...।"

বাবলু বলল, "থাক, আর বলতে হবে না। এবারে বুঝতে পেরেছি।"

গম্বুজ বলল, "ভোটের আগে, বাংলা বন্‌ধে কিংবা দু' দলে মারামারি

www.MyBanglaBook.com

হওয়ার সময়, আমাকে নিয়ে দারুণ দর কষাকষি চলে। হাত এমন পাকা যে, এই শিল্পকর্মের জন্য কোনও পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম থাকলে সেটা আমিই পেতাম। তা যাক, খানদশেক স্পেশ্যাল কোয়ালিটির জিনিস একটা ঝোলায় পুরে কাল বিকেলের দিকে তোদের এই বাগানে আমি ঢুকে পড়েছিলাম। তোরা সবসময় এই বাগানে ঘোরাফেরা করিস, তাই পাছে তোদের ক্ষতি হয়, সেজন্য বাগানের পেছন দিকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওগুলো। কিন্তু দোষ করেছিলাম এই আপদটাকে সঙ্গে এনে। জিনিসটা রেখে হঠাৎ একটু দূরে গেছি, এমন সময় দেখি এই খুদেটা ঝোলার ভেতর কী আছে দেখবে বলে গাছে উঠেছে। তখনই বুঝেছি সর্বনাশের চরম হবে। হলও তাই। তখন না পারি ছুটে যেতে, না পারি চেঁচাতে। গাছের ডাল থেকে ঝোলাটা মাটিতে পড়তেই দারুণ একটা বিস্ফোরণ। শব্দের চোটে কানের পরদা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বেগতিক দেখে আমি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ-ধাঁ।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এই জিনিস লুকিয়ে রাখবার জন্য তুই আমাদের বাগানটাকে বেছে নিলি কেন? এত সাহস তোর কী করে হল?"

গম্বুজ বলল, "তুই রাগ করিস না রে। তোদের এখানে আমি আসতামই না। আসলে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় একটা পুলিশের গাড়ি। আমার হাতে ঝোলা থাকলে পুলিশের নজরও এড়াতে পারতাম না। তাই ভয় পেয়ে ঢুকে পড়েছিলাম এর ভেতর। ভেবেছিলাম সন্ধে হলেই পাচার করব।"

"কোথায় যাচ্ছিল ওগুলো?"

"চারাবাগানে।"

"কাদের অর্ডার ছিল?"

"এগুলো অর্ডারি নায়। অর্ডারি হলে তো আমার পৌঁছে দেওয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না। যাদের জিনিস তারাই এসে নিয়ে যেত। ওগুলো আমি নিজের জন্যই বানিয়েছিলাম, অন্য কাজে লাগাব বলে।"

"কী কাজে লাগাতিস?"

Online Bangla Library

গোলগম্বুজ এবার কিছু সময়ের জন্য মাথাটা নিচু করে রইল। তারপর বলল, "সে বড় দুঃখের কথা রে বাবলু! কয়েকজনকে মেরে আমি আমার গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার বদলা নেওয়া আর হল না। শুরুতেই এমন বাধা। ভেবেছিলাম ওদের মেরে আমি মরব। তা...।"

"ওরা কারা?

"শুনবি?" বলেই বলল, "চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি তা হলে।"

বানরটা তখন লাফিয়ে এসে গোলগম্বুজের কাঁধে চড়েছে। পঞ্চুও কী ভেবে যেন চুপ করে গেল। আর সে একটুও চেঁচামেচি করল না বানরটাকে দেখে।

বাবলু সকলকে নিয়ে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে গিয়ে বসল।

ওরা যখন সব কিছু শোনবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছে, ঠিক তখনই কলা হাতে ছুটতে-ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল বিচ্ছু। তারপর এইভাবে সকলকে বসে থাকতে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বেশি অবাক হল গোলগম্বুজকে দেখে। যাই হোক, প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ও কলাটা এগিয়ে দিতেই বানরটা ওর হাত থেকে কলা নিয়ে এক লাফে গুলঞ্চগাছের ডালে উঠে খেতে বসে গেল।

গম্বুজ বলল, "তোরা তো আগে চারাবাগানের দিকে যেতিস, সেই বস্তিগুলোর কথা মনে আছে? ওই বস্তিতেই ভানুদাস নামে একজন গরিব মানুষ বাস করত। মাদারির খেলা দেখিয়ে দিন কাটত তার। একটি ছাগল, কুকুর আর এই বানরটাকে নিয়ে ছিল তার একার সংসার। মানুষটা বড় ভাল ছিল রে বাবলু। কিন্তু বস্তির মস্তানরা একদিন ওকে ছেলেধরা বদনাম দিয়ে পিটিয়ে মারল।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কবে!"

"এই তো সেদিন। কী করে যেন সকলের ধারণা হয়েছিল, ভানুদাস খেলা দেখানোর অছিলায় লোকের ছেলেমেয়ে চুরি করে পাচার করত। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বাবলু, ভানুদাস সে প্রকৃতির লোকই নয়। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সে খুব ভালবাসত। তাদের আদর করে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াত। আমিও যখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতুম,

www.MyBanglaBook.com

তখন ওই ভানুদাস কতবার আমাকে হোটেলে বসিয়ে খাইয়েছে। এখনও খাওয়াত। আমি প্রায়ই যেতাম ওর কাছে। ভানুদাসের মুখে শুনেছিলাম মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় কোনও এক গ্রামে তার বউ-ছেলেমেয়ে তারই পথ চেয়ে বসে আছে। এখনও হয়তো মাসকাবারি টাকা পাওয়ার আশায় দিন গুনছে তারা। তাই আমি ঠিক করেছিলাম একটি নিরীহ পরিবারের ওপর এমন অভিশাপের মেঘ ঘনিয়ে আনল যারা তাদের আমি শেষ করব। একা আমি ওদের সামনে তো যেতে পারব না, তাই আড়াল থেকে এক-একদিন আচমকা গিয়ে শেষ করে আসব ওদের এক-একজনকে।"

বাবলু বলল, "বুদ্ধু কোথাকার। এই কাজ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তিস, তা হলে কী অবস্থা হত একবার ভেবে দেখেছিস?"

"কী আর হত? মার খেয়ে মরতুম। আমার চাল নেই, চুলো নেই, রাস্তার ছেলে আমি, যেখানে-সেখানে রাত কাটাই। আমি মরলে কার কী এসে যেত? কিন্তু ভানুদাসের মৃত্যুতে কত ক্ষতি হল বল দেখি? ওর পরিবারের লোকেরা এখনও জানে না কী সর্বনাশটা ঘটে গেছে তাদের।"

"ভানুদাসের ঠিকানা জানিস?"

"না।"

"ওর দেশের কোনও লোক ওই বস্তিতে এমন কেউ থাকে, যাকে দিয়ে একটা খবর অন্তত পাঠানো যেতে পারে ওর বাড়িতে?"

"কেউ না। এখানে ও সম্পূর্ণ একা।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চারাবাগানের ঘটনাটা কয়েকদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম। গণধোলাইয়ে এক ছেলেচোরের মৃত্যুর খবর দেখে ভেবেছিলাম ঠিকই হয়েছে। এদের মরণ এইভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু এখন যা শুনছি তা তো অন্য ব্যাপার। যাক, আসল ব্যাপারটা কী খুলে বল দেখি?"

গম্বুজ বলল, "আসল ব্যাপার আমার কাছেও রহস্যময়। তবে সেদিন সন্ধেবেলায় ভানুদাস খেলা দেখিয়ে ঘরে ফিরলে আমিও গিয়ে জুটলাম। ভানুদাসকে সেদিন কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললাম, 'কী গো,

Online Bangla Library

আজ তুমি এত চুপচাপ যে ?' ভানুদাস সে-কথায় উত্তর না দিয়ে আমাকে একটা টাকা দিয়ে চা আনতে পাঠাল। আমি কেটলিতে করে মোড়ের চায়ের দোকান থেকে যখন চা নিয়ে ফিরলাম, তখন দেখি কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে ভানুদাসের ঘরের সামনে চেঁচামেচি করছে। ভানুদাসও ভীষণ রেগে বচসা করছে তাদের সঙ্গে। ব্যাপারটা কী যে হল কিছু বুঝলাম না। তবে অনুমান করলাম, আশপাশের এলাকা থেকে সম্প্রতি দু-একটি ছেলেমেয়ে চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সবাই নাকি ওকেই সন্দেহ করছে। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ওই বস্তিরই দুলারি নামের একটি মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে। ভানুদাস সকালে যখন মাদারির খেলা দেখাতে যায়, দুলারি তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এলাকার বাইরে গিয়েছিল। সেই যাওয়া। আর ফেরেনি। তা এইভাবেই বচসা হতে-হতে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন দেখলাম ভানুদাস জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তখন যে যেখানে পারল পালাল। চোখের সামনে ভানুদাসের অবস্থা দেখে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম খুব। ছাগল আর কুকুরটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা ছিল। আমি বানরটাকে কাঁধে নিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম বস্তি থেকে। ভানুদাসকে মার খেতে দেখে আমার এমন ভয় হয়েছিল যে, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ওকে ছেড়ে এবার বুঝি ওরা আমাকে ধরে।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথাটা সেদিন রাত্রেই তুই এসে আমাদের বললি না কেন ?"

গম্বুজ বলল, "আসলে ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কী, তোদের কথা মনেই হয়নি তখন। আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছিল ওই লোকগুলোকে কেটে কুচিয়ে ফেলতে। সবচেয়ে দুঃখ কী জানিস ? আমার বুদ্ধিটাও সেদিন কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। একটু বুদ্ধি খরচ করে একবার যদি খুলে দিতাম কুকুরটাকে, তা হলে আর যাই হোক, ওইভাবে বেঘোরে মরতে হত না ভানুদাসকে।"

বাবলু বলল, "ভানুদাস সেই রাত্রেই মারা যায়। খবরটা অবশ্য কাগজ

www.MyBanglaBook.com

মারফত পেয়েছি। এই ব্যাপারে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি ?"

"আমি তো ভয়ে আর ওদিকে যাইনি। তবে শুনেছি, এই ব্যাপারে পুলিশ যাদের ধরেছিল, ওই বস্তির মালিক নাগরাজ কোবরা নাকি পুলিশ হেফাজত থেকে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এনেছে।"

বাবলু বলল, "নাগরাজ নামটার সঙ্গেই কেমন যেন একটা ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি। লোকটাকে তুই চিনিস ?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।"

বিলু বলল, "বুঝেছি। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "আমরা এই এলাকায় এতদিন ঘোরাফেরা করছি, অথচ এই নাম তো আমরা শুনিনি কখনও।"

"কী করে শুনবি ? নতুন এসেছে যে ! আগের যে মালিক ভৈরব নস্কর, তার লিজের মেয়াদ শেষ হতেই নাগরাজ কিনে নিয়েছে বস্তিটা।"

"তাই বল। তার মানে লোকটা আসলে প্রোমোটার। বস্তি নিয়ে পলিটিক্স করছে। এইভাবে বস্তিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, দাঙ্গা বাধিয়ে সকলকে উৎখাত করবে একদিন। আর নয়তো রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবে সবাইকে।"

গম্বুজ দপ করে উঠল, "ঠিক হয় তা হলে। ওই লোকগুলোর ওইভাবেই মরা উচিত।"

বাবলু বলল, "তাতে লাভটা কার ? নাগরাজেরই তো। এমনও তো হতে পারে, ওই নাগরাজ লোকটার উস্কানিতেই বস্তির ওই লোকগুলো ভুল বুঝে মেরেছে ভানুদাসকে।"

গোলগম্বুজ এবার নিভে গেল একটু। বলল, "তা অবশ্য হতে পারে, তবে মেরেছে ওকে গুণ্ডারা।"

"এখন আমাদের খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে এই নাগরাজ লোকটি আসলে কে ? এই এলাকায় সে এল কী করে ? তারপরে ওর নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে সকলকে।"

গম্বুজ বলল, "কী করে কী করবি ? সবাই যে ওর কথায় ওঠে-বসে। একমাত্র ভানুদাসই ওর কথা শুনত না। ওরই মুখে শুনেছি, এই নাগরাজ লোকটি নাকি মহা বদ।"

Online Bangla Library

"তার মানে ভানুদাস তাকে চিনত। তার স্বরূপ জানত। হয়তো সে তার নিষিদ্ধ কার্যকলাপ এমন কিছু দেখে ফেলেছিল বা জেনে গিয়েছিল, যার ফলেই মরতে হল তাকে। এই ব্যাপারে ভানুদাস তোকে কোনও কথা বলেনি ?"

"না। ও বড় ভালমানুষ আর খুব ভেতর-চাপা লোক ছিল।"

"আমরা একবার ভানুদাসের আস্তানাটা দেখতে চাই।"

"ওরে বাবা। সে তো একেবারে শত্রুপুরীর ভেতরে। ওখানে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে ?"

"না হওয়ার কী আছে ?"

ভোম্বল এতক্ষণে কথা বলল, "ঝোলাভর্তি পেটো নিয়ে তুই তো ওই শত্রুপুরীতেই ঢুকতে যাচ্ছিলি।"

গম্বুজ চোখ দুটো বড় করে বলল, "পাগল নাকি ? ওগুলো একটা পোড়ো মন্দিরের পাশে কালকাসুন্দের ঝোপের ভেতর সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতুম, আর ওত পেতে বসে থেকে আড়াল-আবডাল থেকে এক-একদিন গিয়ে মেরে আসতুম এক-একটাকে। বস্তিতে ঢুকতুম না।"

বাবলু হেসে বলল, "না। তোর ভেতরে দেখছি বিদ্রোহের আগুন বেশ ভালই আছে। যাকগে, আজ বিকেলে একবার আয় দেখি আমাদের বাড়িতে। ঠিক চারটে, সাড়ে চারটে নাগাদ। আমরা সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়ব ওই বস্তিতে।"

গম্বুজ বলল, "বেশ, তাই আসব। তোরা সঙ্গে থাকলে আমি যমপুরীতে ঢুকতেও ভয় পাব না।" এই বলে বানর নিয়ে সে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে চলে এল যে-যার ঘরে। কথায়-কথায় অনেক বেলা হয়ে গেছে তখন। বসন্তের বাসন্তী রোদ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাগানময়।

www.MyBanglaBook.com

॥ ২ ॥

গোলগম্বুজটা কথা রেখেছিল। তাই ঠিক সময়েই এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। বিলুর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ছিল বলে দেরি হল আসতে। বাচ্চু, বিচ্ছুও স্কুল থেকে ফিরে একেবারে তৈরি। সবাই একজোট হলে সকলকে নিয়ে পথে নামল বাবলু। পঞ্চুও চলল সঙ্গে।

অনেকদিন পরে চারাবাগানের দিকে যাচ্ছে ওরা। এখন হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই হয়তো এখন চিনবে না ওদের। তবুও যেতে ওখানে হবেই। ভানুদাসের ঘর সার্চ করে দেখতে হবে ওর দেশের ঠিকানাপত্র কিছু পাওয়া যায় কিনা। দরকার হলে এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্যও নেবে ওরা। কিন্তু মুশকিল হল, ঘটনাটা দিন পনেরো আগেকার। এখনও কি ভানুদাসের ঘরটা খালি পড়ে আছে ? দ্বিতীয়ত, ওর সেই ছাগল আর কুকুরটা কী অবস্থায় আছে এখন ? তারও পরে যেটা চিন্তার বিষয়, সেটা হল ওরা বস্তিতে ঢুকে ভানুদাসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গেলে পরিস্থিতিটা কীরকম দাঁড়াবে ?

নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে করতে একসময় ওরা বস্তির কাছাকাছি এল। এখানে ঘিঞ্জি বস্তিও যেমন আছে তেমনই ফাঁকা মাঠেরও অভাব নেই। ওরা তাই একজায়গায় এসে গোল হয়ে বসল সকলে।

বাবলু বলল, "তোরা সবাই এখানেই বসে বরং গল্পগুজব কর। আমি গম্বুজকে নিয়ে চট করে বস্তির লোকজনদের প্রতিক্রিয়াটা কী একবার দেখে আসি।"

বিলু বলল, "ওরকম রিস্ক একদম নিস না বাবলু। তার কারণ, ওই লোকগুলো কতখানি ডেঞ্জারাস একবার ভেবে দেখেছিস কী ? না হলে ঠাণ্ডা মাথায় জলজ্যান্ত একজন লোককে ওইভাবে পিটিয়ে মারে ?"

"ওইসব ভেবেই তো সকলকে ভেতরে যেতে মানা করছি রে। আগে যাই, দেখি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ভোম্বল বলল, "বাবলু কিন্তু কথাটা খুব একটা মন্দ বলেনি। ও

Online Bangla Library

গম্বুজটাকে নিয়ে ওর কাজ করুক, আমরা বরং দূর থেকে ওকে ফলো করি। ওদের কোনও বিপদ দেখলে সবাই আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।"

বিলু বলল, "বেশ, তাই হোক তা হলে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "তুই শিস দিতে পারিস?"

গম্বুজ বলল, "দেখবি? এমন শিস টানব যে, এক কিলোমিটার দূর থেকে লোক ছুটে আসবে এখনই।"

বাবলু হেসে বলল, "তার দরকার হবে না। তোকে ইশারা করলেই তুই তেড়ে একটা শিস দিবি, তা হলেই ছুটে আসবে এরা।"

বাবলু গম্বুজকে নিয়ে বস্তিতে ঢুকল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু আর পঞ্চু দূর থেকে লক্ষ রাখতে লাগল ওদের। সে কী টানটান উত্তেজনা!

বাবলু আর গম্বুজ যখন সাহসে ভর করে বুক ফুলিয়ে বস্তিতে ঢুকেছে তখন কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝল, কে যেন পিছু নিয়েছে ওদের। ওরা আরও খানিক যেতেই লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, "হে! হে! কিধার যাতা?"

ওরা একবার থমকে দাঁড়াল।

গম্বুজের বুক কেঁপে উঠল লোকটাকে দেখে।

বাবলু বলল, "কে রে লোকটা?"

"তেওয়ারিজি।"

বাবলু একবার থেমে দাঁড়িয়ে লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় গম্বুজকে বলল, "একদম ভয় পাবি না। এগিয়ে চল। শুধু ভানুদাসের ঘরটা একবার দেখিয়ে দিবি আমাকে।"

ওরা তেওয়ারিকে গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে হনহন করে এগিয়ে চলল।

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "আগে মাত বাড়ো।"

বাবলুরা ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

এক সময় একটি চালাঘরের সামনে এসে গম্বুজ বলল, "এই সেই ঘর।"

www.MyBanglaBook.com

গম্বুজকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বস্তির বাসিন্দারা। আশপাশের গেরস্তঘরের বউ-মেয়েরা চোখ বড়-বড় করে দেখতে লাগল ওকে। সবাই এসে ভিড় করল। কিন্তু একটি কথাও বলল না কেউ।

বাবলু দেখল ভানুদাসের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। ও বেশ ভারিক্কি গলাতেই বলল, "কে দিয়েছে তালা?"

গম্বুজ বলল, "জানি না।"

বাবলু হেঁকে বলল, "এই ঘরের চাবি কার কাছে?"

তেওয়ারির সঙ্গে তখন আরও তিনজন জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার গুণ্ডা এরা। যেমন ভয়ঙ্কর চেহারা, তেমনই চোখের চাহনি। ওদেরই একজন ভীষণ রেগে বলল, "তেওয়ারিজি তুমনে হিঁয়া আনেকো মানা কিয়া থা না?"

বাবলু দেশোয়ালি ঢঙে বলল, "এ লালা! হামকো আঁখ মাত দিখানা।"

"জরুর দিখায়গা।"

অন্য একজন বলল, "দেখাবই তো। তোমাদের বারণ করা সত্ত্বেও কেন এখানে এলে?"

বাবলু বলল, "বেশ করেছি। আমাদের হক আছে তাই আমরা এসেছি। আমরা কারও নিষেধও মানি না, চোখ রাঙানিতেও ভয় পাই না। আমরা জানতে চাই, এই ঘরের চাবিটা কার কাছে?"

একজন ঘোমটা-টানা বয়স্কা মহিলা রিং সমেত একটি চাবি বাবলুকে দিতে গেল যেই, লোকটা অমনই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সেটা।

বাবলু গম্বুজকে জিজ্ঞেস করল, "সেদিন ভানুদাসকে যারা মার্ডার করেছিল, তাদের মধ্যে এই লোকটা ছিল?"

বাবলুর রোখ দেখে গম্বুজেরও তখন সাহস বেড়ে গেছে। এমনিতেই সে খেপে ছিল, তার ওপরে যেন ঘি পড়ল আগুনে। বলল, "শুধু এই লোকটা কেন? এরা সবাই ছিল।"

"এরা কি এই বস্তিতেই থাকে?"

"হ্যাঁ। নাগরাজের পোষা গুণ্ডা এরা।"

Online Bangla Library

বাবলু হিংস্র চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভালয়-ভালয় চাবিটা দিয়ে দাও বলছি। না হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

লোকটিও হিংস্র হয়ে বলল, "খারাপ আমাদের কী হবে? খারাপ তো তোদের হবে। আর-একটু পরে লাশও খুঁজে পাওয়া যাবে না তোদের।"

বাবলু ওদের বিদ্রূপ করবার জন্য 'হ্যা-হ্যা' করে একটু গা জ্বালানো হাসি হেসে বলল, "আমাদের ভানুদাস পেয়েছ নাকি ব্রাদার যে, মেরে পার পেয়ে যাবে? আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে এর ভেতরে যখন ঢুকেছি তখন তৈরি হয়েই এসেছি।"

"কী চাস তোরা?"

বাবলু বলল, "ভানুদাসের খুনের বদলা।"

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "যা ভাগ। নিকাল হিঁয়াসে।"

গম্বুজ তখন ওর বেঁটে বাঁটুলের মতো চেহারায় একবার তুড়িলাফ খেয়ে পা থেকে চটিটা খুলেই পটাং করে মেরে দিল তেওয়ারিকে।

শক্ত প্লাস্টিকের চটি। সেই চটি লাগল নাকে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল তখন। সেই নাক রুমালে চেপে চেঁচাতে লাগল তেওয়ারি, "আরে মর গয়ি রে! এ রামা! সবকো পাকড়ো। হামকো মার ডালা ইয়ে চোট্টা বদমাশ। হাম মর গয়ি।"

বাবলু বলল, "ঠিক হয়েছে।" তারপর যে লোকটা চাবি নিয়েছিল তাকে বলল, "এক-এক করে তোমাদেরও সবাইকার এইরকম অবস্থা হবে। শিগ্‌গির চাবিটা দাও।"

লোকটা তখন দারুণ রেগে এক হাতে রিংসমেত চাবিটা ধরে দোলাতে-দোলাতে বলল, "এই তো চাবি। আমার হাতেই আছে। ক্ষমতা থাকলে নিয়ে যা।"

বাবলু বলল, "নেব বইকী! শুধু চাবি তো নয়, ছাগল আর কুকুরটাকেও চাই।"

গলায় রুমাল বাঁধা একজন 'ব্যা ব্যা' করে দু-একবার ডেকে বলল, "ছাগলটা আমাদের পেটে।"

"আর কুকুরটা?"

www.MyBanglaBook.com

"সেটা ও-ই ওপরে। ঠেঙিয়ে-পিটিয়ে সেটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি তার মনিবের কাছে।"

বাবলু হেসে বলল, "এইবার তা হলে ম্যাজিক কাকে বলে দ্যাখো। সেই যে সেই কুকুরটা, যেটাকে তোমরা ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছ সেটা কেমন অন্য চেহারায় ভূত হয়ে ওপর থেকে নীচে এসে পড়বে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "গম্বুজ! হুইসিল স্টার্ট।"

গম্বুজ সঙ্গে-সঙ্গে তার দুই আঙুলের জাদুতে জিভ উলটিয়ে এমন সিটি মারল যে, দারুণ একটা চমক দিয়ে সবার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল পঞ্চু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও অমনই ছুটে এসে হাজির হল সেখানে।

সবারই তখন চক্ষুস্থির! শয়তানরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল আর ভাবতে লাগল সত্যিই কি ছেলেটা জাদু জানে?

বাবলু বলল, "এইবার দ্যাখো, এই কুকুর-ভূতটা তোমাদের পেট চিরে সেই ছাগলটাকে কেমন বের করে আনবে।"

বাবলুর কথায় রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সবাই। একজন তো এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, ভয়ে সে নিজের পেটটাকেই চেপে ধরল। তারপর ভয়ে-ভয়ে বলল, "সত্যি করে বলো তো ভাই, তোমরা কী চাও?"

বাবলু বলল, "এতক্ষণে ভাই বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে? তা হলে শোনো, তোমাদের চারজনকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আমরা ভানুদাসের হত্যার বদলা নিতে চাই। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাই চারদিনের মধ্যে চার লাখ টাকা।"

"এটা কি মামার বাড়ির আবদার? আমাদের নোট ছাপানোর মেশিন আছে নাকি?"

"নিশ্চয়ই আছে। না হলে একটা লোককে মার্ডার করেও এমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কী করে?"

"আর কী চাও?"

"তোমাদের গডফাদার নাগরাজের ঠিকানাটা।"

"তার মানে সাপের গর্তে হাত দেবে তোমরা। ওর বিষ হজম করতে পারবে?"

Online Bangla Library

"আমরা কার্বলিক অ্যাসিড। একবার যদি ছিটকে গায়ে পড়ি তা হলে লুকোবার গর্ত পাবে না ও।"

লোকটা ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, "আর কিছু ?"

"দুলারি নামের যে মেয়েটিকে এখান থেকে পাচার করা হয়েছে তার সন্ধান চাই।"

ওদের দলে মজনু নামের একজন ছিল। সে এবার সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে বলল, "আমাদের সঙ্গে দুশমনির পরিণাম কী জানিস ?"

বাবলু বলল, "না। তবে তোমাদের পরিণাম জানি। হয় ছুরি, না হলে গুলি। এই তোমাদের পরিণাম। আর তোমাদের নাগরাজ কোবরা ? ওর জন্য তো দড়ির ফাঁস আছেই। অর্থাৎ খাঁটি রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফাঁসি কা ফান্দা'।"

আর সহ্য করা যায় না। ছোট মুখে বড় কথা কে কবে সহ্য করেছে ? মজনু তাই ভীষণ রেগে 'ইয়া আল্লা' বলে বিকট একটা ডাক ছেড়ে যেই না বাবলুর ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল পঞ্চুও অমনই বাঘের মতন গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মজনুর গলা থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এল একটা।

পরক্ষণেই শুরু হল ভীষণ দাপাদাপি। পঞ্চুর হাঁকডাক আর মজনুর চিৎকারে কেঁপে উঠল বস্তিটা।

যে লোকটার হাতে চাবি ছিল, বাবলু এবার একঝটকায় তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল চাবিটা। তারপর বিলুকে বলল, "তোরা একটু নজর রাখ এদের দিকে। যেন পালিয়ে না যায়। আমি আগে ভানুদাসের ঘরটা সার্চ করি, তারপর মজা দেখাচ্ছি বাছাধনদের।" এই বলে ভানুদাসের ঘরের তালা খুলে গম্বুজকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল বাবলু।

গম্বুজ ঘরের ভেতরটা বেশ ভালভাবে দেখে বলল, "না। ভেতরের জিনিস নড়চড় হয়নি কিছু।" বলে একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে এক বাণ্ডিল কাগজ, চিঠিপত্র ইত্যাদি বের করে বাবলুর হাতে দিল। খুচরো টাকাপয়সাও কিছু ছিল তার মধ্যে। যা ছিল তা খুব সামান্যই। একশো টাকারও কম।

www.MyBanglaBook.com

বাবলু সেগুলো গম্বুজের জিম্মায় দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসে দেখল পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মজনু। তেওয়ারিসহ আর যারা ছিল, তারা সবাই একজোট হয়ে বাধা দিচ্ছে পঞ্চুকে। কিন্তু পঞ্চুর বিক্রমের কাছে হার মানতে হচ্ছে সকলকেই।

বাবলু অনেক কষ্টে শান্ত করল পঞ্চুকে। তারপর মজনু-তেওয়ারির দলকে বলল, "একজন নিরীহ মানুষকে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মেরে যে অন্যায়টা করেছ তোমরা, তার কিন্তু ক্ষমা নেই। তবে ব্যাপারটা নিছক সন্দেহ, না কি সন্দেহটাই হত্যার অজুহাত, সে-রহস্য শিগ্‌গিরই ফাঁস হবে।" বলেই বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনারা এখানে অনেকেই জড়ো হয়েছেন দেখছি। সেদিন আপনাদের ভেতরে কি এমন কেউ ছিলেন না, যিনি গিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারতেন এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ? আমরা জানি, ভানুদাস অত্যন্ত নিরীহ লোক। সেই লোকের শুভাকাঙ্ক্ষী এখানে নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ আছেন। নাগরাজের এই পোষা গুন্ডাদের ভয়ে সেদিন হয়তো সাহস করে এগোতে পারেননি কেউ। এখন আসুন, আমরা সবাই মিলে এদের উচিত শিক্ষা দিই।"

এমন সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ওদের সামনে। এসেই বাবলুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "শাবাশ মাই বয়। আমি তোমার মতো একজনেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। এদের উপযুক্ত ওষুধ তুমি বা তোমরা। দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছি আমি। তাই তোমাদের অভিনন্দন জানাতে এলাম।"

বাবলু বলল, "আপনি কে ?"

"তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম অবনী ভট্টাচার্য। এইখানকার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি আমি। নাগরাজ আর তার দলবলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও রাস্তাই যখন খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময়ে তোমাদের আবির্ভাবে কেমন যেন আশার আলো দেখতে পেলাম।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এদের ব্যাপারস্যাপারগুলো পুলিশ প্রশাসনকে

Online Bangla Library

জানাননি কেন ? সবাই মিলে 'মাস পিটিশন' তো করতে পারতেন।"

অবনীবাবু দিল খুলে হাসতে লাগলেন, "হা-হা-হা। তোমরা কোন জগতে আছ ভায়া ? কী হবে ওতে ? তা ছাড়া কাদের নিয়েই বা এসব করব ? একা আমার সাধ্য কতটুকু ? পাড়ার উঠতি মস্তানরা এদের ভয়ে ওঠে-বসে। পুলিশ প্রশাসনও ডরে কাঁপে। এই বস্তিবাসীরাও ভয় করে এদের যমের মতো। অথচ এরা সবাই জানে দুলারি হরণের নেপথ্য নায়ক কে ? এরা জানে সুখি নামের আর-একটি মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে ফিরে এল না কেন ? মনু মালিকের একমাত্র ছেলে চন্দন মালিক খুনের দায়ে জেল খাটছে কাদের চক্রান্তে। এই অত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল একজনই। সে হল ওই ভানুদাস। তাই তাকে জনমের মতো সরে যেতে হল।"

এতক্ষণে মজনুর গলায় রা বেরোল, "মাস্টার ! তুমি আগুন নিয়ে খেলতে এসো না। এখনও বলছি, চলে যাও এখান থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু !"

পঞ্চু মজনুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গালটা একটু চেটে দিতেই চুপ করে গেল মজনু।

অবনীবাবু বললেন, "আমার একমাত্র মেয়ে বিয়াস। ভাল নাম বিপাশা। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এ-বছর। শুধু এই দুষ্টচক্রের জন্য রাস্তায় বের হতে পারছে না বেচারি। ওর স্কুলে যাওয়া, পড়তে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, সবই বন্ধ হয়েছে এদের জন্য। দু'দিন মামার বাড়িতে ছিল। কাল যেই এসেছে অমনই ইট পড়ছে বাড়িতে।"

"বলেন কী ?" বলেই দুষ্কৃতীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "কী, যা শুনছি তা সত্যি ?"

তেওয়ারি বলল, "এ জবাব তুমকো বাদ মে মিলেগা। আভি নিকালো ইয়াসে।"

বিলু আর ভোম্বল তখন মারমুখী হয়ে তেড়ে এল তেওয়ারির দিকে। বলল তেওয়ারিকে, "জবাব আমরা এখনই চাই। বলো সত্যি কিনা ?"

কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই দুম-দুম করে দুটো এমন বোমা ফাটল যে, তারই প্রভাবে ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক।"

www.MyBanglaBook.com

গোলগম্বুজ লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগ্‌গির পালিয়ে আয় তোরা। না হলে কেউ এখান থেকে বেরোতে পারবি না। এখন বোমা পড়ছে, পরে গুলি ছুটবে।"

অবস্থা এমনই যে, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। কেননা বাচ্চু, বিচ্ছু ছেলেমানুষ। তাই সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হল। পঞ্চু তখন ভয়ঙ্কর চিৎকারে সকলকে এমন ভয় দেখাতে লেগে গেছে যে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ওদের আক্রমণ করতে না পারে।

অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ফিরে চলো এখান থেকে। কিন্তু যাব কোনদিক দিয়ে ? এখান থেকে বেরোবার রাস্তাটা তো জানা নেই।"

গম্বুজ বলল, "আমি জানি। আসুন আমার সঙ্গে।"

ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে গম্বুজের নির্দেশিত পথে চলে এল বস্তির বাইরে।

অবনীবাবু বললেন, "আঃ। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছেই আমার বাড়ি। চলো, সবাই চা খেতে-খেতে একটু গল্প করা যাবে।"

বাবলুরা সবাই চলল অবনীবাবুর বাড়িতে। গোলগম্বুজও সঙ্গে গেল। প্রথম পদক্ষেপেই মৌচাকে একটা ঢিল তো পড়েছে। এখন দেখা যাক কতদূরের জল কতদূরে গড়ায়।

অবনীবাবুর বাড়ি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যাওয়ার সময় এই বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছিল ওরা। তাই সামান্য পথ হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝলমলে হাসিমুখে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল ওদের।

অবনীবাবু বললেন, "এই হল বিয়াস। আমার মেয়ে বিপাশা।"

বাচ্চু, বিচ্ছু ওর হাত দুটি ধরে বলল, "সত্যিই তুমি বিয়াস। কী সুন্দর তুমি। কবিগুরুর কবিতায় আছে, বিয়াস ওগো সুন্দরী বিপাশা...। তুমিও দেখছি ঠিক তাই।"

বিয়াস বলল, "বিপাশা নদী দেখেছ তোমরা ?"

বাচ্চু বলল, "না।"

বিচ্ছু বলল, "আমি দেখছি।"

Online Bangla Library

"কবে ! কখন ? কোথায় দেখেছ ?"

"আজই, এখন, এখানেই দেখছি।"

বিচ্ছুর কথায় হেসে উঠল সবাই।

অবনীবাবু সকলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসালেন। আর পঞ্চু করল কি, বলা নেই, কওয়া নেই, দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ছাদের ওপর উঠে গেল।

অবনীবাবু বললেন, "কী খাবে বলো ? চা, না কফি ?"

বাবলু বলল, "কফি খেলে কেন জানি না আমার কিন্তু মেজাজ আসে খুব।"

অবনীবাবু বললেন, "বিয়াস, তুমি তা হলে তোমার মাকে বলো, তোমার এই খ্যাতিমান বন্ধুদের জন্য কফি করতে। আর সেইসঙ্গে আরও কিছু।"

ভোম্বল সহাস্য মুখে বলল, "আবার অন্য কিছু কেন ?"

বিয়াস বলল, "প্রয়োজন আছে মশাই।" বলে চলে গেল ঘর থেকে।

বাবলু হেসে বলল, "খ্যাতিমান বন্ধুদের মানে ?"

অবনীবাবু বললেন, "পরিচয় না থাকলেও তোমাদের কি চিনতে অসুবিধে হয় বাবা ? ওই বুক সেলফটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের নিয়ে লেখা প্রত্যেকটা বই কেমন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে আমার মেয়ে। কাজ ফেলে রেখেও তোমাদের বই পড়তে ও খুব ভালবাসে।"

বাবলু বলল, "এটা কিন্তু খুব অন্যায়। আমাদের ভালবাসুক ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের ক্ষতি করে বই পড়া তো ঠিক নয়।"

বিয়াস তখন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বলল, "নয় কেন ? আসলে আমি জানো তো, দারুণ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। ওই দ্যাখো, তোমাদের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র অভিযান, 'সোনার গণপতি হিরের চোখ' এইসব কত যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তাই তো দেখছি।"

অবনীবাবু বললেন, "বিয়াসই প্রথম তোমাদের দেখতে পায়। ও-ই বলল, 'জানো বাবা, ওই বস্তির ভেতর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঢুকেছে। মনে

www.MyBanglaBook.com

হয় এইবার কিছু একটা হবে। তাই তো আমি দূর থেকে পিছু নিয়েছিলাম তোমাদের।'"

বাবলু বলল, "বেশ নাটকীয় ব্যাপার দেখছি।" বলে বিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো খুব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই না ?"

বিয়াস বলল, "অবশ্যই।"

"তুমি নিজে অ্যাডভেঞ্চার করেছ কখনও ?"

"একবার করেছি। সেবার হল কী, আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে দেওঘর বেড়াতে গেছি। তা গাইড ছাড়াই ত্রিকূট পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে সে কী কাণ্ড ! সারারাত আমরা একটা গাছের ডালে বসে কাটিয়েছি। এটা কি অ্যাডভেঞ্চার নয় ? পরদিন সকালে অবশ্য একদল কাঠুরিয়া পথ চিনিয়ে আমাদের নীচে নামায়। সেই দারুণ অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে ভুলব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই স্বীকার করল, "হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার বটে।"

বাবলু এবার অন্য প্রসঙ্গে এল, "তোমরা এ-পাড়ায় কতদিন আছ বিয়াস ?"

অবনীবাবু বললেন, "তা বছর পাঁচেক।"

বিয়াস বলল, "সত্যি, এত জায়গা থাকতে বাবা কেন যে এখানে বাড়ি করলেন, তা ভেবে পাই না। এত নোংরা এখানকার পরিবেশ যে, তা বলবার নয়।"

বাবলু বলল, "না, না। পরিবেশ নোংরা হবে কেন ? এখানে আরও অনেক ভদ্রলোক বাস করেন। কিন্তু মুশকিল হল কী জানো ? তাঁরাও ঠিক তোমাদেরই মতো অসহায়। শুধু এখানে বলে নয়, সব জায়গাতেই এমন কিছু লোক থাকে, যারা রাতের ঘুম কেড়ে নেয় প্রতিবেশীদের। আর কিছু লোক করে কী, তাদের মন পাওয়ার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে তোষামোদ করে তাদের।"

অবনীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ তুমি। এই কথাটাই আমি এদের বোঝাতে পারি না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা বিয়াস, তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি

Online Bangla Library

স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, বাইরে বেরোও না। কেন ? কাদের ভয়ে ? ওই তেওয়ারি, মজনু ওদের ভয়ে কি ?"

"ঠিক তা নয়, আসলে কিছু ছেলে রাস্তায় বেরোলেই আমাকে এমন বিরক্ত করে যে, পথচলা দায় হয়ে উঠেছে। মজনু, তেওয়ারিও আছে নেপথ্যে। ওরা হচ্ছে ওই ছেলেগুলোর বডিগার্ড।"

"বুঝেছি।" তারপর অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল, তাদের নাম কী ?"

অবনীবাবুর হয়ে গম্বুজই উত্তর দিল, "ছোকু আর মদন।"

"মোটামুটি এই চারজনই তা হলে বস্তির শের। এই তো ?"

"ঠিক তাই। সেইসঙ্গে ওই বখাটে ছেলেগুলো।"

"আর এদের পোষণ করছেন নাগরাজ কোবরা।"

ওদের আলোচনার মাঝখানেই অবনীবাবুর স্ত্রী বিয়াসকে ডেকে অনেক খাবার আর কফি পরিবেশন করলেন। লুচি, হালুয়া, সন্দেশ, কত কী ছিল তার মধ্যে !

সবাই খেতে বসলে বাবলু ডাকল, "পঞ্চু !"

পঞ্চু ছাদে ছিল। ডাক শুনেই নেমে এল নীচে।

বিয়াস বলল, "ওমা ! পঞ্চুর কথা তো মনে ছিল না। ওর জন্য তো আলাদা প্লেট চাই। আমি বইয়ে পড়েছি, একজন অতিথির সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা উচিত, পঞ্চুর সঙ্গেও সবাই তাই করে।" বলে একটা প্লেট এনে পঞ্চুকেও খেতে দিল বিয়াস।

খেতে-খেতেই বাবলু অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, আপনি যে তখন বললেন ভানুদাসের কথা, ওকে আপনি চিনতেন ?"

"চিনতাম বইকী ! না চিনলে ওর কথা বললাম কী করে ? একমাত্র সেই একা রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল এর।"

"কীভাবে ?"

অবনীবাবু বললেন, "সেইকথা বলব বলেই তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না।"

বাবলু বলল, "বলুন, শুনি।"

"শোনো বাবলু, আগামী মাসের সাত তারিখে আমার অবসর নেওয়ার

www.MyBanglaBook.com

দিন। তাই ভেতরে-ভেতরে চেষ্টা চালাচ্ছি, উপযুক্ত দাম পেলে বাড়ি বেচে অন্যত্র চলে যাওয়ার।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "সে কী ! ওই রাস্তার কুকুরগুলোর ভয়ে বাড়ি বেচে আপনি চলে যাবেন ? যেখানে যাবেন, সেখানটা যে আরও খারাপ হবে না, তাই-বা কে বলতে পারে ?"

"এ ছাড়া আমার উপায় নেই বাবা।"

"আপনি এখানেই থাকবেন। বিয়াসও কাল থেকে স্কুলে যাবে।"

অবনীবাবু ম্লান হেসে বললেন, "সব কথা শুনলে তবেই বুঝবে ভানুদাসের মৃত্যু কেন হল, আর কেনই-বা আমি চলে যেতে চাইছি।"

"বলুন তো শুনি।"

"আসল ব্যাপার কী জানো ? বিয়াস ওদের মুখের গ্রাস। ওকে ওরা নিয়ে পালাবার জন্য অনেকদিন থেকেই ষড়যন্ত্র করছে। ভানুদাস আমাকে শ্রদ্ধা করত, খাতির করত। আমার বিয়াসকেও মেয়ের মতো ভালবাসত সে। নাগরাজের আবির্ভাবের পর রহস্যজনকভাবেই এই এলাকায় পরপর কয়েকটি খুন, জখম আর অপহরণ শুরু হয়ে যাওয়ায়, সে আমাকে বিয়াসের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। ওরই মুখে শুনেছিলাম, নাগরাজের কোবরার দল বিয়াসকে অপহরণের ব্যাপারে ওর সাহায্য চেয়েছিল এবং টাকার বিনিময়ে ওদের হয়ে কাজও করতে বলেছিল। কিন্তু ভানুদাস ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। তাই সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল ওদের এই কুপ্রস্তাবকে।"

বিলু এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল সব। এবার বলল, "একটা ব্যাপার আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই কুখ্যাত ক্রিমিনালরা যত আজেবাজে কাজই করুক না কেন, ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারে সবাই দেখছি এককাট্টা। আমরা যত কালপ্রিট দেখলাম, সবারই ওই এক ধান্দা।"

"হবে নাই-বা কেন ? এতে যে অনেক টাকা ! চালান করে ভাল টাকা রোজগার করে এরা। তা ছাড়া নাগরাজের আসল ঘাঁটি তো মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার দণ্ডকারণ্যে। সেখানেও কিছু ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেয়। এইসব লোকের ধান্দার কি শেষ আছে ?"

Online Bangla Library

বাবলু বলল, "কোথায় বললেন ? দণ্ডকারণ্যে ! দণ্ডকারণ্যের কোথায় ?"

"ভানুদাসের মুখেই শুনেছি, জগদলপুর না কোথায় যেন ওর পাকা ঘাঁটি। আসলে ভানুদাসও তো ওই অঞ্চলের লোক। ভানুদাস চিনত নাগরাজকে। তার অপকর্মের কথা ভানুদাসের অজানা ছিল না। তাই সদা সতর্ক থাকত সে। ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। আর সেইজন্যই তো যেদিন ওরা সত্যি-সত্যিই বিয়াসকে স্কুল থেকে ফেরার পথে অপহরণ করতে গিয়েছিল, সেদিন প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে আচমকা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল সে।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "বলেন কী !"

"তারপর থেকেই আমি আর ওকে রাস্তায় বেরোতে দিইনি।"

"বেশ করেছেন। এই ঘটনার কথা আপনি জানিয়েছিলেন পুলিশকে ?"

"না। ভানুদাস আমাকে বারণ করেছিল। বলেছিল ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এর পর আরও বিপদ আসতে পারে। তাই আমি থানা-পুলিশের ঝামেলা করিনি। তবে এই কাজের খেসারত ভানুদাসকে অবশ্য দিতে হয়েছিল অন্যভাবে।"

"কীরকম !"

"রায়পুর আর জগদলপুরের মাঝামাঝি জায়গায় কাঁকের নামে একটি ছোট্ট জনপদ আছে। সুউচ্চ এক পাহাড়ের কোলে দুধ নদীর তীরে এই জনপদ সুখে, সমৃদ্ধিতে ভরপুর। সেইখানেই পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটি পর্ণকুটিরে ওর শান্তির নীড়। বউ আছে। ছেলে আছে। মেয়ে আছে। তা হঠাৎ একদিন খবর এল, ছেলেটাকে নাকি বাঘে খেয়েছে। পাহাড়ের ওপর একটি তালাওয়ে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে গিয়েছিল সে। এমন সময় বাঘের ডাক শুনে দৌড়ে পালায় সব। পালাতে পারেনি শুধু ছেলেটি। ভানুদাসের ধারণা, বাঘের ডাক আসলে ভাঁওতা। ওর ওপর নাগরাজের প্রতিশোধ নেওয়ার ছল এটা। তার কারণ, জঙ্গল এখানে গভীর হলেও দিনের বেলা এখানে বাঘ

বেরোয় না। আর বাঘের ডাক সবাই শুনতে পেলেও বাঘকে কিন্তু চোখে দেখেনি কেউ। ভানুদাস এবার অন্য মূর্তি ধারণ করে মুখোমুখি হয় ওদের। তেওয়ারির দজ্জাল বউটা গালাগালি দেয় ওকে। ভানুদাস রাগের মাথায় চেঁচিয়ে বলে, ওর ছেলেকে যদি ওরা ছেড়ে না দেয়, তা হলে ওদের ছেলেমেয়েকেও সে বাপ-মায়ের কোলছাড়া করবে। এই বলাটাই হল ওর কাল। চতুর চোরেরা পরদিনই ওই বস্তির দুলারি নামের একটি দশ বছরের মেয়েকে চুরি করে ওর নামে মিথ্যে বদনাম দিয়ে এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে, যাতে সবারই ধারণা হয়, ভানুদাসই হয়তো রাগের বশে করেছে এই কাজ। তাই সবাই মিলে একটা অছিলা করে একজোটে পিটিয়ে মারল ওকে।"

অবনীবাবুর কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল ওরা। সব শুনে বাবলু বলল, "দুলারির বাবা-মা কি এখনও বস্তিতেই থাকে ?"

"হ্যাঁ। বস্তি ছেড়ে যাবে কোথায় ওরা ? মেয়ের শোকে সে রাতে ওরা অন্ধ হলেও, পরে যখন সুখি নামের আর-একটি মেয়ে এক বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরল না, তখন টনক নড়ল। কারণ, তখন তো আর ভানুদাস নেই।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই বস্তির লোকেরা এত চুপচাপ।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, এবার ওরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "করলে ভাল, না করলে বয়েই গেল ! খুনি যে কে বা কারা, তা তো আমরা জেনেই গেছি। এখন শুধু ওই গভীর জলের মাছটিকে খেলিয়ে-খেলিয়ে ডাঙায় তোলা।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ নাগরাজকে।"

বিয়াস বলল, "কী সাহস তোমাদের ! আমার কিন্তু ভয় করে।"

বাবলু বলল, "ভয় কী ! ভয় করলেই ভয়। ভয়কে জয় করো, দেখবে শত্রুরা ঠিক পিছু হটছে।"

অবনীবাবু বললেন, "তোমার এই কথাটা আমি মানছি বাবা। না হলে তেওয়ারির দলবল তোমাদের দেখে ঘাবড়ে যায় ?"

বাবলু বলল, "নিয়মই হচ্ছে, প্রবল প্রতিপক্ষকে প্রথমেই হুমকি দিতে

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

হয়। যেমন মারপিট করবার সময় অপরে মারবার আগে মারতে হয় তাদের। তবে আজকের ব্যাপারে তেওয়ারির দলবল ঘাবড়ে গেছে পঞ্চুর বিক্রম দেখে। মজনুর যা অবস্থা করেছিল ও, তাতে ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। তবে পঞ্চু কিন্তু এবারে কাউকেই কামড়ায়নি।"

"তার মানে ওরা কুকুরেরও অধম। যার ফলে কুকুরও ওদের কামড়াতে ঘেন্না করেছে।"

বিয়াস বলল, "আমি কি তা হলে কাল থেকে স্কুলে যাব ?"

"নিশ্চয়ই যাবে।"

অবনীবাবু বললেন, "যদি কোনও বিপদ হয় ?"

"কিচ্ছু হবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনি একা নন। আপনার পাশে আমরাও আছি।"

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ভানুদাসের মৃত্যুর খবর ওর বাড়ির লোকেরা কি পেয়েছে ?"

"তা বলতে পারব না। তবে সংবাদটা যখন কাগজে বেরিয়েছিল, তখন কোনও-না-কোনওভাবে জানতেও পারে। পুলিশও খবর দিতে পারে, আবার নাগরাজের লোকেরাও জানাতে পারে।"

বাবলু বলল, "আপনি জানেন ভানুদাসের ঠিকানা ?"

"তা হলে তো আমিই খবর দিতাম।"

গম্বুজ বলল, "ওর ওই চিঠির কাগজগুলো তো কাঠের বাক্স থেকে বের করে আমার হাতেই দিলি তুই। সেইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখ না, তা হলেই ল্যাঠা চুকে যায়।"

"চিঠিগুলোর কথা খেয়ালই ছিল না। কই, দে তো দেখি।"

বাবলু চিঠিগুলো হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল বটে, কিন্তু সবক'টাতেই হাওড়ার ঠিকানা। শুধু একটি চিঠি লেখার পর পোস্ট করা হয়নি বলে তাতেই ঠিকানাটা পেয়ে গেল। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এইরকম : 'খোকাকে যদি ফিরে না পাই, এ-জীবন আমি রাখব না। তবে মরবার আগে ওদের মেরে মরব।' আরও অনেক চিঠি ছিল। বাবলু সেগুলো সংগ্রহে রাখল।

www.MyBanglaBook.com

অবনীবাবু বললেন, "ঠিকানা তো পেলে; ওদের কি একটি চিঠি দেবে ?"

বাবলু বলল, "না, থাক। ভাবছি ওদের এই বিপদে আমরা সবাই গিয়ে বরং একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব ওদের দিকে।"

"কীভাবে কী করবে ?"

"আপাতত কিছু টাকা ভানুদাসের স্ত্রীর হাতে দিয়ে আসব আমরা।"

গম্বুজ বলল, "তোরা কি ওই লোকগুলোর কাছ থেকে চার লাখ টাকা পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিস ?"

বাবলু বলল, "মোটেই না। টাকার জন্য যারা খারাপ কাজ করে, তারা দেবে টাকা ? সে-টাকা আমরা নেবই-বা কেন ? আসলে ওদের গা জ্বলিয়ে দেওয়ার জন্য ওইরকম হুমকি দিয়েছিলাম।"

অবনীবাবু বললেন, "যদি তোমরা সত্যিই যাও, তা হলে আমার কাছ থেকেও কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো বাবা। হাজার পাঁচেক টাকা আমিও দেব। ওই ভানুদাসের জন্যই আমার মেয়েকে আমি ঘরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আজ। না হলে কী যে হত !"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই যাব।"

বিয়াস বলল, "কবে যাবে তোমরা ?"

"গেলে শিগ্‌গিরই যাব। দেরি করে লাভ কী ?"

"আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা কি আমাকে সঙ্গে নেবে ?"

"তোমার বাবা যদি অনুমতি দেন, তা হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"আসলে আমার পাহাড়-পর্বতের দেশ দেখতে খুব ভাল লাগে।"

বাবলু বলল, "বেশ। দিন স্থির করেই জানাব আমরা। এখন তা হলে আসি। কথায়-কথায় রাত হয়ে গেল অনেক।"

"আমি কিন্তু আশায় থাকব।"

"আমরা যাবই। তুমিও যাবে।"

ওরা বিদায় নিয়ে পথে নামল।

খানিক আসার পর বিলু বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো বাবলু ? আমাদের এই দলের মধ্যে সচরাচর কাউকেই তুই ঢুকতে দিস না। যে দু-একজন আমাদের সঙ্গী হয়েছে, তারা অনেক কান্নাকাটি অথবা

Online Bangla Library

মান-অভিমান করে তবেই হয়েছে। অবশ্য পথের সঙ্গীদের কথা আলাদা। কিন্তু বিয়াসের বেলায় তুই এককথায় রাজি হয়ে গেলি, ব্যাপারটা কী ?"

বিচ্ছু বলল, "আমি বলব ?"

"বল দেখি। তুই-ই বল।"

"আসলে বাবলুদা বিয়াসকে এই কারণে সঙ্গে নিচ্ছে যে, ওদের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকাটা যে আমরা যথাস্থানেই পৌঁছে দিচ্ছি, তার সাক্ষী রাখার জন্য।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। আর টাকাটা আমরা ওকে দিয়েই দেওয়াব।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। এটা কিন্তু চমৎকার হবে।"

কথা বলতে-বলতেই ওরা পথ চলতে লাগল। চারাবাগান থেকে ওদের বাড়ি অনেক দূরে। তাই যেতে সময় লাগল অনেক। তবে আর যাই হোক, পথে কোনও বিপদ-আপদ হল না।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই গেল থানায়। ওই এলাকার থানার যিনি বড় দারোগা, সেই মিঃ ত্রিবেদী ওদের ভালরকমই চিনতেন। তাই ওদের দেখেই বুঝতে পারলেন গোলমাল একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। ওরা যেতেই হাসিমুখে বললেন, "ব্যাপারটা কী ? এই সাতসকালে হঠাৎ আমার এলাকায় যে ?"

বাবলু বলল, "গোলমালটা যে আপনার এলাকাতেই।"

"আমার এলাকায় ! নাগরাজঘটিত ব্যাপার নয় তো ?"

"আপনি তা হলে কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পেরেছেন।"

ত্রিবেদী হেসে বললেন, "না পারবার কী আছে ? পুলিশের চাকরি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম। এটুকু আন্দাজ করতে পারব না ? বলো, কী বলতে চাও।"

"আমরা বলতে চাই, হাওড়া শহরের এই বিশেষ এলাকাটা কি

www.MyBanglaBook.com

নাগরাজের দখলেই থাকবে ? তা যদি হয়, তা হলে এখানে ও-ই রাজত্ব করুক, সাধারণ নাগরিকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক।"

"কেন ? হলটা কী ?"

"কী হয়নি, বলুন ? ছেলেমেয়ে চুরি থেকে খুন-জখম, কী না হচ্ছে এখানে ? আপনি কি জানেন, ওর লোকেদের অত্যাচারে আমাদেরই এক মেয়ে-বন্ধু স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছে না।"

"তুমি কি অবনী মাস্টারের মেয়ের কথা বলছ ?"

"আপনি তো সবই জানেন দেখছি।"

"জানি। কথাটা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানো ? পুলিশের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেই একটা ধরাবাঁধা গণ্ডি থাকে। সেই গণ্ডির বাইরে পা দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের থাকে না।"

"পুলিশের না থাকুক, মানুষের তো থাকে ! পুলিশ কি মানুষ ছাড়া ?"

"কখনও না। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকলে আমরা কী করতে পারি ? অবনী মাস্টারের কি উচিত ছিল না এই ব্যাপারে থানায় একটা ডায়েরি লেখানো বা আমার কাছে এসে সব কথা খুলে বলা ?"

"ছিল। হয়তো এখানে আসতে ভরসা পাননি। পুলিশের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে কেউই আজকাল পুলিশের কাছে আসতে চায় না।"

"তা হলে পুলিশ কী করবে বলো ? পুলিশ তো লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কার কোথায় কী সমস্যা, তা জেনে সমাধান করবে না। যাক, তোমরা দেখছি খুবই উত্তেজিত। চা খাবে ?"

ভোম্বল বলল, "খাব।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এবার বলুন তো, ভানুদাস নামের নিরীহ লোকটাকে যারা মারল, আপনারা তাদের অ্যারেস্ট করেও ছেড়ে দিলেন কেন ?"

"বাধ্য হলাম বলে। ওই বস্তির কোনও লোকই মুখ খুলল না। তারা এমন ভাব দেখাল, যেন বাইরের লোক এসে মেরে গেছে ওকে। তবুও আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদের ধরে নিয়ে এলাম, প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম তাদের।"

Online Bangla Library

"এদের পেছনেও তো নাগরাজ ছিল।"

"নাগরাজের টাকাতেই তো জামিন পায় তারা। ওর লোকবল নেহাত কম নয়! আর কোবরা দলটাও ডেঞ্জারাস!"

"ওর লোক কারা?"

"শুধু বস্তির গুণ্ডারা নয়, এলাকার ভেতরের, বাইরের অনেক প্রভাবশালী লোকও আছেন। বহু লোকের মদত না পেলে নাগরাজরা কখনওই এমন দাপটের সঙ্গে টিকে থাকতে পারত না। তোমরা কি জানো, প্রতি বছর বারোয়ারি পুজোর সময় বেশ কয়েকটি ক্লাবকে উনি একান্ন হাজার টাকা করে চাঁদা দেন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকাল মিঃ ত্রিবেদীর মুখের দিকে, "বলেন কী!"

মিঃ ত্রিবেদী বললেন, তা হলে বুঝছ তো, নাগরাজের গায়ে হাত দিলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? থানা জ্বালিয়ে দেবে ওরা।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তা হলে পুলিশ-প্রশাসনের কিছুই করণীয় নেই?"

"আছে বইকী! তোমরা বাদী হও, অভিযোগ আনো। তারপর দেখছি।"

ততক্ষণে চা এসে গেছে।

চা খেতে-খেতে বাবলু বলল, "আমার মগজ কী বলে জানেন, এই লোকেদের জন্য আইন, আদালত, গ্রেফতার, তদন্ত, কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। প্রশাসনকে এমনভাবে সক্রিয় হতে হবে যে, চিহ্নিত শত্রুদের ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়েও পেটাতে হবে বেধড়ক। মুখোশধারী লোক এনে এমন মার মারতে হবে যে, কে বা কারা মারল—টেরও পাবে না কেউ।"

ত্রিবেদী হাসতে-হাসতে বললেন, "আজ থেকে তুমি বরং আমার চেয়ারটায় বসো, আমি তোমার জায়গায় যাই।"

বাবলু বলল, "আপনি হাসছেন?"

"হাসব না! আরে বাবা এই সমস্ত ছল-চাতুরি কি বেশিদিন চলে? তা ছাড়া আমাকেও তো দোকান-বাজার যেতে হয়! যাক, এবারে তোমাদের

www.MyBanglaBook.com

অভিযোগটা দায়ের করো।"

বাবলু বলল, "অভিযোগ একটা নয়, অভিযোগ অনেক। ভানুদাসকে সে-রাতে প্রি-প্ল্যান মার্ডার করা হয়েছিল।"

"কোনও সাক্ষী আছে?"

"আছে বইকী! এমন সাক্ষী আছে, যে নিজে চোখের সামনে মার খেতে দেখেছে ভানুদাসকে। তাকে আপনিও চেনেন।"

"কে সে?"

"আমরা ওকে গোলগম্বুজ বলি। ছেলেটা...।"

"হেঁড়ে মাথা। রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়।"

"আরও একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন আছে ওর।"

"পেটো বাঁধার।"

"ঠিক তাই।"

"আর কিছু?"

"নাগরাজের পোষা গুণ্ডারা, মানে তেওয়ারির দলবল অবনীবাবুর মেয়ে বিয়াসকে কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করেছিল।"

"আর?"

"দুলারি নামে ওই বস্তিরই একটি দশ বছরের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে ওরা। সুখি নামের একটি কাজের মেয়েরও সন্ধান নেই।"

"ঠিক আছে। তোমাদের এই অভিযোগগুলো একটা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দাও। এবার দেখো, অ্যাকশন নিই কিনা। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, এই ধরনের লোকেদের পেছনে লাগার জন্য কাউকে-না-কাউকে রুখে দাঁড়াতে হয়। তোমরা এগোও, আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। নাগরাজ লোকটা বড্ড বাড় বেড়েছে। এবার ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওর কোবরার দল আমি ভাঙবই।"

বাবলুরা উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমরা তা হলে আসি?"

ত্রিবেদী বললেন, "এক মিনিট।" বলেই ডাকলেন, "বিশু!"

একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল এসে দাঁড়াল।

"ওই যে অবনী মাস্টার আছেন না, ওঁর মেয়েটা স্কুলে যাওয়া-আসা

Online Bangla Library

করতে ভয় পাচ্ছে। তুমি কয়েকটা দিন ওর দিকে একটু নজর রেখো তো।"

বিশু চলে যাচ্ছিল।

ত্রিবেদী ডাকলেন, "শোনো, যাওয়ার আগে একবার বস্তিতে গিয়ে তেওয়ারিকে খবর দাও। ওকে বলো, আমি ডেকেছি। এখনই যেন আসে।"

বিশু চলে যেতে ত্রিবেদী বললেন, "বেশটি করে ওদের একবার ধাতানি না দিলে দেখছি চলছে না।"

বাবলু বলল, "ধাতানিটা কীরকম, বসে থেকে একটু দেখেই যাই তা হলে।"

"কী হবে? ওসব লোক ভাল নয়। ওদের মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।"

"কাল সন্ধেবেলা ওদের মুখোমুখি হয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

"বলো কী?"

"দেখুন না, আমাদের দেখলেই কেমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠবে।"

বাবলুরা বেশ কিছুক্ষণ ত্রিবেদীর সঙ্গে খোশগল্পে কাটিয়ে দিতেই ওরা এল।

তেওয়ারি আর মজনু দু'জনেই এসে ঢুকল থানায়।

ভেতরে ঢুকে একবার ওদের দিকে তাকিয়েই তেওয়ারি বলল, "বলুন হুজুর। সকালবেলায় তলব করিয়েছেন কেন?"

ত্রিবেদী চোখের ইঙ্গিতে বাবলুদের দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলেমেয়েগুলোকে চেনো?"

"না হুজুর। কখনও দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "মিথ্যে কথা।"

"সত্যি কথা বলছি হুজুর।"

"ভানুদাসকে তোমরাই যে মেরেছ তার প্রমাণ কিন্তু এদের কাছে আছে।"

www.MyBanglaBook.com

তেওয়ারি আর মজনু এবার রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকাল।

তেওয়ারি বলল, "কী পোরমান আছে? ওরা কি আমাদের মারতে দেখেছে?"

বাবলু বলল, "যদি বলি দেখেছি।"

"হুজুর, এরা মিথ্যে কথা বলছে।"

বিলু বলল, "আমরা সবাই দেখেছি।"

মজনু বলল, "কাল সন্ধেবেলায় তোদের সঙ্গে যে বাঁটুলটা ছিল, সে দেখতে পারে। তোরা নয়। সেইদিন তোরা কোথায় ছিলি? কেউ ছিলি না সেদিন।"

বাবলু হেসে বলল, "দেখছেন তো সার, মিথ্যে কথা কারা বলছে? একটু আগেই ওরা আপনাকে বলল আমাদের কখনও দেখেনি। আবার এখন বলছে কাল সন্ধেবেলা আমাদের সঙ্গে যে বাঁটুলটা ছিল তার কথা। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা যদি সেদিন স্পটে না থাকবে তা হলে আমাদের অনুপস্থিতির কথা জানবে কী করে?"

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "যোগিন্দর!"

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

"এদের ভেতরে ঢোকাও।"

মজনু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "কাজটা আপনি ভাল করলেন না দারোগাবাবু। এর ভেতরে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের?"

"বেশিক্ষণ না পারি, কিছুক্ষণ তো পারব।"

তেওয়ারি বলল, "এত সহজে আমরা ধরা দিচ্ছি না তিরবেদীজি। আর এ ভি ইয়াদ রাখবেন, আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের বরাবরের দুশমনি হোয়ে গেল।" বলেই কনস্টেবলকে বলল, "আগে মাত বাঢ়ো।"

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "অন্দর ঘুসাও দোনো কো।"

মজনু আর তেওয়ারি দু'জনের হাতেই তখন রিভলভার। তার মানে ওরা তৈরি হয়েই এসেছে।

ওদের এই ঔদ্ধত্য দেখে ত্রিবেদী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "এসব কী?"

Online Bangla Library

বাবলু বলল, "কিছুই না। ওদের বাড়তে দেওয়ার ফল।"

তেওয়ারি বলল, "ভয় নেই দারোগাবাবু, আপনার ওপর গুলি চালিয়ে আমরা ডিসিপ্লিন ব্রেক করব না। শুধু একটাই অনুরোধ, আমাদের চলে যেতে দেবেন। না হলে কিন্তু...।"

মজনু সবার দিকে রিভলভারের নলটা একবার ঘুরিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ। হাত উঠাও সব। উঁচা করো।"

সবাই হাত তুললেও পান্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে ওদের পালাবার পথে বাধা হয়েছে।

তেওয়ারি বলল, "রাস্তা ছোড়ো।"

জবাবে একটি পেপার ওয়েট সজোরে এসে লাগল তেওয়ারির নাকে। সঙ্গে-সঙ্গে রুমালে নাক চেপে বসে পড়ল সে। চোখে যেন অন্ধকার দেখল। গত সন্ধ্যায় গম্বুজের চটির আঘাত সামলে ওঠার আগেই এই আঘাতটা সহ্য করা কঠিন হল ওর পক্ষে।

ভোম্বল যে কখন ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তুলে নিয়েছিল পেপার ওয়েটটা, তা কে জানে? একেবারে মোক্ষম ঝাড় ঝেড়েছে সে।

তেওয়ারির অবস্থা দেখে মজনুও আর থাকতে পারল না। সে ভীষণ রেগে ভোম্বলের দিকে রিভলভার তাগ করতেই মিঃ ত্রিবেদীর রিভলভার শব্দ করে উঠল 'ডিস্যুম'।

গুলিটা লাগল মজনুর কাঁধে।

আশপাশ থেকে আরও দু-একজন পুলিশ এসে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। দু'জন অ্যারেস্ট করল তেওয়ারিকে। বাকি একজন মজনুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিতেই সে ওই আহত অবস্থাতেও তাকে কুপোকাত করে একলাফে বেরিয়ে এল থানার বাইরে। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল সামনের পথ ধরে।

ঘটনাটা যেন নাটকের দৃশ্যের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? বিলু তখন সবাইকে টপকে বুলডগের মতো তাড়া করেছে ওকে। বিলুর মনে হল, এই সময় পঞ্চুটা যদি কাছে থাকত, তা হলে কী ভালই না হত! না থাক পঞ্চু। ও-ই বা কম কিসে? ওরা দু'জনেই তখন ছুটছে। সে কী দারুণ ছোটা! যেন দৌড়ের

www.MyBanglaBook.com

প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে। ছুটতে-ছুটতে একসময় বিলু প্রায় ধরে ফেলেছে মজনুকে, এমন সময় হঠাৎ কিসে যেন পা হড়কে পড়ে গেল বিলু। আর সেই সুযোগেই উধাও হয়ে গেল মজনুটা।

তেওয়ারিকে ততক্ষণে কয়েদখানায় বন্দি করা হয়েছে। ওর যা অবস্থা তাতে ওকে এবার পুলিশ হাসপাতালে না পাঠালেই নয়।

বিলু ফিরে এলে বাবলুরা আর দেরি করল না। থানা থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে এল যে-যার বাড়িতে।

দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে কত কী চিন্তা করতে লাগল বাবলু। ওর মনটা এখন পড়ে আছে বিয়াসের দিকে। ওরা তো জোর দিয়ে ওকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে এল, কিন্তু পথে বেরোলে সত্যিই যদি কোনও বিপদ হয় মেয়েটার? যদিও বাবলুর কথামতো গম্বুজটা আজ সকাল থেকেই নজর রাখবে ওদের বাড়ির দিকে। আর স্কুলে যাওয়া-আসার সময়ও দূর থেকে পিছু নেবে ওর, তবুও সে আর কতদিন? তা ছাড়া ওই এলাকায় গম্বুজও তো নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাকে পেলেই এবার খেয়ে ফেলবে। বিয়াসের নিরাপত্তার জন্য আজ সকালে ওদের থানায় যাওয়া। পুলিশ ওদের কথা দিয়েছে। দারোগাবাবু বিশু নামের একজন কনস্টেবলকে বিয়াসের ওপর নজর রাখার দায়িত্বও দিয়েছেন। তবুও এতে কি কোনও কাজ হবে? যারা থানার ভেতরে ঢুকে দারোগাকে রিভলভার দেখায় তারা যে কী মারাত্মক, তা বোঝাই যায়। তার ওপর আহত মজনু এখন খ্যাপা বাঘ। সে নিশ্চয়ই এর বদলা নিতে ছাড়বে না। আর এইসবের পর নাগরাজের ভূমিকাই বা কী হবে? চিন্তা করতে-করতেই মাথায় যেন ঝিম ধরল বাবলুর।

হঠাৎ একসময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদে। সে ভৌ-ভৌ করে একবার ডেকে উঠেই ছুটে নেমে এল নীচে।

বাবলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল একমুখ হাসি নিয়ে গম্বুজের সঙ্গে বিয়াস এসে হাজির। ওর হাতে স্কুলের বইপত্তর।

বাবলু বলল, "এ কী! স্কুলে যাওনি তুমি?"

Online Bangla Library

"কেন যাব না? বুক ফুলিয়ে গেছি। প্রথমটা একটু ভয়-ভয় করছিল। তবে গম্বুজদাকে দেখেই মনে জোর পেলাম। আমার বাবার সঙ্গে গম্বুজদার কথা হয়েছে। ও এখন থেকে রোজ আমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবে, আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

বাবলু আনন্দে অভিভূত হয়ে বলল, "আচ্ছা!"

"বিনিময়ে মাসে ষাট টাকা করে নেবে ও।"

"কিছুই না।"

বাবলু ওদের ঘরে ঢুকিয়ে বলল, "এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।"

গম্বুজ বলল, "এবার থেকে আমি ভাবছি আর রাস্তায়-রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়াব না। আমি হব বিয়াসের বডিগার্ড।"

বিয়াস বলল, "জানো বাবলুদা, আমার বন্ধু কাকলি, সুমিতা এরাও বলেছে গম্বুজদা যদি এই কাজটা করে, তা হলে ওরাও ওকে ষাট টাকা করে দেবে।"

বাবলু, "যাক, এতদিনে তোর একটা হিল্লে হল তা হলে।"

গম্বুজ বলল, "তা হল। তবে ভাই আমার চাহিদা খুব সামান্য। কাগজ কুড়িয়ে, বোমা বেঁধে যা পাই তাতেই আমার হয়ে যায়। দিনে দশ-বারো টাকা রোজগার করতে পারলেই খুশি হই আমি। এখন থেকে যদি এই কাজ করি আর বোনেদের টিফিনের ভাগ পাই, তা হলেই চলে যাবে আমার। তবে তোরা আমার একটা উপকার কর দিকিনি।"

"কী উপকার, বল।"

"তোদের দু-একটা পুরনো জামা-প্যান্ট আমাকে দে। এবার থেকে আমি সেগুলো পরে রাস্তায় বেরোব। না হলে এই ভাল-ভাল মেয়েদের সঙ্গে এইভাবে কি রাস্তায় বেরনো যায়?"

"ঠিক কথা। তোকে শুধু পুরনো জামা-প্যান্ট নয়, আমরা তোর এমন একটা ড্রেস করিয়ে দেব যা দেখলে সবারই ভাল লাগবে। নেভি-ব্লু রঙের প্যান্ট-শার্ট আর ভাল জুতো-মোজা পরে তুই স্কুলে যাবি-আসবি।"

গম্বুজ লাফিয়ে উঠল, "সত্যি বলছিস!"

"তবে না তো কি মিথ্যে?"

গম্বুজ খুশি হয়ে বলল, "অবশ্য আমাকে যারা টাকা-পয়সা দেবে না তারাও যদি আমার সঙ্গে দল বেঁধে আসতে চায় তো আসবে। সবাইকে নেব আমি।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল "গুড। এইরকম উদার মনের পরিচয় সবসময় দিবি। তবে সবাই যাতে তোকে কিছু দেয় সেই ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।"

"খুব ভাল হয় তাহলে। তবে এটুকু জেনে রাখিস, কেউ কোনও সময়ে কোনওভাবে যদি আমার বোনেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে আসে তা হলে এমন শিক্ষা দেব যে...।"

বাবলু বলল, "থাক। মুখের ভাষাটা সংযত রাখবি। সব সময়ে মনে রাখবি ভদ্রসমাজে মিশতে গেলে সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। খারাপ ভাষা একদম বলবি না।"

"না, না। বলব না। তবে প্রথম-প্রথম দু-একটা দিন মুখ ফসকে ওইসব বেরিয়ে যাবে কিন্তু।"

"যাতে না বেরোয় সেই চেষ্টা করবি।"

"সাধ করে কি বেরোয়? আজই দ্যাখ না, স্কুলে যাচ্ছি, এক ব্যাটা ফুট কাটছে। বলে কিনা এই শিম্পাঞ্জিটাকে আবার কোত্থেকে ধরে আনল রে! এই কথা শুনলে কার না রাগ হয় বল?"

"রাগবি না। ওই ছেলেদের কাজই হল তোকে রাগিয়ে দিয়ে তোর মুখ থেকে খারাপ-খারাপ কথা শোনা। ওতে ওরা মজা পায় খুব।"

বিয়াস হেসে বলল "ও তো তখনই রাস্তা থেকে ইট কুড়িয়ে ছুড়তে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলাম, তাই।"

বাবলু বলল, "খবরদার। একদম মাথা গরম করবি না। তবে ব্যাপারটা কী জানিস, ওই ছেলেরা বিপজ্জনক নয়। ওরা ভেতরে-ভেতরে নাগরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও আসল ভয় হচ্ছে নাগরাজের কোবরা দলকে। তারা যে কখন কোন ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। সেই সময়টার জন্যই সতর্ক থাকতে হবে তোদের। অবশ্য দলবল থাকলে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপদের আশঙ্কাটা খুবই কম।"

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

বিয়াস বলল, "সেইজন্যই তো আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমার অন্য বন্ধুদেরও বলে দেব তাই করতে।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল কথা। এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে কী ছেলে, কী মেয়ে, কারওরই নিরস্ত্র হয়ে পথে বেরনো ঠিক নয়।"

বাবলুর মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। এদের কথাবার্তা শুনে উঠে এলেন এবার। গম্বুজকে এর আগে পথেঘাটে দেখে থাকলেও বিয়াস তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

মা বললেন, "মেয়েটি কে রে বাবলু?"

"ও বিয়াস।"

"কোথায় থাকে ও? এ-পাড়ায় দেখিনি তো কখনও?"

"ও থাকে চারাবাগানের দিকে। একটা কুখ্যাত দল ওই অঞ্চলে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেই নিয়েই আলোচনা করছি আমরা।"

"তাই! আমি বলি কে রে বাবা! কিছু কি খাবি তোরা?"

বাবলু বলল, "বিয়াস, তুমি বলো। তুমি তো প্রথম এলে আমাদের বাড়িতে। কী তুমি খেতে চাও?"

"বা রে। আমি কী বলব?" বলে বাবলুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে মাসিমা। সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে ভয়ে-ভয়ে স্কুলে গেছি।"

"ভয়ে-ভয়ে?"

"হ্যাঁ, ভয়ে-ভয়ে। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনাকে একটু সাহায্যও করি, আর খুলে বলি সব। তা ছাড়া আমি খুব ভাল আলু-পরোটা তৈরি করতে পারি। খাবেন? আপনার বাড়িতে এসে আপনাকেই আমি করে খাওয়াব আজ।"

মা বললেন "ওমা! এ তো খুব ভাল কথা। এই বয়সে লেখাপড়া ছাড়াও তুমি যে এইসব শিখেছ, এর জন্য তোমার মায়ের অবদান নিশ্চয়ই খুব?"

"তা বলতে পারেন। তবে মোটামুটি আমি সবরকমের রান্নাই করতে পারি। কিন্তু মা আমাকে একদম উনুনের ধারে যেতে দেন না।"

www.MyBanglaBook.com

"আজকালকার মেয়েদের মধ্যে এসব গুণ খুব কমই দেখা যায়। এসো, ভেতরে এসো। দেখি, তুমি কেমন কী করতে পারো।"

বাবলু বলল, "তুমি গাজরের হালুয়া তৈরি করতে পারো?"

"এনে দাও না, তারপর দেখিয়ে দেব পারি কিনা।"

বিয়াস বাবলুর টেবিলে বই-খাতা রেখে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পঞ্চুও অমনই সঙ্গ নিল ওর। বাড়িতে নতুন অতিথি কেউ এলে পঞ্চুর যে কী আনন্দ হয়, তা পঞ্চুই জানে। তার ওপরে সেই অতিথি যদি কোনও মেয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। আদরে, সোহাগে একেবারে গলে যায় ও।

বাবলুর ঘরে সোফার ওপর একটু জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল গম্বুজ।

বাবলু বলল, "তুই এমন কুঁকড়ে আছিস কেন? ভাল হয়ে বোস।"

গম্বুজ আরাম করে বসে বলল, "কপালের কী ফের দ্যাখ! রাতারাতি আমি কী থেকে কী হয়ে গেলাম! কালও ছিলাম একজন ছেঁড়া কাগজ কুড়নোওয়ালা। আর আজ একেবারে ভদ্রলোকের ছেলে।"

বাবলু বলল, "ভদ্র-অভদ্র কি কারও গায়ে লেখা থাকে রে! মানুষের ব্যবহারেই তার পরিচয়। তোর কেন ভাল হল জানিস? তোর বৃত্তি তোকে হীন করেনি, তাই। তোর এই মনের জন্যই ভগবান তোর মঙ্গল করেছেন। তবে একটা কথা, এখন থেকে তুইও কিন্তু খুব সাবধানে চলাফেরা করবি। কারণ ওদের নজর এখন তোর দিকেও।"

"সে কি আমি জানি না ভেবেছিস? ভেতরে-ভেতরে আমিও তৈরি। কাল রাতেই আমি রং বাহাদুরের কাছে থেকে তার নেপালাটা চেয়ে নিয়েছি। আর জিনিস কয়েকটা যা বানিয়েছি তার একটা ফাটলে রক্ষে নেই। শুধু ওই নাগরাজ শয়তানের ডেরাটা যদি একবার জানতে পারতাম, তা হলে যখন-তখন গিয়ে আচমকা দু'-একটা এমন ঝেড়ে আসতাম যে, রাতের ঘুম মাথায় উঠে যেত ওর।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ গম্বুজ, ছেঁড়া কাঁথার মতো যে-পথ একবার ছেড়ে এসেছিস সে-পথে আর ফিরে যাস না। ওসব কাজ আর নয়। ভুলে যা ওইসব।"

Online Bangla Library

"কিন্তু বাবলু, কোবরা দল যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তো ওসব ভুললে চলবে না। শুধু একটা নেপালা নিয়ে কি ওদের সঙ্গে লড়া যাবে? আমি ওদের স্কুল যাওয়ার পথের ধারে এমন-এমন জায়গায় এক-আধটা করে লুকিয়ে রেখেছি যাতে দরকার হলেই ঝেড়ে দিতে পারি। আমার বোনেদের ওপর কেউ হামলা করতে এলে আমি জান নিয়ে পালাতে দেব না তাকে।"

"সর্বনাশ! এতে যদি হিতে বিপরীত হয়? না জেনে কেউ যদি হাত দেয় ওতে, বা আচমকা ফেটে যায়, তা হলে তো সাধারণ মানুষের বিপদ হবে। ও তুই সরিয়ে ফ্যাল গিয়ে।"

গম্বুজ এ-কথার উত্তর না দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "যা করবি ভেবেচিন্তে করবি। আমি এখন ভাবছি কী জানিস? এদের এই কোবরা দলের হদিস কী করে পাওয়া যায়! তেওয়ারি আর মজনু সকালবেলা যেভাবে দারোগাকে রিভলভার দেখাল তাতে রীতিমত দমে গেছি আমি। বিশেষ করে তেওয়ারি ফ্যামিলিম্যান। তার এই দুঃসাহস হয় কী করে?"

ওরা যখন বসে-বসে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল সশব্দে।

বাবলু গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই উত্তর এল, "থানা থেকে বলছি।"

এই কণ্ঠস্বর বাবলুর চেনা। বলল, "ইনস্পেক্টর বর্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"বলুন সার, কী বলবেন?"

"আজ সকালে তোমরা চারাবাগানের দিকে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কেন বলুন তো?"

"খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমরা চলে আসার কিছু পরেই একদল লোক ডায়েরি লেখানোর অছিলায় থানায় ঢুকে লকআপ থেকে তেওয়ারি নামের একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা এমন বেপরোয়াভাবে গুলি চালায় যে, দু'জন কনস্টেবল সহ মিঃ ত্রিবেদী গুরুতর আহত হন। ত্রিবেদীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঐক্টি

www.MyBanglaBook.com

নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।"

বাবলু বলল, "সকালের ঘটনাটা আপনি শুনেছেন?"

"শুনেছি। ওরা নাকি সকালেই রিভলভার দেখিয়ে মিঃ ত্রিবেদীকে থ্রেট করেছিল।"

"আমরা তখন ছিলাম।"

"যাই হোক, বি কেয়ারফুল। তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে।"

"অবশ্যই। আমরা এও জানি, এটা কোবরা দলেরই কাজ।"

"আমরাও জানি। এই কুখ্যাত দলটার দারুণ বদনাম আছে।"

"আপনারা চেষ্টা করুন যাতে ওই দলটাকে ফাঁদে ফেলা যায়। ওই বিষাক্ত নাগরাজকে খুঁজে বের করে অ্যারেস্ট করুন।"

"সে-চেষ্টা কি আমরা করছি না? কিন্তু পাব কোথায় তাকে? দল মজবুত হওয়ার পর থেকেই তার নাগাল পায়নি কেউ। ওসব লোকের কোনও নির্দিষ্ট ডেরাও থাকে না। তবে মনে কোরো না পুলিশ এই ঘটনার পর নীরব থাকবে। এর উপযুক্ত জবাব আমরা দেবই।"

"ওর একটা ঠেকের সন্ধান অবশ্য আমি জানি।"

"এই ব্যাপারে আমি পরে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এখন একটু জরুরি কাজে বেরোতে হচ্ছে আমাকে।"

"আমরা কি দেখা করব আপনার সঙ্গে?"

"না, না। আমিই সময়মতো যাব।"

বাবলু ফোন রেখে থমথমে মুখে আবার এসে বসতেই বিয়াস ঘরে ঢুকল। দুটো বড়-বড় কাচের ডিশে গরমাগরম আলু-পরোটা। একটাতে ভাল ঘিয়ের হালুয়া। ওদের দু'জনের দিকে দুটো ডিশ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো খাও। পরে চা নিয়ে আসছি।"

গম্বুজ খাবার টেনে নিলেও বাবলু কী যেন ভাবতে লাগল।

বাবলু ওর কথার উত্তর দিল না দেখে বিয়াস বলল, "কী ব্যাপার! তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে?"

বাবলু বলল, "তুমিও এইবেলা খেয়ে নাও। আর দেরি কোরো না। চলো, আমরা সবাই মিলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল বিয়াসের। বলল, "কেন, এত তাড়া

Online Bangla Library

কেন ? খারাপ কোনও খবর আছে ?"

"রাস্তায় যেতে-যেতে বলব।"

"তবু শুনিই না ?"

"কোবরা দল তোমাদের এলাকার থানা আক্রমণ করেছে। লকআপ ভেঙে তেওয়ারিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। আর এমন গুলি চালিয়েছে যে, মিঃ ত্রিবেদী আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন।"

বিয়াস দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কী হবে তা হলে ?"

"কী আবার হবে ! এইবারই তো শুরু হবে আসল কাজ। প্রয়োজনে সব জায়গার পুলিশকেই আমরা সবসময় কাছে পাব এবার। সাপের লেজে পা যখন পড়েছে সাপ তখন ছোবলাবেই। প্রশাসন কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? ওই বস্তির লোকেদের মুখ থেকেই এবার বেরিয়ে যাবে নাগরাজের খবরাখবর। ভানুদাসের অকালমৃত্যু ব্যর্থ হবে না।"

বিয়াস নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু আর গম্বুজ খুব দ্রুততার সঙ্গে খেতে লাগল আলু-পরোটা।

মা তখন কেটলিতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আর ঠিক সেই সময়ই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও হাজির।

বাবলু বলল, "এসেছিস, ভালই হয়েছে। একটু পরে আমিই যাচ্ছিলাম তোদের কাছে। চল, সবাই মিলে বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিলু বলল, "খবর কিছু শুনেছিস ?"

"কিসের খবর ?"

"এই ধর, আজকের সকালবেলাকার ঘটনার ব্যাপারে ?"

"শুনেছি। একটু আগেই মিঃ বর্মণ আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম তেওয়ারিকে ওরা লকআপ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর মিঃ ত্রিবেদী এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আছেন।"

বিলু হেসে বলল, "এই। ও তো পুরনো খবর। আসল খবর তা হলে শুনিসইনি।"

www.MyBanglaBook.com

বাবলু খাওয়া বন্ধ রেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিলুর দিকে চেয়ে বলল, "আসল খবর মানে ?"

"তেওয়ারি আর মজনুর লাশ এই একটু আগে ওই বস্তির ভেতরে ওদেরই ঘরের সামনে শুইয়ে রেখে গেছে ওরা।"

খাওয়া মাথায় উঠল তখন। "হোয়াট ?" বলে উঠে দাঁড়াল বাবলু। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা এ-খবর কোথায় পেলি ?"

বিলু কাঁচুমাচু মুখে বলল, "তুই রাগ করিস না বাবলু। একটু আগে ভোম্বলকে নিয়ে সাইকেলে চেপে আমিই একবার ওদিকে গিয়েছিলাম। ইচ্ছেটা এই, দূর থেকে বস্তিটাকে একটু নজরে রাখা। তার কারণ আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না কিসের জোরে তেওয়ারি আর মজনু আজ সকালে থানায় ঢুকে দারোগাকে রিভলভার দেখাল ! কোবরা দলের লোকেরা কেউ এসে এ-কাজ করলে আমি চমকাতাম না। কিন্তু ওই বস্তিতে বাস করে ওই এলাকারই থানায় ঢুকে দারোগাকে থ্রেট করা কতখানি দুঃসাহসী ব্যাপার বল তো ?"

বাবলু বলল, "এই একটা ঘটনাই তো সারাদিন আমার মনের মধ্যে ভীষণভাবে তোলপাড় করছে। তবে কাজটা কিন্তু তোরা ভাল করিসনি। আমাকে একবার জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তুই আমাকে ক্ষমা কর বাবলু। আসলে মজনুটাকে অত তাড়া করেও ধরতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"তা হলে ব্যাপারটা বোঝ। আমরা দলছাড়া হলে কোনও কাজই সফল হয় না।"

"তা ঠিক। তবে আমরা তো সবাই ছিলাম তখন।"

"পঞ্চু ছিল কি ? পঞ্চু থাকলে নিশ্চয়ই পালাতে পারত না বাছাধন।"

"ঠিক বলেছিস তুই।"

"যাক, তেওয়ারি আর মজনুর মৃত্যুতে বস্তির লোকেদের প্রতিক্রিয়াটা দেখলি ?"

"বস্তিতে ঢোকার আগেই ওইরকম একটা খবর শুনে আর ভেতরে ঢুকিনি আমরা। তবে এটুকু শুনেছি, নাগরাজের কোবরা দলই করেছে

Online Bangla Library

এই কাজ। কেননা ডেডবডির বুকে ওরা একটা করে সাপের ছবি-আঁকা কাগজ রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে 'বুরবাকি কা ইনাম।' অর্থাৎ বোকামির পুরস্কার।"

"তার মানে দারোগাকে রিভলভার দেখানোর ব্যাপারটা নাগরাজ মেনে নেয়নি।"

বাবলু বলল, "নাগরাজের মতো ধুরন্ধর লোক এই মাথা-মোটা লোক দুটোকে নিয়ে যে এতটা মাথা ঘামাল কেন, কিছু বুঝতে পারছি না। এতে তো এই এলাকার ইমেজ ওর একেবারেই নষ্ট হল। যেমন এর পর বস্তির লোকেরা ওর সহযোগী হবে না। পাড়ার মস্তানরা বা অন্য প্রভাবশালীরাও খেপে যাবে ওর ওপর। পুলিশও এদের মাধ্যমে অনেক খবরাখবর পাবে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু একান্ন হাজার টাকা চাঁদা বন্ধ হওয়ার ভয়ে পাড়ার ছেলেরা কি ওর বিরুদ্ধাচরণ করবে? মনে হয় না।"

বিলু বলল, "তা হয়তো করবে না। কিন্তু পুলিশি তদন্তের চাপে অনেক কিছু স্বীকার তো করবে? হয়তো জানা থাকলে কেউ ওর ঘাঁটির সন্ধানটাই দিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "এত সোজা নয়। ঘাঁটির সন্ধান কেউ জানলে তো দেবে। একবার হয়তো বস্তিটা কেনার পর এসে দেখা করেছিলেন মহাপ্রভু। তারপরে যা কিছু হয়েছে সবই দালাল মারফত। তেওয়ারি, মজনু, ছোকু, মদন, এরা হয়তো বিনা ভাড়ায় এখানে বাস করত, আর ওর পাপকাজে সাহায্য করত। মূল কোবরা দলের সঙ্গেই হয়তো পরিচয় ছিল না ওদের।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য হতে পারে।"

বাবলু বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? এদের দু'জনকে মেরে নাগরাজ হয়তো এখান থেকে ওর পাততাড়ি গোটাতে চাইছে। ওরা দু'জনে বোকার মতো যা করল তার ফলে ওর পক্ষে এখানে রাজত্ব করা এবারে অসম্ভব। কেননা, পুলিশ প্রশাসনকে বিব্রত করে কেউই নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। তবে একটা কথা, ও যত বিষাক্ত সাপই হোক না কেন, আর যেখানেই লুকোক, ওর গর্ত থেকে ওকে টেনে বের আমরা

www.MyBanglaBook.com

করবই।"

বিচ্ছু এবার নিছক কৌতূহলবশেই বিলুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাদের পরিচিত কোনও পুলিশ অফিসার সেখানে ছিল?"

"পরিচিত-অপরিচিত কেউই ছিল না। খবর পাবে তবে তো যাবে!"

বাবলু হঠাৎ খাওয়া ফেলে শিরদাঁড়া টান করে বলল, "আর একটুও দেরি নয় তা হলে। পুলিশ আসার আগেই আমাদের যেতে হবে ওখানে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরাও যাব তো?"

"সবাই যাবি। কেননা, দলছুট থাকলে অনেক সময় হাতের মাছও ফসকে যায়। তাই সবাইকেই যেতে হবে।"

পঞ্চু ছিল রান্নাঘরে। বোধ হয় আলু-পরোটা খাচ্ছিল। বাবলুর কথার মর্ম বুঝেই ছুটে এল 'ভৌ-ভৌ' করে।

বাবলু বলল, "তুইও যাবি পঞ্চু। এখন তুই তো আমাদের ভরসা। তোর ওপরই নির্ভর করছে আজকের এই অভিযান।" বলেই জামা-প্যান্ট বদলে চকিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। তারপর পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে বলল, "আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শিগগির চল। দেরি করলেই সর্বনাশ!"

মা বললেন, "তোরও যেমন। সর্বনাশের আর বাকি রইল কী? মেয়েটার খিদে পেয়েছে বলল, কিছুই তো খেল না সে।"

"তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো। চটপট। সবাই একটু করে খেয়ে নিক। খুব তাড়াতাড়ি। পুলিশ যাওয়ার আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "কেন বাবলুদা?"

"ভীষণ একটা ব্যাপার হতে চলেছে।"

বিয়াস খেতে-খেতেই বলল, "কী হতে চলেছে, বলোই না গো।"

"সে তুমি বুঝবে না। যা হতে চলেছে তার নাম কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ভগবান করুন, তা যেন না হয়। তবে আমার অনুমান মিথ্যে হবে বলে মনে হয় না।"

ওরা সবাই খুব তৎপরতার সঙ্গে যে যা পারল খেয়ে নিল। তারপর

Online Bangla Library

একটুও দেরি না করে একেবারে রাস্তায়।

বাবলু ভীষণ উত্তেজিত। উত্তেজনায় থমথম করছে ওর মুখ।

বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী, খুলে বল দেখি? তুই কি ভয়ঙ্কর কিছুর আশঙ্কা করছিস?"

"এত অভিযানের পর এও বলে দিতে হবে তোকে? বুঝতে পারছিস না টোপটা কিসের? নরখাদক বাঘ শিকার করবার জন্য যেমন গোরু-মোষ একটা কিছু বেঁধে রেখে শিকারি বসে থাকে টঙে, তেমনই নাগরাজেরও এটা একটা টোপ। তেওয়ারি আর মজনুকে খুন করে তাদের লাশ দুটো বস্তিতে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই দৃশ্য দেখার জন্য লোকের ভিড় বাড়ানো, পুলিশ প্রশাসনকে ডাকিয়ে আনা, তারপর...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। এবার বুঝতে পেরেছি তুই কী বলতে চাস!"

ভোম্বল বলল, "এইরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেও হয়নি কারও।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের না হোক, বাবলুদার তো হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "ঘটনার গতি যেরকম, তাতে এইটাই হবে। হতে বাধ্য।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে গম্বুজকে বলল, "তুই কিছু বুঝতে পারলি গম্বুজ, আমরা কিসের আশঙ্কা করছি?"

গম্বুজ বলল, "তোদের মতো লেখাপড়া না শিখলেও বুঝতে আমি পেরেছি। তবে একটু আগে যদি বলতিস তা হলে চুনমুনটাকেও নিয়ে আসতাম। এখন আমাকে কী করতে হবে বল?"

"তোকে যে-কাজটা করতে হবে সে-কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। তুই পঞ্চুকে ফলো করবি। ওটা কাছাকাছিই কোথাও থাকবে। চোখে পড়লেই নিষ্ক্রিয় করে দিবি।"

"দ্যাখ বাবলু, আমি ছোটখাটো জিনিসের মাস্টার। ওই বড়-বড় জিনিসের ব্যাপারস্যাপারগুলো ঠিক বুঝি না। তবে ওই বস্তির পেছন দিকে একটা পুকুর আছে, আমি ওটা সেখানে ফেলে দিতে পারব।"

www.MyBanglaBook.com

"তা হলেও হবে।"

"কিন্তু ধর, যদি তোর অনুমান মিথ্যে হয়?"

"সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু এখানে নাগরাজ, সেহেতু একটা ছোবলের আশঙ্কা এখানে থেকেই যায়।"

ওদের কথাবার্তা শুনে ভয়ে শিউরে উঠল বিয়াস। বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "তাই যদি হয়, তা হলে আপদ চুকে যাক। তোমরা আর এর মধ্যে মাথা গলিয়ো না। কী হবে ওইসব ঝুট ঝামেলায় গিয়ে?"

"সে কী! তা হলে তোমার ব্যাপারেই বা আমরা মাথা গলাব কেন? কাল থেকে তা হলে নিজের দায়িত্ব তুমি নিজেই নিয়ো।"

বিয়াসের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, "তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কেন ভয় পাচ্ছি জানো? যদি তোমরা ওখানে যাওয়ার পরই ওই দুর্ঘটনা ঘটে!"

"তা হলে মরব। মানুষ তো মরবার জন্যই জন্মায়। কিন্তু যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে তো চুপ করে থাকা যায় না। এটাই আমাদের কাজ।"

"আমাকেও তা হলে সঙ্গে নাও তোমাদের।"

"তা হয় না বিয়াস। উচ্ছ্বাসের মাথায় কোনও কিছু করতে এসো না। তা ছাড়া অনভ্যস্ত তুমি। এই সঙ্গিন মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বিপদের বোঝা আমরা বাড়াব না। এখন তুমি ঘরে যাও, পরে আমরা যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু জোর করেই বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বস্তির কাছে এল। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের জটলা তখন চারদিকে। বাবলুরা বস্তিতে ঢুকে একবার গিয়ে দেখে নিল ডেডবডি দুটো। রাস্তার ওপর পাশাপাশি শুয়ে আছে তেওয়ারি ও মজনু। সেই মরদেহ ঘিরে সে কী দারুণ উত্তেজনা! ওদের আত্মীয়স্বজনদের বিলাপের সুরে চোখে যেন জল আসে। যতই দুষ্ট হোক, তবু মানুষ তো! দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ ভিড় হটাতে ব্যস্ত। পুলিশের বড়কর্তারা তখনও এসে পৌঁছননি কেউ।

বাবলুর নির্দেশমতো পঞ্চু তখন মাটি শুঁকে সর্বত্র ছুটোছুটি করছে, আর

Online Bangla Library

গম্বুজ তার হেঁড়ে মাথাটা নিয়ে যেখানে জঞ্জাল, যেখানে আবর্জনা, সেখানেই হাতড়াচ্ছে।

তাই দেখে কয়েকজন বস্তিবাসী হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল ওদের দিকে। একজন বলল, "সেই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো আবার এসেছে রে! এরাই যত নষ্টের মূল।"

আর-একজন বলল, "এদের সঙ্গে সেই বাঁটুলটাও রয়েছে দেখছি। ওরে এই হেঁড়ে-মাথা! কী করছিস এখানে? লুটপাটের মতলব আছে নিশ্চয়ই?"

বাবলু এবার রুখে দাঁড়াল ওদের দিকে। বলল, "আমরা যা করছি করতে দিন। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। এক পাও এগোবেন না কেউ।"

আর-একজন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল, "তবে রে বিচ্ছু বদমাশ। দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি। কাল কিছু বলিনি, কিন্তু আজ ছাড়ব না।" লোকটাকে লাঠি নিয়ে ছুটে আসতে দেখেই পঞ্চু ভীষণ গর্জনে তেড়ে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁকডাক করে এমন তাড়া লাগাল যে, কামড়ের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। তেওয়ারির দজ্জাল বউটা তখন কান্না ভুলে যা নয় তাই বলে গালাগালি করতে লাগল ওদের।

আর সেই মুহূর্তে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গম্বুজ, "পেয়েছি, পেয়েছি। বাবলু শিগ্‌গির আয়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছুটে গেল সেইদিকে।

এতক্ষণে দেখা গেল দু'জন লোককে সাহস করে এগিয়ে আসতে।

"কী পেয়েছ! কী পেয়েছ গো তোমরা?"

বাবলু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "সাত রাজার ধন এক মানিক। নেবেন নাকি আপনারা? অ্যাত্ত বড় একটা সোনার তাল।"

"সোনার তাল! কই দেখি, দেখি! ওরে বাবা, সোনার তাল যে চোখেও দেখিনি কখনও।"

এবার আরও অনেকেই ছুটে এল, "কই, কোথায় তোমাদের সোনার তাল? একবার দেখাও না!"

কে যেন একজন বলল, "তাই তো বলি, ভদ্রলোকের ছেলেরা হঠাৎ

www.MyBanglaBook.com

বস্তিতে কেন, নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।"

সবাই এলে বাবলু অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিল, "ওই, ওই যে ওখানে। ওই আপনাদের সোনার তাল।"

দেখামাত্রই শিউরে উঠল সকলে।

যারা চেনে তারা সভয়ে পিছিয়ে এসে বলল, "কী সাঙ্ঘাতিক। এ-জিনিস এখানে কেন?"

বাবলু বলল, "এই জিনিসই তো এখানে থাকবে। এখানে তো ভানুদাসের মতো খাঁটি সোনার জায়গা হবে না। এইসব সোনা জায়গা করে নেবে এখানে। এখন কী করবেন করুন।"

একটা আতঙ্ক এসে যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করল বস্তিবাসীদের।

ওদেরই মধ্যে যারা একটু সক্রিয়, তারা নিষ্ক্রিয় করে দিল বিস্ফোরকটাকে। তারপর সবাই মিলে সেটাকে রেখে এল পেছনের পুকুরে কচুরিপানার জঙ্গলে। হাতের কাছেই রাখল। যাতে পুলিশ এলে দেখাতে পারে।

সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল ওদের। বলল, "আমরা তোমাদের ভুল বুঝেছিলাম ভাই।"

বাবলু বলল, "ভুল বোঝাই স্বাভাবিক। তবে একটা কথা, এখনও কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এইরকম মারাত্মক জিনিস যে এই বস্তির ভেতরে আরও দু-একটা নেই, তাই বা কে বলতে পারে? আপনারা সবাই মিলে এবার হ্যারিকেন-টর্চ হাতে খুঁজতে থাকুন চারদিকে। দু-একজন থানায় গিয়ে পুলিশকে জানান। ওরা এসে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করুক। আর বাড়ির লোকজনদের বলুন তারা যেন এই মুহূর্তে বস্তির বাইরে চলে যায়। আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আর পালা করে দিনরাত পাহারা দিন এখানে।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ।

ভয় এমন জিনিস যে, চোখের পলকে বস্তি সাফ।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর সেই অন্ধকারে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে কী যেন দেখে উল্কার গতিতে ছুটে গেল পঞ্চু। সে কী ভীষণ রূপ তার! পঞ্চুর তখনকার সেই বিক্রম দেখে মনে হল, বাঘও

Online Bangla Library

বুঝি ওর চেয়ে অত ভয়ঙ্কর নয়।

এর পর অনেক পুলিশ এল। দলে-দলে। দু-তিন গাড়ি-ভর্তি পুলিশ। বড়-বড় অফিসাররা এলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে সব কথা শোনার পর অনেক তদন্ত হল। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই বোমা, বারুদ, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সব বেরিয়ে এল বস্তিবাসী অনেকের ঘর থেকে। তবে অন্য কোনও ওই ধরনের বিস্ফোরক কিছু আর পাওয়া গেল না। এই তদন্তে দশ-বারোজনকে গ্রেফতার করা হলেও ছোকু আর মদনকে দেখতে পেল না কেউ। এই দু'জন যুবক যেন বস্তিবাসীদের ভেতর থেকে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেল।

কিন্তু পঞ্চুই বা গেল কোথায়? সেই যে গেল আর তো ফিরল না! পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনের অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। একটা ভয়ের মেঘ যেন ওদের মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল। এমন তো হয় না কখনও। তবে কি নাগরাজের বিষ-নিশ্বাস পঞ্চুর ওপর দিয়েই গেল? ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পঞ্চুর দেখা পেল না। সবশেষে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গম্বুজকে বিদায় দিয়ে সে-রাতের মতো ঘরে ফিরল সবাই। বাবলুর দু' চোখে এখন ক্রোধের অগ্নিশিখা। পঞ্চুর কিছু হলে এই ক্রোধানলে শুধু নাগরাজ কেন, ওর কোবরা দলের গুন্ডারাজকেও ছারখার করে দেবে ওরা।

॥ ৪ ॥

এক অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাবলু। মা-ও কেঁদে-কেঁদে সারা হলেন। পঞ্চুর অভাবে এই বাড়িতে এখন শোকের ছায়া। কারও খাওয়াদাওয়াও হয়নি পর্যন্ত। পঞ্চুকে উপোসি রেখে কোনও কিছু কি মুখে দেওয়া যায়! বাবলু গালে হাত দিয়ে শুধু ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে।

ঘড়ির কাঁটায় বারোটা। বাবাকে দুর্গাপুরে একটা 'কল' করবে বলে উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

www.MyBanglaBook.com

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, "হ্যালো মাই বয়, হাউ আর ইউ?"

"হু আর ইউ?"

"হামকো পয়ছানা নেহি?"

"না। এমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনেছি বলেই মনে হয় না। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?"

"কোবরা হাউস, ফ্রম...।"

"ও। আপনিই তা হলে সেই কুখ্যাত কোবরা! তা হঠাৎ আমাকে কী মনে করে?"

"আরে দোস্ত! আমি সবসময় হিরো-মস্তানদের আমার কোবরা গ্রিটিংস জানাই। তোমরা সত্যিকারের সাহসী ছেলেমেয়ে। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমি হলাম নাগরাজ কোবরা। তুম সব হামারা ধান্দা ছোড় দো।"

বাবলু বলল, "আমাদের অনেক কাজ। আমরা আপনার ধান্দা করছি এ-কথা কে বলল? আপনার ধান্দা তো পুলিশ করবে।"

"আরে পুলিশ হামারা ক্যা করেগা। লেকিন তুমহারা বারেমে হামারা পাশ কুছ খবর আয়া। হামারা পুরা প্ল্যান খতম কর দিয়া তুমনে। লেকিন ইয়াদ রাখো, দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং। তুম আউর এক কদম বাড়োগে তো হামারা সাথ দুশমনি পাক্কা হো যায়েগা।"

"মিঃ নাগরাজ! আপনার মতন লোকের কাছ থেকে আমরা দুশমনিই চাই। দোস্তি নয়। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ভানুদাসের হত্যার বদলা আমরা নেব। আপনার বিষদাঁত আমরা ভাঙবই।"

"তা হলে এইবার তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। নাউ প্রিপেয়ার ফর ইয়োর লাস্ট মোমেন্ট।"

"ওই একই পথের পথিক হওয়ার জন্য আপনিও তৈরি থাকুন মিঃ নাগরাজ। মনে রাখবেন, আমরাই আপনার নিয়তি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?"

"ও, ইয়েস। আয়্যাম দ্য গ্রেট নাগরাজ কোবরা। মাই নেম ইজ নাগারাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

Online Bangla Library

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "বোকা ! রিমেম্বার দ্যাট, উই আর অল কার্বলিক অ্যাসিড।"

"আই হেট ইউ অল।"

"ফুঃ।" বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মা কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "কে রে ? কে কথা বলছিল তোর সঙ্গে ?"

"ও তুমি চিনবে না মা।"

"সত্যি করে বল, আমি কিন্তু সব শুনেছি।"

"শুনে ভয় পাবে না তো ?"

"আমি না তোর মা !"

"নাগরাজ কোবরা !"

মা শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে ?"

"কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না লোকটা আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে ?"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় দুমদাম আওয়াজ।

বাবলু পিস্তলটা হাতে নিয়েই দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কে ?"

"বাবলু ! শিগগির দরজা খোল। আমি গম্বুজ।"

বাবলু দরজা খুলেই বলল, "কী ব্যাপার ? এত রাতে কী হল তোর ?"

গম্বুজ ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "পঞ্চু।"

"পঞ্চু ! কোথায় পঞ্চু !"

"দেখবি আয়, কী কীর্তি করেছে সে।"

বাবলুর মনে আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী যে করবে সে, তা ভেবে পেল না। সঙ্গে-সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে টেলিফোনে খবরটা সবাইকে দিয়ে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, সবাইকে।

বিলু আর ভোম্বল বলল, "তুই একটু অপেক্ষা কর বাবলু, আমরা এখনই যাচ্ছি। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত যেন চলে যাস না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা। তবে এই রাতদুপুরে বাচ্চু, বিচ্চুকে আসতে

www.MyBanglaBook.com

মানা করিস।"

কিন্তু করলে কী হবে ? বাচ্চু, বিচ্চুই সবার আগে এল। তারপরে বিলু আর ভোম্বল।

মা বললেন, "খুব সাবধানে যাবি কিন্তু তোরা।"

বাবলু বলল, "আমরা দারুণভাবে তৈরি।"

ওরা রাস্তায় নেমে টর্চের আলোয় পথ দেখে গম্বুজের সঙ্গে এ-পথ সে-পথ করে এগিয়ে চলল।

বাবলু বলল, "এবার বল তো পঞ্চুর সন্ধান কী করে পেলি ?"

"হুঁ হুঁ বাবা। সে ভারী মজার ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী, শুনি তা হলে।"

গম্বুজ বলল, "ওখান থেকে ফিরে আসার পর ঘরে এসেও মনটা স্থির হচ্ছিল না। পঞ্চুর জন্য আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া কেউ না দেখুক আমি তো দেখেছি তোর চোখ দুটো ছলছল করছিল কীরকম। তা মালোপাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গনশা। সে রিকশা চালায়। হঠাৎ মনে হল ওর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি। মনে হতেই চুনমুনটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। কাঁধের ঝোলাটাও সঙ্গে নিলাম।"

"ঝোলাটাকে নিলি কী জন্য ?"

"দ্যাখ বাবলু, তুই আমার গুরু। তুই আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিস, তাই ওটাকে নিতেই হল। ওর ভেতরে এমন দু-একটা জিনিস ভরা আছে না, যা দেখলে যমের দূতরাও আমাকে দেখে সাবধান হবে।"

"তারপর কী হল বল।"

"তা আমার বন্ধু গনশার আবার একটু রস খাওয়ার শখ ছিল। তাই আমরা দু'জনে গেলাম লালজলায় খেজুরের রস চুরি করতে। গিয়েই দেখি পঞ্চু।"

"পঞ্চু ! পঞ্চু ওখানে কী করছিল ?"

"আমরা তো এসে গেছি, গেলেই দেখতে পাবি। আমি গনশাকে বিদায় দিয়ে চুনমুনকে পঞ্চুর কাছে বসিয়ে রেখেই ছুটে এসেছি তোদের কাছে।"

Online Bangla Library

বিলু খুশি হয়ে বলল, "ভাগ্যে তুই গিয়েছিলি। না হলে কি এত সহজে পঞ্চুর খবর পেতাম ?"

গম্বুজের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই ওরা লালজলার ধারে এল। বড়-বড় কচুরিপানায় ভর্তি জলায় এসেই ওরা দেখল সেই অন্ধকারে জলার দিকে তাকিয়ে পঞ্চু আর চুনমুন চুপ করে বসে আছে। ছিপ ফেলে মাছ ধরবার সময় লোকেরা যেমন ফাতনার দিকে নজর রেখে বসে থাকে, ওরাও ঠিক সেইভাবেই তাকিয়ে আছে পানাগুলোর দিকে। একটু কিছু নড়ে উঠলে দু'জনেই ছুটে যাচ্ছে সেইদিকে।

বাবলু গিয়েই ডাকল, "পঞ্চু !"

গম্বুজ ডাকল, "চুনমুন !"

চুনমুন লাফিয়ে এসে গম্বুজের কাঁধে চড়লেও পঞ্চু কিন্তু এল না। সে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে ঘন-ঘন লেজ নেড়ে নিজের কাজে মন দিল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো ?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই কাউকে তাড়িয়ে এনে ওর ভেতরে ফেলেছে ও।"

ভোম্বল বলল, "কে সে ! কাউকে দেখতেও তো পাচ্ছি না।"

বিলু বলল, "দেখবি কী করে ? সেই সন্ধে থেকে এত রাত অবধি কেউ যদি ওই জলায় লুকিয়ে থাকে তা হলেও কি সে বেঁচে আছে ? ওই পচা জলের ঠাণ্ডায় তো কোলাপ্স হয়ে গেছে সে।"

বাবলু তখন জলার দিকে আরও একটু এগিয়ে বলল, "কে আছ এর ভেতরে, সাড়া দাও।"

বাবলুর কথার কোনও উত্তর এল না।

বাবলু আবার বলল, "ভয় নেই তোমার। যেই হও, তুমি উঠে এসো।"

এতক্ষণে সাড়া মিলল, "তোমাদের ওই কুকুরটা আমাকে কামড়াবে না তো ?"

"কুকুর আমাদের দেশি হলে কী হবে, জাত ভাল। যাকে-তাকে কামড়ে ও নিজের জাত খোয়াবে না। এসো, উঠে এসো মানিক

www.MyBanglaBook.com

আমার !"

সর্বাঙ্গ জলে ভেজা ছুঁচোর মতো একটা লোক কোনওরকমে কাঁপতে-কাঁপতে ডাঙায় উঠেই ধপাস করে পড়ে গেল। ওর হাতে কী যেন একটা ছিল। বাচ্চু, বিচ্ছু সেটা নিয়ে নিতেই বাবলু চমকে উঠল তাই দেখে। বলল, "আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, এই তার প্রমাণ।"

"এটা কী বাবলুদা ?"

"ডিটোনেটার। এই দ্যাখ, পর-পর দুটো বোতাম এর। অর্থাৎ দু-দুটো বিস্ফোরক ধ্বংসের জন্য রাখা ছিল ওদের। একটাকে আমরা নিষ্ক্রিয় করেছি, আর-একটা কোথায় আছে কে জানে ?"

বাবলু লোকটাকে চিত করে শুইয়ে বলল, "কী নাম তোমার ?"

কিন্তু কে দেবে উত্তর ? লোকটি তখন সংজ্ঞাহীন।

গম্বুজ বলল, "এই সামনেই মালোপাড়া। আমি ছুটে গিয়ে আমার বন্ধু গণেশের রিকশাটা নিয়ে আসব বাবলু ? তা হলে লোকটাকে তোদের ওই বাগানে নিয়ে গিয়ে একটু টক-ঝাল দিলে জ্ঞানও ফিরবে আর ভালরকম মেরামত করলে বোলও ফুটবে ওর।"

বাবলু বলল, "তাই যা। বেশি দূরে নয় তো ?"

"খুব কাছেই। যাব আর আসব।"

গম্বুজ এক ছুটে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে শোওয়াল একটা গাছতলায়। সবে শুইয়েছে, এমন সময় দুম-দাম-দুম। পর-পর তিনটে বোমা ফাটার শব্দ। সেইসঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন চারদিক।

বাবলু বলল, "যা, গেল রে।"

ভোম্বল বলল, "কী হল বল দেখি ?"

"নির্ঘাত একটা বিপর্যয় ঘটেছে। গম্বুজটা যা ছোটান ছুটল, এই অন্ধকারে ঠিক মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে ওরই ব্রহ্মাস্ত্রে ও-ই মরেছে দ্যাখ।"

ব্যাপারটা কী হয়েছে দেখবার জন্য সবার আগে ছুটল পঞ্চু। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে গেল ওর পিছু-পিছু। ওরা গিয়ে দেখল,

Online Bangla Library

একটা কালো অ্যাম্বাসাডার রাস্তার ধারে কাত হয়ে আছে। তাতে কোনও আরোহী নেই। আর ন'-দশ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে মুখ-হাত বাঁধা অবস্থায় পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

গম্বুজ গিয়ে তাকে বাঁধনমুক্ত করতেই মেয়েটি জড়িয়ে ধরল গম্বুজকে।

বাবলুরা সবাই তখন গিয়ে পড়েছে।

বাবলু বলল, "ও কে রে ? চিনিস তুই ওকে ?"

"চিনি। মালোপাড়ায় থাকে।"

বাবলু ওর বাবা-মাকে আসতে দেখে বলল, "যাক, মেয়ে যখন ফিরে পেয়েছেন এবার ঘরে যান।"

বাবলুরা সবাই তখন দলবদ্ধ হয়ে সেই অ্যাম্বাসাডারের কাছে গিয়ে তার ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল ওদের কাজে লাগে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু না, চোরেরা এমন চতুর যে, কিছুই ফেলে যায়নি তারা। শুধু যা ফেলে গেছে তা এই গাড়িটা। গম্বুজের বোমার আঘাতে এর পেছন দিকের দুটো টায়ারই নষ্ট হয়েছে। না হলে পালাত ঠিক। কিন্তু চোখের পলকে ওরা গেল কোথায় ?

হঠাৎই তার উত্তর এল "ডিস্যুম।"

গম্বুজ চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল, "আ-আ-আ-।"

সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চুও।

সে অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমন একজনের ওপর, যাকে দেখে সবাই চমকে উঠল। সে আর কেউ নয়, ছোকু।

বাবলু বলল, "এ কী, তুমি !"

আর তুমি ! ততক্ষণে আরও একজন ধরা পড়েছে। সে হল মদন। পঞ্চু খুঁজে বের করেছে তাকে। এরা দু'জনেই এসেছিল ছেলেমেয়ে চুরি করতে। সঙ্গে ছিল ড্রাইভার। সে পলাতক।

উত্তেজিত জনতা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তারপর দু'জনকে ধরে সে কী মার। মারের চোটে দু'জনেই যখন জ্ঞানহারা, বাবলু তখন সকলকে বুঝিয়েবাঝিয়ে বহুকষ্টে উদ্ধার করল ছোকুকে। কেননা, এই মুহূর্তে ওকেই এখন বেশি দরকার।

www.MyBanglaBook.com

তার চেয়েও বেশি দরকার যেটা, সেটা হল গম্বুজের কী হল দেখা। ছেলেটা তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে গেল তার কাছে।

গম্বুজ কাতর গলায় বলল, "আমার কপালে সুখ আর সইল না রে বাবলু ! শয়তানরা আমাকে বাঁচতে দিল না।"

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর ব্যবস্থা আমরা করছি। তবে এও জেনে রাখিস, এর বদলা আমরা নেবই।" তারপর স্থানীয় লোকজনদের বলল, "আপনাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে একটু অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিন না। ওকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।"

একজন বলল, "আমাদের এখান থেকে ফোন করবার কোনও ব্যবস্থা তো নেই। তবে একজনদের একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে, সেটাকেই বরং নিয়ে আসছি।"

"তা হলে তো আরও ভাল হয়।"

গম্বুজ বলল, "কী হবে আমাকে নিয়ে অযথা ছুটোছুটি করে ? আমি আর বাঁচব না রে ! আমার অভিশপ্ত জীবনের আজই শেষ। তোদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, চুনমুনটাকে তোরা দেখিস। দু'বেলা দুটো খেতে দিস ওকে। না হলে তোরা তো বাইরে যাস, কোনও জঙ্গল-টঙ্গলে ছেড়ে দিস। এবার থেকে মুক্ত জীবনযাপন করুক ও।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা পরে হবে। তোকে এখন হাসপাতালে তো নিয়ে যাই।"

"কোনও লাভ হবে না। আমার খুব যন্ত্রণা। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার। কেউ আমাকে একটু জল দিতে পারিস ?"

এখানে জলের অভাব নেই। পাশেরই একটি কল থেকে বিচ্ছু ছুটে গিয়ে এক আঁজলা জল এনে ওর মুখে দিতেই 'আঃ' বলে চোখ বুজল গম্বুজ।

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে গেছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থানীয় দু'জন লোকের সঙ্গে গম্বুজকে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। ওর বন্ধু গনশাও গেল সঙ্গে।

Online Bangla Library

বাবলু বলল, "এইখানকার ঝামেলা মিটিয়ে আমরাও যাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হলে এমার্জেন্সিতে আমাদের নাম করিস, কেমন ?"

গম্বুজ চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছোকু আর মদনের মুখোমুখি হল। উত্তেজিত জনতার হাতে ধরা পড়ে ওরা দু'জনেই বাঁধা ছিল একটা গাছের সঙ্গে। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওদের।

বাবলু ছোকুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "কী করলে কী তোমরা, অযথা ছেলেটাকে গুলি করার কোনও প্রয়োজন ছিল ?"

ছোকু একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে অনুশোচনাহীন হাসি হেসে বলল, "রং টার্গেট। আমি মারতে গিয়েছিলাম তোকে। কিন্তু ফসকে গেল।"

ভোম্বল তখন সজোরে একটা ঘুসি মারল ওর মুখে।

জনতা বলল, "তোমরা সরে এসো ভাই। ওদের ওষুধ আমরা দিচ্ছি। থানা-পুলিশ পরে যা হওয়ার হবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক মিনিট।" বলেই ছোকুকে বলল, "জীবনমৃত্যুর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছ তোমরা। এই উন্মত্ত জনতার গ্রাস থেকে আজ আর তোমাদের মুক্তি নেই। মরবার আগে তোমাদের কোনও প্রার্থনা আছে ?"

"আছে। একবার যদি ছাড়া পাই, তোদের ঘরবাড়ি, এই মালোপাড়া, আমরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই।"

"সে-চেষ্টা তো করেছিল তোমার বস। কিন্তু পারল কই ?"

ছোকু যেন বিশ্বাসও করতে পারল না বাবলুর কথা, এমনভাবে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "দেখছ কী ? ও চাল ভেস্তে গেছে।"

বাবলুর ইঙ্গিতে বাচ্চু, বিচ্চু ডিটোনেটার হাতে এগিয়ে এল। বাবলু সেটা হাতে নিয়ে একেবারে ওর চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "এবার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথাটা ? তাই বলি, মরবার আগে সত্যি কথাটা বলে যাও। দুলারি কোথায় ?"

"জানি না।"

"সুখি কোথায় ?"

www.MyBanglaBook.com

"জানি না।"

"তোদের বাবা নাগরাজ কোথায় ?"

"জানি না।"

এবারে আর ঘুসি নয়। বিলু সজোরে ওর পেটে লাথি মেরেছে একটা।

বাবলু বলল, "এখনও বলো। না হলে এই কুকুর কিন্তু হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে তোমাদের।"

পঞ্চুর চোখের দিকে তাকিয়ে এবার দারুণ ভয় পেল ওরা। ছোকু বলল, "সত্যি কথা বললে কী তোরা ছেড়ে দিবি ?"

"না। সত্যি বললেও ছাড়ব না, মিথ্যে বললেও না। তবে তোমাদের মুখ থেকে আমরা সত্যি কথাটাই শুনতে চাই।"

"উনি তো এখানে থাকেন না। উনি থাকেন বস্তারে।"

"বস্তারে কোথায় থাকে ? কোনখানে ? বস্তার কি একটুখানি জায়গা ? তা ছাড়া একটু আগেও তো সে আমাদের ফোনে হুমকি দিয়েছিল।"

"কী করে হয় ? আজই তো এখান থেকে ওর চলে যাওয়ার কথা।"

"তা আমরা জানি না। কিন্তু ফোন সে করেছিল। এখানে সে থাকত কোথায় ? কোথা থেকে ফোন করেছিল সে ?"

"এখানে কোনও ঠেক ছিল না। তবে আজ ওর সিরাজ হোটেলে থাকবার কথা ছিল।"

"আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে ?"

"জানি না।"

"বস্তারে কোথায় থাকে সে ? বস্তার একটা জেলা। সেটা মধ্যপ্রদেশে।"

"শুনেছি দণ্ডকারণ্যের ভেতরে জগদলপুরে।"

ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটা ইট এসে পড়েছে তখন ওর মুখে।

বাবলু বলল, "শান্ত হোন, শান্ত হোন আপনারা। ওকে বলতে দিন।"

"বলছে না কেন ব্যাটা বদমাশ। কেন এত পাঁয়তারা কষছে ?"

Online Bangla Library

বাবলু বলল, "বলে ফেলো। এমনিতেই তোমরা বাঁচবে না। একবার অন্তত সত্যি কথাটা বলে যাও।"

ছোকু এবার এক নিশ্বাসে বলে গেল, "দুলারি আর সুখি, সেইসঙ্গে আরও কয়েকজন পিলখানায় বুদ্ধু ওস্তাদের বাড়িতে আছে। আর কোবরা সাহেব থাকে জগদলপুরের গোলবাজারে। চিত্রকোট ওয়াটার ফল্‌স-এর আশপাশে আর কুটুমসরের গুহার মধ্যে ওর...।"

ততক্ষণে আর-একটা ইট এসে পড়েছে। সেই আঘাত এমনই মোক্ষম যে, ছোকু আর-একটি কথাও বলতে পারল না। না পারুক। জগদলপুর যখন মিলেছে তখন বাকিটা যে সত্যি তাতে আর সন্দেহ নেই।

বাবলুরা ওদের কাছ থেকে সরে আসতেই জনতাকে আর ঠেকানো গেল না। তারা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের ওপর। তারপর সে কী ভীষণ মার! সে-দৃশ্য দেখা যায় না।

ততক্ষণে কোথা থেকে যেন টহলদারি পুলিশের একটা ভ্যান এসে হাজির হয়েছে। একজন ইনস্পেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! এখানে এত গোলমাল কিসের?"

পুলিশ দেখেই ভিড় ফাঁকা।

এই পুলিশরা সবাই চিনত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। সব শুনে তারা যখন ছোকু ও মদনের কাছে গেল তখন দু'জনেরই শেষ দশা।

বাবলু বলল, "একজন শুধু জলার ধারে পড়ে আছে।" ইনস্পেক্টর বললেন, "কই, চলো তো দেখি।"

বাবলু ডিটোনেটারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাও সঙ্গে নিন।"

"কী এটা?"

"সেই অভিশপ্ত মারণযন্ত্র। আর-একটু দেরি হলেই যার কেরামতিতে বহু লোকের প্রাণ যেত।"

দু'জন কনস্টেবল ছোকু ও মদনের পাহারায় রইল। বাকিরা চলল জলার ধারে সেই লোকটাকে ধরতে।

সেখানে তখন নর-বানরে যুদ্ধ।

লোকটা যেভাবেই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু

www.MyBanglaBook.com

চুনমুন তার ওপর লম্ফঝম্প করে আঁচড়েকামড়ে এমন জ্বালাতন করছিল যে, পালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

বিলু গিয়ে বলল, "কী বাবা! বেশ ভালই নকশা দিতে শিখেছ দেখছি। আমাদের সামনে মড়ার ভান করে পড়ে থেকে যেই আমরা সরে গেছি অমনই খাড়া হয়ে উঠেছ। এবার চলো, শ্রীঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোবে।"

লোকটি তো পুলিশ দেখেই অবাক!

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে ওঠাল তাকে।

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে আসি? হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে এখনই একবার যেতে হবে আমাদের। ছেলেটার কন্ডিশন না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না আমরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিলেও চুনমুন কিছুতেই এল না ওদের সঙ্গে। সে একটা গাছের ডালে উঠে বসে রইল চুপচাপ। বোধ হয় গন্ধুজের প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও গাছ থেকে নামাতে পারল না তাকে।

জলা থেকে ফিরে প্রথমেই বাড়ি এল সকলে। তারপর বাবলুর বাড়িতে গিয়ে আবার সবাই একজোট হল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। মা সারারাত জেগে। পঞ্চু নেই। ছেলেটা বাইরে। এই অবস্থায় কি চোখে ঘুম আসে? পঞ্চুকে ফিরে পেয়ে তাই সে কী আদর মায়ের!

বাবলু সকলকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রথমেই টেলিফোনে ওদের লোকাল থানার মিঃ বর্মণের সঙ্গে কথা বলল। বর্মণ সব শুনে চমকে উঠলেন, "বলো কী! কোবরা দলের একজন ধরা পড়েছে? যাই হোক, কান টানলেই যেমন মাথা আসে, এবার বাদবাকিদেরও ধরতে অসুবিধে হবে না।"

"কিন্তু সার, ওরা যে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছে।"

"সেটা তো আমাদের দেশের পক্ষেই মঙ্গল। ওরা বুঝেই গেছে বাংলার মাটিতে সন্ত্রাস চালানো এত সোজা নয়।"

Online Bangla Library

বাবলু বলল, "মিঃ ত্রিবেদী কেমন আছেন ?"

"উনি এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে।"

"উনি ভাল হয়ে ঘরে ফিরুন, এই কামনা করি। এখন আমাদের দুশ্চিন্তা গম্বুজকে নিয়ে। আমরা এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনি আমাদের হয়ে একটু বলে দিন না, যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় ছেলেটার।"

"ওর ব্যাপারে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ আর নেই।"

"কেন সার ?"

"আমার কাছে খবর আছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেছে ছেলেটি।"

বাবলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "ঠিক বলছেন আপনি ?"

"পুলিশের কাছে এইসব খবর কি বেঠিক থাকে ? যাই হোক, ওর শেষ কাজটা আমরাই করিয়ে দেব।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে পড়ল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কোনও খারাপ খবর ?"

বাবলু বলল, "খু-উ-ব খারাপ খবর।"

"কীরকম তবু ?"

"গম্বুজ নেই।"

"কী বলছিস তুই !"

"ঠিকই বলছি রে। নিয়তির ডাকে চলে গেল ছেলেটা।"

একটা শোকের ছায়া যেন নেমে এল নতুন দিনের শুরুতেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই মন খারাপ করে বসে রইল।

বাবলু বলল, "আজ আর কেউ কোথাও যাস না। সারা দুপুর আজ মিত্তিরদের বাগানে আমাদের আলোচনা হবে। ভানুদাস আর গম্বুজের খুনের বদলা আমরা নেবই।"

সবাই সমস্বরে বলল, "এ-ব্যাপারে সবাই আমরা একমত।"

www.MyBanglaBook.com

পঞ্চুও তালে তাল দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ ভৌ-ভৌ।"

বাবলুর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সবাই যে-যার মতো চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পরই দুর্গাপুর থেকে বাবলুর বাবা এলেন।

বাবা এসেই পঞ্চুকে দেখে বললেন, "এই তো পঞ্চু, কোথায় ছিল ও ?"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর ব্যাপার তুমি কী করে জানলে বাবা ?"

"তোর মা কাল রাতেই আমাকে ফোন করেছিল। শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। ভাগ্যক্রমে আমাদের কোম্পানির একটা গাড়ি আসছিল কলকাতায়, তাতেই চলে এলাম।"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "এখন কারও বদলা নিতে যাওয়ার চেয়েও তোদের প্রধান কাজ হল ভানুদাসের বিপন্ন পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তার ছেলেটাকে উদ্ধার করা, আর...।"

"আর কী ?"

"দুলারি আর সুখির সঙ্গে যেসব ছেলেমেয়ে বুদ্ধু ওস্তাদের ওখানে আটকে আছে তাদের কথা এখানকার পুলিশকে জানানো। জানিয়েছিস কী ?"

বাবলু বলল, "খুব ভুল হয়ে গেছে বাবা।"

"এখনই তা হলে জানিয়ে দে। তারপরে যা তোরা দণ্ডকারণ্যের পথে।"

বাবলু উঠে গিয়েই টেলিফোনে ডায়াল করতে লাগল। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই বলল, "হ্যালো, পাণ্ডব গোয়েন্দা স্পিকিং...।"

ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা।

॥ ৫ ॥

দুপুরবেলা বাবলুর নির্দেশমতো সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। সবাই এল। এল না শুধু বাবলু আর পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ছটফট করতে লাগল তাই।

Online Bangla Library

অনেক পরে দেখল পঞ্চু ল্যাং-ল্যাং করে আসছে। তার পেছনে বাবলু।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে তোর! এত দেরি যে?"

বাবলু বলল, "ছোট্ট একটা কাজ বাকি ছিল। সেটার জন্যই দেরি হয়ে গেল।"

"কী কাজ?"

"জলায় গিয়েছিলাম একবার চুনমুনের খোঁজে। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না। মুক্ত পশু কোথায় চলে গেছে কে জানে?"

"অন্য কোনও খবর নেই তো?"

"একটা ভাল খবর আছে। সেটা হল দুলারি আর সুখিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এইবার আমাদের তৈরি হতে হবে নাগরাজের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। অর্থাৎ আবার একটা অভিযান। তার আগে আয় আমরা গম্বুজ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।"

সবাই চুপ হয়ে দাঁড়ালে পঞ্চু কিছু না বুঝেও দু' পায়ে খাড়া হয়ে ওদের মতো দাঁড়াল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ হলে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে রইল চুপ করে।

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা যাক, কাল থেকেই আমরা চেষ্টা করব দণ্ডকারণ্য যাত্রার। আমার বাবা ভানুদাসের পরিবারের জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছেন, বিয়াসের বাবা অবনীবাবুও দেবেন বলেছেন পাঁচ হাজার।"

বিলু বলল, "আমরাও তা হলে এক হাজার করে টাকা দেব।"

বাবলু বলল, "ভালই হবে তা হলে। আমাদের তরফ থেকে পাঁচ, অবনীবাবুর পাঁচ, মোট দশ হাজার টাকা। খারাপ কী?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, আমাদের ফাণ্ড থেকে কিছু দিলে হয় না?"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "অসুবিধে আছে। কেননা, এবারের এই অভিযানের সবটাই হবে আমাদের গাঁটের পয়সা খরচা করে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবে কীভাবে কোন গাড়িতে কবে যাবি, সে-ব্যাপারে কিছু ঠিক করেছিস?"

বাবলু বলল, "না। এখনও কিছু ঠিক করিনি। এইবার একটা

সিদ্ধান্তে আসব। বাবার সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝলাম তাতে আমার যা ধারণা হল তা এই, দণ্ডকারণ্যের এই অঞ্চলে যেতে হলে আমাদের রায়পুর হয়ে যাওয়াই ঠিক। যেহেতু আমাদের যাত্রাপথ কাঁকের, অতএব রায়পুর আমাদের যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "রায়পুর তো মধ্যপ্রদেশে।"

"ঠিক তাই। অন্ধ্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অংশ নিয়ে দণ্ডকারণ্য।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "আমাদের টার্গেট কিন্তু জগদলপুর। সেটা কোন প্রদেশে?"

"মধ্যপ্রদেশে। জগদলপুর যাওয়ার জন্য সোজা রাস্তা যেটা সেটা হচ্ছে ভাইজাগ হয়ে। ওয়ালটেয়র-কিরণডোল শাখায় আরাকুভ্যালির ওপর দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথেই হল জগদলপুর। কিন্তু কাঁকের গেলে ও-পথে যাওয়া চলবে না।"

বিলু বলল, "দরকার কি আমাদের ও-পথে যাওয়ার? আমরা রায়পুর হয়েই যাব। রায়পুরে কোন-কোন গাড়ি যায়?"

"দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বোম্বাই-আমেদাবাদগামী সব ট্রেন। যেমন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, বম্বে মেল, কুরলা-বোম্বাই এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ইত্যাদি।"

"আমরা তা হলে কোন গাড়িতে যাব?"

"সবচেয়ে ভাল হয় বম্বে মেলে গেলে। কিন্তু ওই গাড়িতে রিজার্ভেশন পেতে গেলে দেড় মাস অপেক্ষা করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "যদি বিনা রিজার্ভেশনে যাই?"

"তা হলে আজই যাওয়া যায়। তবে সন্ধে সাতটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত বাথরুমের ধারে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ধৈর্য যদি থাকে, তা হলে ওইরকম চিন্তা করতে পারিস।"

বাচ্চু, বিচ্চু দু'জনেই বলল, "অসম্ভব!"

বিলু বলল, "বিনা রিজার্ভেশনে রেলযাত্রা? ভাবাও যায় না! দরকার নেই অভিযানের।"

ভোম্বল বলল, "অত আরাম খুঁজতে গেলে তো যাওয়াই হয় না।"

বাবলু বলল, "উপায় অবশ্য একটা ফন্দি করে বের করেছি।"

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

সবাই একজোটে বলল, "কীরকম ! কীরকম !"

"টাইম টেবল-এর পাতায় চোখ বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ নজরে এল, রাত ন'টা নাগাদ হাওড়া-সম্বলপুর-টিটলাগড় এক্সপ্রেস ছাড়ে। সেই ট্রেনটা পরদিন বেলা একটা কুড়ি মিনিটে টিটলাগড় পৌঁছয়। আমরা ওখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন বিশাখাপত্তনমগামী যে-কোনও ট্রেনে রায়পুর চলে যেতে পারব। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাত্র পাঁচ-ছ' ঘন্টার জার্নি। আর এই ট্রেনে রিজার্ভেশনের জন্য অনির্দিষ্টকাল বসেও থাকতে হবে না।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। ওতেই যাব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি কেন ? শুভস্য শীঘ্রম। কালই চল তা হলে।"

বিলু বলল, "টিকিটটা আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আজই করে আনতে পারি।"

বাবলু বলল, "কাল সকালে গেলেও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া অবনীবাবুর সঙ্গে যাওয়ার আগে একবার কথা বলা দরকার। কালই উনি টাকাটা দিতে পারবেন কিনা সেটা তো জানতে হবে। বিয়াস আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে, ওকেও উনি ছাড়বেন কিনা তাও জানা দরকার। টিকিট অমনই কাটলেই হল ?"

ভোম্বল বলল, "এখনই চল, ওদের বাড়ি গিয়ে তা হলে দেখা করে আসি।"

বাবলু বলল, "আর-একটু পরে। বিয়াস এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "স্কুলে ও গেছে নাকি ? গম্বুজ না গেলে ঘর থেকেই বেরোবে না ও।"

বিলু বলল, "সত্যি, গম্বুজটা থাকলে ওকেও সঙ্গে নিতাম।"

ভোম্বল বলল, "এমন কাঁচা কাজটা করল না ও ! কেন যে বোকার মতো বোমাটা ছুড়তে গেল !"

বাবলু বলল, "বোকার মতো ? ওর চেয়ে বুদ্ধিমান তুই নয়। বোমাটা কোথায় ছুড়েছে বল তো ? গাড়ির টায়ারে। যাতে গাড়িটা অকেজো

www.MyBanglaBook.com

হয়। ওই বোমা যদি ছোকুকে মারত তা হলে ছোকুও মরত, সেইসঙ্গে মেয়েটাও ! কারও জীবন না নিয়েই নিজের জীবনটা দিয়ে গেল বেচারি !"

বিলু বলল, "যাকগে, ওইসব আলোচনা আর নয়। এখন চল, সবাই একবার বিয়াসের ওখানে যাই।"

চল তো চল। ওরা বাগান থেকে বেরিয়েই দুটো রিকশা করল। একটাতে বসল বাবলু, বিলু, ভোম্বল ; আর একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু। রিকশা সোজা এল চারাবাগানে। ওরা বিয়াসদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই বিয়াসের মা এসে দরজা খুললেন।

বিয়াস ওদের দেখেই একগাল হেসে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলল, "আদাব। আসতে আজ্ঞা হোক পঞ্চপাণ্ডবদের। কাল থেকে যা খেল দেখালে তোমরা !"

বাবলু বলল, "তুমি হাসছ ? কই, একবারও জিজ্ঞেস করলে না তো, তোমার গম্বুজদা এল না কেন ?"

"সরি। হ্যাঁ, কেন এল না বলো তো ? এইসব গোলমালের জন্য ?"

"সে আর কখনও আসবে না।"

"কেন ! কী হয়েছে তার ?"

"কাল রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে...।"

বিয়াসের মা সভয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে, "ও মা গো।"

বাবলু বলল, "তোমার বাবা নেই বাড়িতে ?"

"বাবা স্কুল থেকে ফেরেননি এখনও। তবে সময় হয়ে গেছে আসবার।"

"আমরা তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। কাল কিংবা পরশুর মধ্যে আমরা ভানুদাসের দেশে যেতে চাই। উনি যেটা দেবেন বলেছিলেন...।"

"দেবেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছু বললে না ?"

"তোমার কথা তো তুমি বলবে।"

"আমিও যাব।"

মা বললেন, "এই সমস্ত খুনখারাপির ভেতরে তোমাকে আমি মাথা

Online Bangla Library

গলাতে দেব না।"

"ট্রেনে চেপে বেড়াতে যাব। এর সঙ্গে খুনখারাপির কী সম্পর্ক আছে?"

"সবটাই আছে।"

"আমি যাবই।" বলেই সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী গো, তোমরা কিছু বলো? মাকে বোঝাও।"

বাবলু বলল, "আমাদেরও ওই একই মত। তা ছাড়া যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা তোমাদের। এখানে 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলব না আমরা। কারণ আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে দারুণ গোলমেলে।"

বিয়াস রেগে বলল, "ঠিক আছে। আমাকেও তোমরা চেনো না। ঘরে গিয়ে বসো, আমি তোমাদের জন্য কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরি করছি। সেইসঙ্গে আলুর দম। গরমাগরম খাবার। দেখলেই লোভ হবে। কিন্তু নুন দেব না।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "দোহাই তোমার। ওই খাবার তোমাকে করতে হবে না। আমরা এখানে খাবার জন্য আসিনি। এখনই চলে যাব।"

বিয়াস বলল, "ও আমার নাড়ুগোপাল রে! আমিই বুঝি তোমাদের বাড়ি খেতে গিয়েছিলাম?"

এমন সময় অবনীবাবু এলেন। বাবলুদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি। সব শুনে বললেন, "মন্দ কী! যাক না, দু' দিন একটু ঘুরেই আসুক।"

মা বললেন, "আমার বাপু ভয় করে।"

"ভয় কি আমারও করে না? কিন্তু কাদের সঙ্গে যাচ্ছে সেটা দেখতে হবে তো?"

এই কথার ওপরে কথা চলে না। তবু মায়ের মন। কিন্তু-কিন্তু করে। শুধু তো বেড়াতে যাওয়া নয়, সেইসঙ্গে নাগরাজ প্রসঙ্গও যে আছে। তাই নীরবে মাথা নত করে নিজের কাজে মন দিলেন।

বাবলুরা অবনীবাবুর বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করল।

অবনীবাবু বললেন, "তোমরা টিকিট কাটো। কালই আমি টাকার

www.MyBanglaBook.com

ব্যবস্থা করছি।"

বাবলু বলল, "ওই পাঁচ হাজার টাকারই ব্যবস্থা করুন। বিয়াসের যাতায়াতের হিসেবটা পরে ঘুরে এলে হবে।"

"তোমাদের অসুবিধে হবে না?"

"হলে তো বলতাম।"

বাবলুরা বিদায় নিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বিয়াসের মনে আনন্দ আর ধরে না।

ভগবান যে কখন কীভাবে মুখ তুলে চান তা কে জানে? বাবলুরা মাত্র দু'দিনের মাথায় বম্বে মেলেই টিকিট পেয়ে গেল। তাই অযথা ওদের সম্বলপুর দিয়ে ঘুরতে হল না। তবে রিজার্ভেশনটা পেল ওরা বিলাসপুর কোচে। বিলাসপুরে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে। সেখানে কামরাটা বদল করে নিলেই হল। বিলাসপুরের পর ভাটাপাড়া। তারপরই রায়পুর।

যথাদিনে যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে নিউ কমপ্লেক্সে এসে ট্রেন ধরল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! বেশি আনন্দ এই কারণে যে, ওদের ছ'টা বার্থ একটা কুপে-র মধ্যেই পড়েছে। একদিকে থাকবে বাবলু, বিলু, ভোম্বল; অপরদিকে বাচ্চু, বিচ্চু, বিয়াস। পঞ্চু থাকবে নীচের সিটে। হাউ ফ্যানটাস্টিক!

ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেনডেন্ট টিকিট চেক করে যাওয়ার পর বাবলু কুপে-র দরজা লক করে বলল, "একা কেউ বাইরে যাবি না। রাতভিত বাথরুম যাওয়ার দরকার হলে আমাকে ডাকবি। তার কারণ, ট্রেনযাত্রীদের ভেতরেও আমাদের শত্রুপক্ষের কেউ-না-কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।"

বিয়াস বলল, "আমি বাবা একদমই বেরোব না।"

"না বেরোলেই ভাল।"

ট্রেন ছাড়তেই খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। আলাদা কুপে, তাই খাবারের দিকে নজর দেওয়ার মতো সহযাত্রীও কেউ রইল

Online Bangla Library

না। অতএব মহানন্দে শুরু করল ওরা মহাভোজ। এবারের যাত্রায় এই ভোজটাকে ঐতিহাসিক ভোজ বলা যেতে পারে। কেননা, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এমন ভোজ কখনও হয়নি। ওদের এবারের খাওয়ার তালিকায় ছিল চিকেন চাঁপ, চিকেন বিরিয়ানি, সেইসঙ্গে চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা। বিলুর বাবা কী একটা কাজে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর। তিনি উপহার দিয়েছেন সেখানকার বিখ্যাত সরপুরিয়া। এর ওপরে বিয়াস এনেছে কড়াইশুঁটির কচুরি, কাশ্মিরি আলুর দম, গাজরের হালুয়া আর পঞ্চুর অতি-প্রিয় রসমালাই। তবে ঘাটশিলার নয়। চারাবাগানের একটি বড় দোকানের। শুধু কি তাই? খাবারের বোঝা বয়ে এনেছে মেয়েটা। কেক, বিস্কুট, চানাচুর, চকোলেট, কত কী! এমনকী ওর মায়ের তৈরি কুলের আচারটি পর্যন্ত।

সবাই দম ভরে খেয়ে, পঞ্চুকে খাইয়ে রুমালে ওর মুখ মুছে একটা পলিথিন বিছিয়ে শুইয়ে দিল ওকে বার্থের নীচে। তারপর ওরাও যে-যার মতো শুয়ে পড়ল। ট্রেনের দুলুনিতে শোওয়ামাত্রই ঘুম। সেই ঘুম যখন সকালে ভাঙল, ট্রেন তখন রায়গড়ে।

ট্রেন নাকি দু' ঘণ্টা লেট। মাঝরাতে কোথায় কখন যে লেট করল ট্রেন, তা ওরা টেরও পায়নি। এর পর চম্পা, বিলাসপুর, তারপর ভাটাপাড়া, তারও পরে রায়পুর। রায়পুরে পৌঁছবার কথা ন'টা তেইশে। তার মানে সাড়ে এগারোটার আগে পৌঁছচ্ছে না।

যাই হোক, বিলাসপুরে ওরা কামরা বদল করে অন্য কামরায় উঠল। ওঃ, সে কী ভিড় ট্রেনে! এতক্ষণ ওরা স্লিপার কোচে আরামে ছিল বলে ভিড়ের ব্যাপারটা ঠিক টের পায়নি। এবার হাড়ে-হাড়ে টের পেল।

কোনওরকমে দুটো স্টেশন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই গেল ওরা। তারপরে রায়পুরে যেই না ট্রেন থেকে নামতে যাবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন এমন একটা ধাক্কা দিল যে, একেবারে প্ল্যাটফর্মের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাবলু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, বিয়াস ছুটে গিয়ে ধরে তুলল ওকে। যে-লোকটা বাবলুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, সে তখন পাশেই একটি টি-স্টলে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল বাবলুকে।

www.MyBanglaBook.com

বিলু লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মানুষ না কী তুমি?"

লোকটি মিচমিচে শয়তানের মতো হাসতে-হাসতে বলল, "ইয়ে তো পহেলা মুলাকাত মেরে লাল। জেরা হোশিয়ার রহনা।"

লোকটির কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। এ যে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের ইঙ্গিত। তার মানে আরও শত্রুতা করবে ও।

বাবলু গায়ের ধুলো ঝেড়ে বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই বিলু, চলে আয়।"

বিলু বাবলুর কাছে এসে বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

"কী আবার। স্পাইগিরি করছে।"

"তার মানে এ-লোকটা কি ওদের লোক?"

"কথা শুনে তাই তো মনে হল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওরা জানবে কী করে যে, আমরা এই ট্রেনে আসছি, ওই বগিতে আছি!"

বাবলু বলল, "কোবরা দলকে যে বা যারা পরিচালনা করে, তাদের কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। নিশ্চয়ই ওদের কোনও স্পাই ভেতরে-ভেতরে নজর রেখেছিল আমাদের ওপর। সেই কালো অ্যাম্বাসাডারের পলাতক ড্রাইভারই হয়তো দূর থেকে পিছু নিয়েছিল আমাদের। তারপর গতিবিধি লক্ষ করে যাওয়ার দিনক্ষণ জেনে ওদেরই একজন পোষা গুণ্ডাকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়। বিলাসপুরে যখন আমরা কামরা বদল করি লোকটি তখনই হয়তো আমাদের বগিতে ওঠে। তারপর নামার সময় বোকার মতন ধাক্কা দিয়ে জানান দেয় যে, আমরা ওদের নোটিসে আছি।"

"এখন তা হলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তো?"

"এ-কাজে এখন-তখন কী? সর্বক্ষণ। চল, আগে বাইরে যাই।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় যাব। কিন্তু পঞ্চু কই? পঞ্চু?"

পঞ্চু গেটের ওপাশ থেকে সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কেমন টনটনে জ্ঞান দেখেছিস? ও জানে যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। তাই সবার অলক্ষ্যে গেটের বাইরে গিয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের।"

Online Bangla Library

ওরা গেট পেরিয়ে বাইরে এসে ঠিক করল প্রথমেই ওরা ওয়েটিংরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নেবে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চেষ্টা করবে জগদলপুরের বাস ধরবার। পেলে যাবে, না হলে এখানেই থেকে যাবে একটা রাত। এই মনে করে সবাই যখন ওয়েটিংরুমের দিকে যাচ্ছে, তখনই দেখতে পেল কয়েকজন রিকশাওয়ালা 'বাসস্ট্যান্ড, বাসস্ট্যান্ড' করে চেঁচাচ্ছে।

বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাসস্ট্যান্ড হিঁয়াসে কিতনা দূর হোগা? জগদলপুরকা বাস মিলেগা আভি?"

"বাসস্ট্যান্ড বহুত দূর আছে খোকাবাবু। কমসে কম পাঁচ মিল হোগা। ছে রুপাইয়া ভাড়া লাগেগা। জগদলপুরকা সরকারি বাস ভি নিকাল গয়া সাড়ে দশ বাজে। আভি বারো বাজে এক প্রাইভেট মিলেগা। জলদি আও।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন। ট্রেনটা লেট করেই গোলমাল করে দিল সব। ওরা দুটো রিকশা নিয়ে দ্রুত চলল প্রাইভেট বাস স্ট্যান্ডের দিকে। যেতে-যেতেই শহরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। বেশ জমজমাট এবং ব্যস্ত শহর। উলা না বানজারা কোথায় যেন বাবলুর বাবা একবার এসেছিলেন। এইখানেই বিখ্যাত মানা ক্যাম্প। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের যেখান থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

রিকশাওয়ালা শহরের প্রশস্ত রাজপথ ধরে ওদের যেখানে নিয়ে এল সেখানে কোনও এক সর্দারজির একটি লাক্সারি বাস ছাড়ার অপেক্ষায় যাত্রী ভরছিল। ওরা যেতেই এজেন্টরা এসে বুকিং করিয়ে নিল ওদের। কথাবার্তায় বোঝা গেল রিকশাওয়ালারা এই বাসের জন্য যাত্রী ধরে নিয়ে আসে। বিনিময়ে কিছু কমিশন পায়। সরকারি বাসের ভাড়া জগদলপুর পর্যন্ত পঞ্চান্ন টাকা। এই বাসে সত্তর টাকা। তবে লাভের ব্যাপার এই যে, বাসটি বড় আরামদায়ক। এমনকী এতে কয়েকটা স্লিপার বার্থও আছে।

বাসে ওঠার টিকিট তো হল। কিন্তু গোলমাল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। সর্দারজি তাঁর এত সাধের লাক্সারি বাসে পঞ্চুকে কিছুতেই অ্যালাউ করবেন না। আবার টিকিটের টাকাও ফেরত দেবেন না ওদের। এই

www.MyBanglaBook.com

নিয়ে তুমুল বচসা। অবশেষে কয়েকজন যাত্রীর মধ্যস্থতায় ঠিক হল পঞ্চু পুরো ভাড়া দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাসের ভেতরে নয়, মাথায় উঠতে হবে ওকে। কী ঝামেলা, ওকে ওপরে ওঠানো কম কথা নাকি!

যাই হোক, মীমাংসা হতে সামনেই 'লছমি হোটেল' নামে ছোট্ট একটি ঘরোয়া হোটেলে গিয়ে ওরা চটপট দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল। আলুভাজা, ডাল, ভাত, আলু-কপির তরকারি আর চাটনি মাত্র সাত টাকায়। পঞ্চুকে এখানে প্লেট দেবে কে? ও বেচারিকে তাই রাস্তায় বসেই কলাপাতায় খেতে হল। কী আর করা যাবে? যস্মিন দেশে যদাচার!

এর পর ওরা বাসে এসে সিট দখল করে পঞ্চুকে বাসের মাথায় তুলল।

বাবলু আগে মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে। তারপর কন্ডাক্টর একগোছা দড়ি আর একটা সিমেন্টের ব্যাগ নিয়ে এলে তার ভেতরে পঞ্চুকে ঢুকিয়ে টেনে তোলা। সে কী কম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার!

সর্দারজি হেঁকে বললেন, "গন্ধি করেগা তো তুমকো সাফাই করনে পড়েগা।"

বাবলু বলল, "ঘাবড়াইয়ে মাত। কুছ নেহি হোগা। ইয়ে স্ট্রিট ডগ নেহি। সাক্ষাৎ ধর্মরাজ কি পোতা হ্যায়।"

"তব তো ঠিক হ্যায়। আরামসে যাত্রা করো।"

এইসব করতে-করতেই বারোটার জায়গায় সাড়ে বারোটায় ছাড়ল বাস।

দূরপাল্লার বাস। ছেড়েই গতি নিল তাই। এখান থেকে জগদলপুর একশো চুরাশি মাইল। অর্থাৎ প্রায় দু'শো ছিয়াত্তর কিলোমিটার। পাক্কা সাড়ে সাত ঘণ্টার পথ। বস্তার রোড ধরে মানা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বাস ছুটে চলল। মানায় দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের ট্র্যানজিট ক্যাম্প। অর্থাৎ অস্থায়ী শিবির। পুনর্বাসনের আগে উদ্বাস্তুদের প্রথমে এইখানে এনে রাখা হত। তারপর যাদের যেখানে পাঠাবার পাঠানো হত স্থান নির্বাচন করে। মানা ক্যাম্প ছাড়িয়ে আরও অনেক পথ গিয়ে বাস এল ধমতরিতে। ভারী সুন্দর জায়গা। রায়পুর ধমতরি রাজিম শাখায় ন্যারো

Online Bangla Library

গেজের ট্রেনও চলে। কাঁকের এখান থেকেও অনেকদূর। কাঁকের ছাড়িয়ে ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে জগদলপুর অনেক, অনেক দূরের পথ।

যেতে-যেতেই বিলু বলল, "হ্যাঁ রে বাবলু, এ তো যত যাচ্ছি, ততই দেখছি ধু-ধু করছে মাঠ। অরণ্য দূরের কথা, ছোটখাটো হাল্কা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, এমনকী সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঝোপঝাড়ও তো দেখছি গজায়নি কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে! ওরে আমার স্নেহধন্য! এই কি রে তোর দণ্ডকারণ্য?"

বাবলু বলল, "যা বলেছিস। এর নাম হওয়া উচিত ছিল নির্মূলারণ্য।"

ওদের পেছনের সিটে এক বাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি এখানেই থাকেন। যাবেন কোণ্ডাগাঁও। কোণ্ডাগাঁও হল বস্তার জেলার একটি সাব-ডিভিশন টাউন। ওদের কথা কানে যেতেই বললেন, "তোমরা কি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছ? দণ্ডকারণ্য এখানে কোথায়? তা ছাড়া দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের এরিয়া হচ্ছে কাঁকের পাহাড়ের পর। সে অনেকদূর। রামায়ণের যুগে এই দণ্ডকারণ্য ছিল বহুদূর বিস্তৃত। সেই নাসিক পঞ্চবটী ছাড়িয়েও ছিল তার ব্যাপক পরিধি। এখন সেই মহারণ্যের সামান্যই মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাও এদিকে নয়, অন্ধ্র, ওড়িশা সীমান্তে কোরাপুটের দিকে।"

বাবলুরা মনমরা হয়ে বসে-বসে মাঠ, ঘাট এবং রুক্ষ প্রান্তরে ছোট-ছোট গ্রাম দেখতে লাগল। বাচ্চু, বিচ্চু আর বিয়াস, তিনজনে পাশাপাশি বসে তখন সে কী গল্প! ওদের হাসি আর গল্পের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে উঠল বিয়াস, "পাহাড়! পাহাড়! ওই দ্যাখো, কত বড়-বড় পাহাড়।"

সবাই তাকিয়ে দেখল বাস এবার সত্যি-সত্যিই এক দারুণ সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করেছে। একসময় ছোট্ট একটি জনপদের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল বাস। কী সুন্দর সব সাজানো ঘরবাড়ি! একপাশে ঘন

www.MyBanglaBook.com

অরণ্যে-ঘেরা মস্ত একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শহরের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে হলুদ বালি, স্বচ্ছ জলের আঁকাবাঁকা এক নদী। সেই নদীর বালুচরে কত ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ফুচকা, বাদাম বিক্রি হচ্ছে। বিকেলের মিষ্টি রোদে ঢোল বাজিয়ে নাচগান হচ্ছে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য!

বিয়াস বলল, "হায়, হায় রে। এইখানেই বাসটা থামল না!"

বিচ্চু বলল, "যদি থামত তা হলে নেমেই একবার নদীর বালিতে ছুটে নিতুম।"

বাচ্চু বলল, "আমি কী করতাম বল দেখি? আগে গিয়ে উঠতাম ওই পাহাড়টায়।"

সেই জনপদে নদীর ধারেই বাসস্ট্যান্ড। বাস কিন্তু থামল না সেখানে। আরও একটু এগিয়ে একটি পাহাড়ের কোলে পঞ্জাবি ধাবায় গিয়ে থামল।

বাবলু বলল, "কীরকম বদমায়েশি দ্যাখ, ওইখানে থামলে আমরা পাহাড়-নদীর ওই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে পারতাম। কত দোকানপাট ছিল, ইচ্ছেমতো কিছু কিনে খেতাম। এখানে এই পঞ্জাবি ধাবায় যা আছে, সবই চড়া দামের। এক কাপ চা খেলেও দু' টাকা। এখানে বাস আনার কোনও মানে হয়?"

বিলু বলল, "সরকারি বাস হলে কিন্তু ওই বাসস্ট্যান্ডেই থামত। আসলে এই ধাবাটাও ওই সর্দারজির।"

বাবলুদের পেছনে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তো কাঁকের এসে গেছে। তোমরা নামবে না?"

সব লোকই তখন নামছে। কেননা, বাস এখানে আধঘণ্টা থামবে। বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "কাঁকের এসে গেছে! কী আশ্চর্য! আমরা তো এইখানেই নামব।"

ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না। যে জায়গায় নামবার জন্য মনটা ছটফট করছে সেই জায়গাই যে কাঁকের, তা কে জানত? ওরা তাই এক মুহূর্তও দেরি না করে নেমে পড়ল বাস থেকে। পঞ্চুকে নামাতে হল না। সে পাশেই অপেক্ষমাণ একটি সাদা অ্যাম্বাসাডরের মাথায় লাফিয়ে

Online Bangla Library

চলে এল ওদের কাছে।

আর ঠিক তখনই নজরে পড়ল বাবলুর। বলল, "বিলু, লুক দ্যাট।"

ওরা দেখল এক ভীষণদর্শন লম্বা-চওড়া সাহেবদের মতন ফরসা লালমুখ একজন চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। লোকটার চাপ-দাড়ি। চোখে সানগ্লাস। চা খেতে-খেতেই বাবলুদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। আর-একজন মোচওয়ালা লোক তাঁকে তদারকি করছে। এ সেই লোক, সে কিনা রায়পুরে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল বাবলুকে।

বিলু বলল, "লোকটা এখানে কী করে এল বল তো?"

"যেভাবে আমরা এসেছি। আমরা বাসে, ওরা মোটরে।"

"ওরা আমাদের ফলো করছে?"

"হয়তো। না হলে কাঁকেরের জমজমাট বাজার ছেড়ে ওরা এই পঞ্জাবি ধাবায় চা খেতে এল কেন? ওরা জানে, এই বাস এখানেই এসে থামবে।"

বিলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই লোকটাই নাগরাজ নয় তো?"

"অসম্ভব কিছু নয়। মনে হচ্ছে ইনিই তিনি।"

বাবলুরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চা আর কেকের অর্ডার দিল।

ভোম্বল বলল; "মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও।" বলেই ধাবার পাশে বসে থাকা এক কলাওয়ালার কাছ থেকে কয়েকটা কলা কিনে শুরু করল খেতে।

এদিকে গাড়ির মালিকের তখন চা খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি সদম্ভে উঠে দাঁড়িয়ে গাড়িতে যেতেই সেই লোকটি ভোম্বলের দিকে একবার রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে হনহন করে গাড়ির দিকে এগোল। ভোম্বল অমনই একটা কলার খোসা ছুড়ে দিল ওর পায়ের কাছে। যেই না দেওয়া অমনই পা হড়কে ধড়াস। একেবারে মুখ থুবড়ে সজোরে পড়ল লোকটা। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত ভেঙে, ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি একেবারে। তাই না দেখে ধাবার লোকজন, অন্য বাস যাত্রীরা হইহই করে ছুটে এল সব। অমন দানবের মতন যার চেহারা, কলার খোসায় পা হড়কে কী তার অবস্থা!

লোকটির অবস্থা দেখে ভোম্বলও ছুটে গেল। গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, "বদলা নাম্বার ওয়ান। ফির মিলেঙ্গে দোস্ত।"

লোকটির এত লেগেছে যে, এর উত্তরে কিছুই বলতে পারল না। বরং বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে রুমালে ঠোঁটটা চেপে ধরল।

ধাবার লোকজনরা তো খুব একচোট নিল ভোম্বলকে।

একজন একটু নরম সুরে বলল, "আরে, এ বাঙ্গালি ভাইয়া, কেলা খানা ঠিক, লেকিন রাস্তে 'পর ফিকনা ঠিক নেহি। পড়ি লিখি লেড়কা হো তুম। দেখো তো, ক্যা হাল বনা দিয়া তুমনে।"

ভোম্বল অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "মুঝে মাফ কর দিজিয়ে আঙ্কেল, ভুল হো চুকা।"

সেই লালমুখ তখন মোটর থেকে নেমে এসেছেন। কী ভয়ঙ্কর মুখের অবস্থা তাঁর। তাই দেখে সভয়ে অনেকেই পিছিয়ে গেল। লালমুখ এবার এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এলেন ভোম্বলের দিকে।

লালমুখ বললেন, "অ্যায়সা ভুল দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে। ইসি লিয়ে হাম তুমকো···।"

আর-একটি কথাও বলতে হল না লালমুখকে। পঞ্চু খপাক করে লাফিয়ে পড়ল তাঁর হাতের ওপর। তারপর কব্জি কামড়ে ঝুলে পড়তেই রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে।

বাবলু হিরোর মতোই সকলের সামনে কুড়িয়ে নিল সেটা। বলল, "অ্যায়সা ভুল আপকো ভি দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে।" বলে অভিজ্ঞের মতো সেটাকে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বলল, "লেকিন ইয়ে চিজ আপ কাঁহাসে চুরায়া? লাইসেন্স হ্যায় আপকা পাস?"

লালমুখের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ও রিভলভার মুঝে দে দো। নেহি তো···।"

বাবলু আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "নেহি তো···?"

"মার-মারকে তুমহারা জান খতরেমে ডাল দুঙ্গা।"

বাবলু এবার তেড়ে একটা ধমক দিল, "শাট আপ। সিট অন দ্য কার

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

অ্যান্ড বি অফ ফ্রম হিয়ার।"

অমন যে লালমুখ, তাও কালো হয়ে গেল ধমক খেয়ে। তার ওপর বাবলু রিভলভারটা এমনভাবে তাঁর দিকে তাগ করে ছিল যে, তিনি বুঝতে পারলেন এ-হাত অনভ্যস্ত হাত নয়। তাই আর কোনওরকম হুমকি দিলেন না তিনি। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর মতো একজন গাড়ি-চড়া প্রভাবশালী ব্যক্তির এত লোকের সামনে এইভাবে একটা হাঁটুর বয়সী ছেলের কাছে ধমক খাওয়ার মতো অপমানের আর কী আছে? তাঁর ইজ্জত যে মাটিতে মিলিয়ে গেল! অথচ বোঝাই যাচ্ছে ওরা মোস্ট ডেঞ্জারাস! ছেলেটির হাত থেকে যে রিভলভারটা ছিনিয়ে নেবেন সে সাহসও তাঁর নেই। কেননা, ওই সাঙ্ঘাতিক কুকুরটা তা হলে আবার কামড়াবে। এমনিতে তো যা কামড় দিয়েছে তাতে দাঁত বসে গেছে। টনটন করছে হাতটা। ইঞ্জেকশন যে ক'টা নিতে হবে তা কে জানে? তার ওপর অন্য ছেলেমেয়েগুলোও কেমন যেন মারমুখী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।

লালমুখকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবলু আবার একটা ধমক দিল, "হোয়াই ইউ আর স্ট্যান্ডিং হিয়ার? নাউ, আই সে ইউ গেট আউট। ইমিডিয়েটলি।"

বাবলুর মূর্তি দেখে এবং তার মুখে ইংরেজি শুনে আরও ঘাবড়ে গেলেন লালমুখ। তাই যেমন এসেছিলেন তেমনই এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তারপর সঙ্গী লোকটাকে ডেকে নিয়ে যে-পথে যাওয়ার সে-পথেই চলে গেলেন তিনি।

ওরা চলে যেতেই স্তব্ধ জনতা ছুটে এল ওদের কাছে।

একজন বলল, "এ লোগনকা সাথ টক্কর মারনেবালা কোই নেহি থা। যো তুমনে কিয়া ঠিকই কিয়া। লেকিন ইয়ে আদমি বহুতই খতরনক। তুমহারা জান খতরেমে পড় গয়া। তুম সব ভাগো হিঁয়াসে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভাগবার জন্য আসিনি আঙ্কেল, তবে কেউ আমাদের মারতে এলে আমরা পড়ে মার খাব এমন শিক্ষাও আমরা পাইনি। কিন্তু আপনারা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ধরে দিতে পারলেন না ঘা কতক?"

www.MyBanglaBook.com

"ক্যা কিয়েগা। হাম সব গাঁওবালে। কুছ বোলেগা তো এ লোগ অচানক আ কে স্ম্যাশ্‌ড কর দেগা সব কুছ। বালবাচ্ছা ভি বরবাদ হো যায়েগা।"

বাবলু বলল, "লোকটা কে?"

অপর একজন চোখ কপালে তুলে বলল, "আরে বাবা! ইনকো পয়ছানা নেহি? বস্তার কি শের।"

বাবলু হো-হো করে হেসে বলল, "শের তো বিল্লিকা মাফিক ভাগে কিঁউ?"

"কৌন জানে। ইয়ে হ্যায় রেড প্রিন্স। নাগারাজা। কোবরা।"

বাবলু বলল, "আই সি। ইনিই তা হলে সেই কুখ্যাত নাগরাজ কোবরা?" বলে সবাইকে নিয়ে দধিয়া তালাও ডাইনে রেখে সোজা পথ ধরে কাঁকের বাজারের দিকে চলল।

॥ ৬ ॥

সামান্য কিছু পথ হাঁটতেই সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ি নদীটির পুল পেরিয়ে কাঁকের বাজারে এল ওরা। এই নদীর নাম দুধ নদী। দুধ নদীর ওপারে সবুজে ভরা বিশাল পাহাড়ের সে কী অবর্ণনীয় রূপ! যেন এক রমণীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। পাহাড়ের কোলে কত ঘরবাড়ি। মন্দির। এপারে হাটবাজার। ব্যস্ত জনপদ। কী চমৎকার! পটে আঁকা ছবিও বুঝি এত সুন্দর নয়!

বাবলুরা বাজারে এসে দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করল এখানে থাকার মতন কোনও লজ আছে কি না। জিজ্ঞেস করার সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর এল, "ইধার তো কমসে কম দো-তিন লজ হ্যায়।"

ওদেরই ভেতর থেকে একজন একটি ছেলেকে হাঁক দিয়ে ডাকল, "আরে এ রামাইয়া, তেরা লজ মে কোই রুম খালি হ্যায় রে?"

রামাইয়া এগিয়ে এসে বলল, "বিলকুল। চার-পাঁচ রুম খালি পড় রহা।"

"লে যাও সবকো।"

Online Bangla Library

একেবারে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে দু-একটা বাড়ির পরেই দোতলা লজটা। ডান দিকে রাজপথ। বস্তার রোড। বাঁ দিকে দুধ নদী ও কাঁকের পাহাড়। ওরা রামাইয়ার সঙ্গে লজের দোতলায় উঠে ঘর বুক করল। লজের ভাড়াও খুব কম। সিঙ্গল-বেডরুম আঠারো টাকা। ডবল বেড পঁচিশ টাকা। বাথরুম অবশ্য কমন। যাই হোক, ওরা দুটো ঘর নিল ওদের সুবিধের জন্য।

লজে জিনিসপত্র রেখে মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে যখন বাজারে এল তখন বেলা পড়ে এসেছে। প্রথমেই ওরা একটা দোকানে ঢুকে গরম-গরম শিঙাড়া আর চা খেল। তারপর দুধ নদীর বালিতে নেমে সে কী ছুটোছুটি! বিয়াস এখানে নদীর মতোই উচ্ছল। আর পঞ্চুকেই বা পায় কে? সে যে কী কাণ্ডটা করতে লাগল, তা না দেখলে বোঝানো যাবে না। বাবলু পাহাড় দেখতে লাগল। বিলু বলল, "ওই পাহাড়ে ওঠবার জন্য মনটা কেমন ছটফট করছে আমার।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাচ্চু, বিচ্চু, বিয়াস সবাই বলল, "আমাদেরও। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে কিন্তু পাহাড়ে উঠব আমরা। তারপরে অন্য কথা।"

বাবলু বলল, "না। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে কাজে এসেছি সেই কাজটা করব। ভানুদাসের পরিবারের খোঁজ করে তাদের হাতে টাকাগুলো দিয়ে দিলে তবেই আমাদের শান্তি। অত টাকা সঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেওয়াটা কি ঠিক? দরকার হলে দু-একটা দিন থাকব এখানে। তারপরে জগদলপুর যাব।" বলেই কী একটা মনে পড়ায় বাবলু বলল, "একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে।"

বিলু বলল, "কী বল তো?"

"নাগরাজের রিভলভারটা আমাদের কাছে রয়ে গেছে। আমার মনে হয় আজ রাতেই ওটা এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "অমন কাজটি করিস না। এই অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে নাগরাজের সম্পর্ক কীরকম সেটা না জেনেই এই ভুল করে কখনও? তা ছাড়া অত ভালমানুষি দেখিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ঝামেলা যদি ভালরকম বাধে, তা হলে এদের হেড কোয়ার্টার্সে গিয়েই জমা দেব

আমরা। অথবা আমাদের লোকাল থানায়। আপাতত রিভলভারটা আমার কাছে থাক। বুলেট ক'টা আছে ওর ভেতরে?"

"একটাই।"

"সেটা জমা থাক ভোম্বলের কাছে। এখানকার পুলিশের সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনওরকম বাতচিত নয়।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোর কথাই থাক তা হলে।" বলে বুলেটটা ভোম্বলকে দিয়ে রিভলভারটা বিলুকে দিল।

ততক্ষণে সন্ধে হয়েছে। চারদিক ঝলমল করছে আলোয়। নদীর ওপারে মন্দিরে-মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে ওরা সেইদিকেই চলল। পায়ের পাতা ডোবানো জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে প্রথমেই ওরা জগন্মাতা মন্দিরে গেল। কী সুন্দর মন্দির! সেখানে আরতি দেখে ওরা গেল শিবের মন্দিরে। আরতি হচ্ছে সেখানে। কাঁসর আর ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে চারদিক।

আরতি শেষ হলে প্রসাদ বিতরণের পালা। এক তরুণী লুচি আর হালুয়া নিয়ে প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। এই তরুণীকে দেখলেই কোনও দেবী বলে মনে হয়। যেমন অপূর্ব মুখশ্রী, তেমনই টানা-টানা চোখ আর টকটকে ফরসা গায়ের রং। কে ইনি? ইনি কি সত্যিই মানবী, না কোনও দেবী?

বাবলুরা সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

তরুণী মিষ্টি হেসে ওদের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন, "অমন করে কী দেখছ ভাই?"

বাবলু বলল, "আপনাকে।"

বাচ্চু, বিচ্চু আর বিয়াস বলল, "আপনি কত সুন্দর!"

তরুণী ওদের আদর করে বললেন, "তোমরাই বা কম কী?"

পঞ্চু অমনই বলে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"ওমা! ও কী বলল?"

"আমাদের কথাতেই সায় দিল। তা ছাড়া ও বোধ হয় আপনার কাছে একটু প্রসাদ চাইছে।"

তরুণী হেসে বললেন, "তাই নাকি?" বলে একটু লুচি-হালুয়া খাইয়ে

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

দিলেন পঞ্চুকে। দিয়ে হাসতে-হাসতে বিদায় নিলেন।

তরুণী চলে গেলেও অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর মন্দির ফাঁকা হলে আবার একসময় নদীর গর্ভে নামল।

জল পার হতে-হতেই বাবলু বলল, "আজ যেন সাক্ষাৎ দেবীদর্শন হল, তাই না?"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস।"

ভোম্বল বলল, "আমার তো মনে হচ্ছিল ওঁকে একটা প্রণাম করি।"

বাবলু বলল, "করলি না কেন? কেউ কি তোকে মানা করেছিল?"

কথা বলতে-বলতেই ওরা এপারে এল। তারপর আলো-ঝলমল পথ ধরে একটু এদিক-সেদিক করে বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া একটা হোটেলে ঢুকে রুটি আর মাংসের অর্ডার দিল।

ভোম্বল বলল, "খাওয়াটা একটু সকাল-সকাল হয়ে গেল না?"

বাবলু বলল, "অচেনা জায়গা। বেশি রাত করে এলে হয়তো দেখতাম দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি চল। সারাদিনের জার্নির ক্লান্তিও দূর হবে।"

খাবার দিয়ে গেলে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল ওরা।

মাংসের ঝোলে রুটি ডুবিয়ে খেতে-খেতে ভোম্বল বলল, "মাংসটা ভারী সুন্দর রান্না করেছে রে! আর-একটু জুস পেলে কিন্তু জব্বর হত।"

ওর কথাটা বোধ হয় কানে গেল দোকানদারের। তাই নিজেই এসে একহাতা জুস দিয়ে গেল ভোম্বলকে। পরে আর সবাইকেও।

ভোম্বল বলল, "এই যে ভাই। আপকা এই হোটেলমে লাড্ডু-প্যাঁড়া পাওয়া যাবে?"

দোকানদার হেসে বলল, "জরুর পাওয়া যাবে।"

বাবলু বলল, "আজ ওসব থাক।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। আজ জমা থাকল, কাল ডবল করে খাবি। আমি কিন্তু আজই খাব।" বলেই বলল, "হামারে লিয়ে দোঠো করকে লাড্ডু আর প্যাঁড়া লাও। না-না, দোঠো করকে ক্যা হোগা?

www.MyBanglaBook.com

চারঠো করকে লাও।"

দোকানদার খুশি হয়ে তাই দিল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "রাক্ষস কোথাকার!"

ভোম্বল বলল, "ভুল। রাক্ষসে কাঁচা মাংস খায়। লাড্ডু-প্যাঁড়া নয়।"

ভোম্বলের কথায় হেসে উঠল সবাই।

খাওয়া শেষ করে হোটেলের বিল মিটিয়ে লজে ফিরল ওরা। রাত বেশি নয়, সবে আটটা। তাই ওরা একটা ঘরেই জড়ো হয়ে গুছিয়ে বসল সকলে। তারপর মেতে উঠল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়।

পঞ্চু খাটের তলায় ঢুকে চোখ বুজে শুয়ে রইল।

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা তো ভালই কাটল। কাল কী হবে কে জানে! প্রথম দিনেই তো নাগরাজের দর্শন পেলাম।"

বিলু বলল, "লোকটাকে চিনে রেখে ভালই হল।"

বাবলু বলল, "তবে একটা ব্যাপারে খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের।"

সবাই বলল, "কীরকম!"

"শিবমন্দিরে ওই যে দিদিকে আমরা দেখলাম...।"

বিয়াস বলল, "কী সুন্দর মুখ, হাসি দিয়ে মাজা।"

"ওই দিদি আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন, মনে আছে কী?"

"হ্যাঁ আছে।"

"আমরা যদি তখনই ওই দিদির সঙ্গে কথা বলে আলাপ করে জানতে চাইতাম ভানুদাসের ঠিকানাটা, তা হলে নিশ্চয়ই উনি সন্ধান দিতে পারতেন।"

বাচ্চু জিভ কেটে বলল, "কী ভুলটাই না হয়ে গেছে আমাদের! তবে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা বরং ওপারে গিয়ে ওই দিদিরই খোঁজ করব। তা হলেই পেয়ে যাব ভানুদাসের ঠিকানা।"

এমন সময় দরজায় টক-টক-টক।

বাবলু উঠে দরজা খুলেই দেখল দু'জন কনস্টেবল-সহ একজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। সার্জেন্ট বাবলুর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন ঘর থেকে। বললেন, "ও রিভলভার কাঁহা হ্যায়?"

Online Bangla Library

হতবাক বাবলু বলল, "কৌন সা রিভলভার ?"

অমনই ঠাস করে এক চড়।

পুলিশের এমন দুর্ব্যবহারে হতচকিত সবাই। কনস্টেবল দু'জনেও বিলু আর ভোম্বলের গলার টুঁটি টিপে ধরল।

সার্জেন্ট বললেন, "যো তুমনে কোবরা সাহেবকো গাড়ি সে চুরায়া। কাঁহা হ্যায় ও পয়েন্ট থ্রি এইট ?"

"ঝুট বাত। আমরা কারও কিছুই চুরি করিনি। কোবরা সাহেব মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। উনিই বরং ওই রিভলভার দিয়ে মারতে এসেছিলেন আমাদের। আমরা তাঁর হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছি মাত্র।"

আবার একটা চড়। সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল বাবলু। সার্জেন্ট বাবলুকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, "কাঁহা হ্যায় ও রিভলভার ? ও মুঝে দে দো।"

বিলু অতিকষ্টে বলল, "ওটা ওর কাছে নেই সার, ওটা আছে আমার কাছে।"

বাবলুকে ছেড়ে এবার বিলুকে ধরলেন সার্জেন্ট ও বললেন, "বঙ্গাল সে ইধার আয়া ডাকাইতি করনে ? বদমাশ কাঁহাকা। চলো, তুম সবকো ফাঁসি'পর চড়ায়গা। ইয়ে এম. পি হ্যায়, এম. পি।"

বাবলু বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন। হোল্ড ইয়োর টাং।"

সার্জেন্ট বাবলুর মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে বললেন, "আঁখ দিখাতা হামকো ? তুম সবকো বরবাদ করেঙ্গে হাম। নিকালো রিভলভার।"

বাবলু বলল, "রিভলভার কি আমাদের পকেটে গোঁজা আছে ? ঘরের ভেতর দেখুন। সার্চ দ্য রুম।"

"ক্যা বোলা ?"

আর ক্যা বোলা। বাবলু ইশারায় সকলকে ঘরের বাইরে আসতে বলেই এক ধাক্কায় সার্জেন্টকে ঠেলে ঢোকাল ঘরের ভেতর। তারপর দরজায় শেকল দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল কনস্টেবলদের ঘাড়ে।

ওরা দু'জন, এরা অনেকজন। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার। প্রাণ বাঁচাতে একজন গিয়ে ছাদে উঠল। আর-একজন বারান্দা টপকে

www.MyBanglaBook.com

রাস্তায়। বিলু আর ভোম্বল দু'জনে দু'দিকে তাড়া লাগাল লোক দুটোকে ধরতে।

এদিকে তখন ঘরের ভেতর তুলকালাম। পঞ্চু শুয়ে ছিল খাটের তলায়। শুয়ে-শুয়ে সবই দেখছিল সে। যেহেতু পুলিশ, আর বাবলুও কোনও নির্দেশ দেয়নি, তাই সে রাগে ফুঁসছিল। কিন্তু করতে পারছিল না কিছুই। এইবার একা ঘরে শিকার পেয়ে সে কী বিক্রম তার ! প্রচণ্ড হাঁকডাকে আঁচড়ে-কামড়ে একশা করে দিল সে। পঞ্চুর চিৎকারে গমগমিয়ে উঠল গোটা ঘর। তার চেয়েও প্রাণান্তকর চিৎকার বেরিয়ে এল সার্জেন্টের গলা থেকে, "বাঁচাও, বাঁচাও। মুঝে বাঁচাও। আরে বাবা রে, মর গয়ি রে। আরে বাবা ! ফিন কাট দিয়া। ওরে বাবা রে, জোরসে কাটা রে। আরে তুমনে দরজা বন্ধ কর দিয়া কিঁউ রে ! খোলো, খোলো। দরওয়াজা খোলো।"

পঞ্চুও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ততক্ষণে চিৎকার-চেঁচামেচিতে বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। লজের মালিক, আশপাশের দোকানদার, পথচারী, অনেক লোক।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া ভাইয়া ?"

বাবলু তখন ওর অবস্থাটা দেখাল।

সবাই দেখে বলল, "আরে বাবা। বহুত মারা তুমকো।" তারপর সব শুনে বলল, "লেকিন পোলিশবালেকো সাথ অ্যায়সা তো করনা নেহি চাহিয়ে।"

"ও লোগ পোলিশবালে নেহি হো।"

"ক্যায়সে মালুম ?"

"পোলিশবালে চোরো কা মাফিক ভাগতা কভি ?"

সবাই বলল, "নেহি তো।"

বাবলু এবার সবাইকে বুঝিয়ে বলল, "শুনুন, ওরা কখনওই পুলিশের লোক নয়। আপনারা এখনই থানায় ফোন করুন। তা হলেই সব রহস্যের সমাধান হবে। আমি 'সার্চ দ্য রুম' বলায় যখনই জিজ্ঞেস করেছেন 'ক্যা বোলা', তখনই বুঝেছি পুলিশ না আরও কিছু, আকাট মুখ্যু একটা। তা ছাড়া সন্দেহ আমার আরও হল এই কারণে যে, ওঁর ওই

Online Bangla Library

একই বুলি 'ও রিভলভার মুঝে দে দো।' তা ছাড়া যেভাবে ওঁরা মারধোর, গলা টিপে ধরা ইত্যাদি করতে লাগলেন, তাতেই বুঝলাম পুলিশের ডিসিপ্লিনই এঁরা জানেন না।"

লজের মালিক সব শুনে বাবলুকে সমর্থন করে বললেন, "তুমনে ঠিকই কহা, ও পুলিশ নেহি। পুলিশ হোনেসে হমারা উইদাউট পারমিশন অন্দর নেহি ঘুসতা।" বলেই ফোন করলেন থানায়।

থানাটা কাছেই। তাই একগাড়ি পুলিশ ছুটে এল তখনই। তাঁদের যিনি ইনস্পেক্টর, তিনি বললেন, "হাম তো খুদ হিয়াকা ইনচার্জ। হাম তো কিসিকো নেহি ভেজা। কাঁহা হ্যায় ও আদমি?"

বাবলু ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

পঞ্চু তখনও চেঁচাচ্ছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

আর ঘরের ভেতর থেকে কান্না ও চ্যাঁচানি সমানে ভেসে আসছে, "অ্যা-অ্যা-অ্যা।"

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে বাবলু দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল পুলিশের পোশাক পরা নকল সার্জেন্ট ঘরের কোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থরথর করে কাঁপছে। পঞ্চুর আক্রমণের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

ওর চিৎকার তখনও থামেনি দেখে বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু শেষবারের মতো ধমক দিল লোকটাকে, "ভো-উ-উ-ভ্যাক্।"

ইনস্পেক্টর লোকটিকে বললেন, "কৌন হো তুম? বাহার আও।"

লোকটি মাথা হেঁট করে বাইরে এসে কোনওরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

ইনস্পেক্টর কঠিন গলায় বললেন, "ভাগনে কা কোশিস মাত করো লেপার্ড। জেল সে কব নিকলে হুয়ে তুম?" বলেই মাথার টুপিটা খুলে দিতে কেশহীন ন্যাড়া মাথা বেরিয়ে পড়ল তার। ইনস্পেক্টর তাঁর লোকেদের বললেন, "হাতকড়া লাগাও। আউর লে চলো হামারা সাথ।"

লেপার্ডের হাতে যে পিস্তলটা ছিল, পঞ্চুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেনি তা। সেটা পড়ে ছিল ঘরের মেঝেয়। পঞ্চু সেটা মুখে করে ইনস্পেক্টরকে দিতেই উনি সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন,

www.MyBanglaBook.com

"বাহাদুর ডগ।"

এর পর বাবলুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হল তাঁর। লজের মালিক সকলকে কফি খাওয়ালেন। বাবলুর মুখে ওদের সব কথা শুনে ইনস্পেক্টর বললেন, "নাগরাজের বিপত্তির কথা আজ কাঁকেরময় রটে গেছে। মানী লোকের অপমানের ব্যাপার চাপা থাকে না। আর এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজনেরও মনের মধ্যে প্রতিবাদ করবার দৃঢ়তা এসেছে।"

ইনস্পেক্টর বাবলুর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন, বাবলু তখনই নাগরাজের সেই রিভলভারটা ঘর থেকে বের করে দিয়ে দিল তাঁকে। রিভলভার বিলু টেবিলের ওপরই রেখে গিয়েছিল। শুধু বুলেটটা ছিল ভোম্বলের পকেটে। তাই সেটা দিতে পারল না।

ইনস্পেক্টর বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ঠিক হ্যায় তুম সব আগে বাড়ো। হাম তুমকো মদত করেঙ্গে।" বলে চলে গেলেন।

কিন্তু মুশকিল হল বিলু আর ভোম্বল যে একেবারেই বেপাত্তা। গেল কোথায় ওরা? বাবলুরা ছাদে উঠে দেখল ছাদ ফাঁকা। নীচে নেমে দেখল কেউ কোথাও নেই। তা হলে? বিপদের পরে বিপদ। তবে কি ওরা ধরা পড়ল ওদের হাতে? তা যদি হয়, তা হলে তো চরম প্রতিশোধ নেবে ওরা। বাবলুর হাত-পা যেন কাঁপতে লাগল। একেই তো মারধোর খেয়ে শরীরটা ভাল নেই। তার ওপরে এই ঝামেলা। বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াসের মুখও শুকিয়ে এতটুকু। আর পঞ্চু? সে একবার নীচে একবার ওপরে, একবার ঘর আর নদীর ধার, এই করতে লাগল।

সারারাত ঘুম হল না কারও।

ভোরের আলো যখন ফুটে উঠল তখন ছোট্ট পাহাড়ি কাঁকের জেগে উঠল পাখির কলতানে। লজের জানলার ধারে বসে নদী আর পাহাড়ের রূপ দেখতে লাগল ওরা। কিন্তু এই রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করবার মন কোথায়? ছেলে দুটো রাতের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল?

বিয়াস বলল, "এই খবরটা কি বাড়িতে জানাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "এখনই নয়।"

Online Bangla Library

"ঘটনা যে কী হল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওরা তো ওদের ধরে নিয়ে যায়নি। বরং ওরাই ওদের তাড়া করেছে। তা হলে ফিরল না কেন?"

বাবলু বলল, "ভয় তো সেখানেই। এখানে আমরা দলবদ্ধ ছিলাম, তাই ভেগেছে ওরা। কিন্তু বাইরে গিয়ে তাড়া খাওয়া ওই লোক দুটিই যে নিজমূর্তি ধরেনি, তাই বা কে বলতে পারে? ওদের শক্তির সঙ্গে কখনও এরা পারে?"

বিয়াস বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা?"

বাবলু দু' হাতের তালুর ভরে কপালটা রেখে বলল, "কিচ্ছু মাথায় আসছে না আমার।"

বিচ্ছু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন বাবলুদা?"

"ভয় পাব না? এখন কি মনে করছিস আমাদের কাউকে ধরতে পারলে গল্প জমাবার জন্য আটকে রাখবে ওরা? পেলেই গুলি করে মারবে। কারণ হাওড়ার জোড়া খুনের সাক্ষী আমরা। ভানুদাস ওদেরই লোকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তাও আমাদের অজানা নয়। ওদের দু'জন লোক এখন আমাদের ওখানে পুলিশের হেফাজতে। এখানেও একজন সদ্য বন্দি। তা ছাড়া আমাদের ওখানকার পুলিশের ওপর গুলিচালনারও সাক্ষী আমরা। এবং এখানেও আমাদের খুনের চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। তাই আমাদের ওপর রাগটা কি ওদের কম? এখন আমাদের ধরলেই ওরা বিনাশ করবে।"

বিয়াস এবার সভয়ে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বলল, "আমার খুব ভয় করছে বাবলু।"

বাবলু বলল, "এইজন্যই তো কাউকে সঙ্গে নিই না আমরা। দেখলে তো, যে-কোনও মুহূর্তে কীভাবে জীবন বিপন্ন হতে পারে আমাদের?"

বিচ্ছু বলল, "এখনও সময় আছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে এখনও তুমি বাড়ি চলে যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "আর তা সম্ভব নয়।"

বিয়াস বলল, "তোমাদের কি ধারণা আমি আমার জন্য ভয় পাচ্ছি? মরতে আমিও ভয় পাই না। আমার ভয় হচ্ছে ছেলে দুটোর জন্য। যদি

www.MyBanglaBook.com

ওরা সত্যি-সত্যিই মেরে ফ্যালে ওদের!"

বাবলু এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকেই তৈরি হয়ে নিতে বলল বাইরে বেরোবার জন্য।

ওদের সাজগোজ করে বেরোতে-বেরোতেই রোদে ঝলমল করতে লাগল চারদিক। বাইরে এসেই ওরা দেখল পাহাড় ও বনাঞ্চল রোদের ছটায় অপরূপ। দুধ নদীর বালিতে তখন কত গোরু-মোষ এসে নেমেছে। নদীর পাড়ে ভাঙনের গায়ে অথবা বালির বুকে গজিয়ে ওঠা তৃণগুল্ম মুখে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে তারা। আর চারদিকে জমজম করছে মানুষজনের ভিড়।

ব্যাপারটা কী? স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল আজ রবিবার, হাটবার। এখানে প্রতি বুধবার ও রবিবার হাট বসে। তবে রবিবারের হাট দারুণ জমাট। এতবড় হাট এই অঞ্চলের আর কোথাও বসে না। আদিবাসীরাই মূলত এই হাটের প্রধান ক্রেতা-বিক্রেতা। নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও বাস রাস্তার দু'পাশে ও দুধ নদীর ধারে-ধারে বহুদূর পর্যন্ত এই হাটের বিস্তৃতি। বড়-বড় লোভনীয় পেয়ারা থেকে শাক-সবজি, বেতের বোনা ধামা, কুলো, মাছ, মাংস পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এই হাটে। একজন লোক কী সুন্দর মাটি বিক্রি করছে। এই মাটি কিনে নিয়ে গিয়ে আদিবাসীরা তাদের ঘরের দেওয়ালে, উঠোনে প্রলেপ দেবে। হাট তো নয়, যেন মেলা বসেছে। ওরা হাট ঘুরে হাটতলাতেই একটা দোকানে বসে সকালের জলযোগটা সেরে নিল। শিঙাড়া, জিলিপি আর কচুরি ছাড়া কীই-বা আছে এখানে? তাই খেয়েই এক কাপ করে চা খেল ওরা। তারপর নদী পার হয়ে চলল কাঁকের পাহাড়ে ভানুদাসের খোঁজে। বাড়িটা খুঁজে পেলে একটা কাজ তবু মিটবে। পঞ্চু চলল সবার আগে। কেন কে জানে ওর মুখে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিলু আর ভোম্বলের ব্যাপারে ও কি তা হলে খুব বেশি চিন্তা করছে?

বাবলুরা নদী পার হয়ে ওপারে গেল। প্রথমেই মন্দিরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। যদি কোথাও সেই সোনার প্রতিমার দর্শন পায়! কিন্তু না, কেউ নেই সেখানে। ওপারের মতো এপারটা জমজমাট

Online Bangla Library

না হলেও পাহাড়ের কোলে-কোলে বেশ ঘন বসতি এখানে। গুজরাতি জৈন সম্প্রদায়ের বেনিয়াদের বসবাস বেশি। উঁচু দাওয়ার ওপর সামনে গদিঘর, পেছনে গেরস্থালি। দু-একটি জৈন মন্দিরও আছে।

বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ভানুদাস কা মকান কিধার ?"

"ভানুদাস ? কোন ভানুদাস ? ও নামকা কোই আদমি হ্যায়ই নেহি হিয়া'পর।"

বাবলু ভানুদাসের পোস্টকার্ডটা বের করে দেখাল তাকে। ঠিকানা দেখে এইবার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। বলল, "আও মেরে সাথ। তুম ভানুদাস বোলোগে তো হাম ক্যা সমঝেগা ? ধার্মিকদাদা বোলো। বড়ি দিলদার আদমি থে। লেকিন...।"

"লেকিন কী ?"

লোকটি আর কোনও কথা না বলে ইশারায় ওদের ডেকে পাহাড়ের কোলে একটু উচ্চস্থানে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সেই বাড়ির ছাদে ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন যিনি, তাঁকে দেখেই আশার আলো ফুটে উঠল সবার চোখে। তার সঙ্গে অবাকও হল কম না। এই কি সেই দুস্থ ভানুদাসের বাড়ি ?

তরুণী ওদের দেখেই একমুখ হাসি নিয়ে নীচে নেমে এলেন। বললেন, "কী ব্যাপার ! আমার মুখটা কি তোমাদের এতই ভাল লেগেছে যে, বাড়ি বয়ে দেখতে এসেছ ? না কি পাহাড়ে ওঠবার মতলব আছে ?"

বাবলু বলল, "দুটোই।"

যে-লোকটি ওদের নিয়ে এসেছিল সে তরুণীকে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুদের বলল, "ঠিক হ্যায়, তুম বাত করো, হাম যা রহে।"

বাবলুরা কিছুই বুঝল না ব্যাপারটা কী।

তরুণী বললেন, "এসো, ভেতরে এসো।" তারপর বললেন, "কই, তোমাদের আর দু'জনকে দেখছি না তো ?"

বাবলুরা সবাই ঘরে ঢুকল। পঞ্চুও। পাশেই ছাদে ওঠার সিঁড়ি। পঞ্চু কিন্তু আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে সবার আগে ছাদে উঠল না। বরং মুখটাকে নেড়েচেড়ে এমন করতে লাগল যাতে বোঝা গেল সেরকম

www.MyBanglaBook.com

কাউকে পেলেই ওর দাঁতের ধার কীরকম তা দেখিয়ে দেবে।

ওরা ঘরে ঢুকে তক্তপোশের বিছানায় বসতেই তরুণী একটি চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, "এবারে বলো ভানুদাসকে তোমরা কেন খুঁজছ ? এখানে কিন্তু ওঁর নাম ধার্মিকদাদা।"

বাবলু বলল, "আপনার পরিচয় ?"

"আমার পরিচয় আমি। আমার বাবা এখানকার ডাক্তার ছিলেন। বছর দুই হল মারা গেছেন তিনি। সংসারে এখন আমি আর মা। আমি এইখানকার একটি নার্সারি স্কুলে শিক্ষকতা করি।"

"আমরা ভানুদাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কে রে বকুল ?"

"ওই যে কাল যাদের কথা তোমাকে বলছিলাম।"

"ও। সেই ছেলেমেয়েরা ?"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমাদের হাতে সময় খুব কম। যদি ওদের সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়।"

বকুলদি বললেন, "এসেছ, বসো না। এত তাড়া কিসের ?"

"আসলে আমাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ।"

"বুঝেছি। মা, আমার ভাইবোনেদের কিছু খেতে দাও না গো। অমনই আমাকেও দিয়ো। পারলে একটু চা কোরো। চা খাও তো তোমরা ?"

"আবার ওঁকে কেন কষ্ট দেওয়া ?"

"থাক, আর পাকামি করতে হবে না। এখন বলো তো তোমরা কে ? কী জন্য এখানে এসেছ ? আর ধার্মিকদাদার পরিবারেরই বা খোঁজ করছ কেন ?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বকুলদিকে। বকুলদি কখনও চোখ বুজে, কখনও চোখের দিকে চেয়ে, কখনও-বা দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বাবলুর কাছে উঠে এসে সস্নেহে ওর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমাদের

Online Bangla Library

যে কী বলে ভালবাসা জানাব ভাই, যে মানুষটিকে চোখেও দ্যাখেনি, তারই জন্য এত মমতা তোমাদের ? তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অতদূর থেকে ছুটে এসেছ তোমরা ! তবে ওই নাগরাজ লোকটি কিন্তু ভয়ঙ্কর। ওর ব্যাপারে সাবধান। যাই হোক, ধার্মিকদাদার ছেলেটার তো কোনও সন্ধান নেই। তাকে সত্যি-সত্যিই বাঘে খেয়েছে না কেউ গুম করেছে তা কে জানে ? ওর বউ আর মেয়েটা বড় দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। আমিই ওদের দেখাশোনা করি। এখন ওরা জঙ্গলে গেছে কাঠ কুড়োতে। ফিরে এলেই তোমাদের কথা বলব।"

বাবলু টাকাগুলো বের করে বকুলদির হাতে দিয়ে বলল, "আপনি এগুলো ওদের হাতে দিয়ে দেবেন বকুলদি।"

"না, না। আমি কেন দেব ? তোমরাই দেবে।"

"আমরা তো এখনই চলে যাব।"

"কোথায় যাবে তোমরা ? ওসব যাওয়া-টাওয়া এখন হবে না। তোমাদের বন্ধুদের ফিরে আসার জন্য একটা দিন অন্তত অপেক্ষা করো। তা ছাড়া এইভাবে হট করে জগদলপুরে গিয়ে পড়লেই বিপদে পড়বে তোমরা। বিশেষ করে ওখানে তোমরা থাকবে কোথায় ? না জেনে এমন একটা হোটেল বা লজে উঠলে, যেটা হয়তো নাগরাজেরই। বিপদের শেষ থাকবে না তখন। মনে রেখো, তোমার সঙ্গে তিন-তিনটি বোন আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বকুলদি, ওখানে আমাদের যেতে তো হবেই। কোনও একটা হোটেলে উঠতেও হবে।"

"সেইজন্যই তো বলছি একটু ভাবতে দাও আমাকে। ওখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে। তার নীচের তলায় ভাড়াটে থাকে। ওপরটা আমাদের। আমি একটা জিপের ব্যবস্থা করছি। কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে রওনা দেব আমরা। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। এখন তোমাদের বাসে যাওয়া কোনওমতেই নিরাপদ নয়।"

বাবলু তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "হুর্‌র্‌রে।"

বাচ্চু, বিচ্চু আর বিয়াস জড়িয়ে ধরল বকুলদিকে। বলল, "সত্যি, আপনার তুলনা হয় না !"

www.MyBanglaBook.com

বকুলদি বললেন, "আমাকে একবার দন্তেওয়ারা যেতে হবে পুজো দিতে। অমনই দু-একদিন থেকে আসব তোমাদের সঙ্গে। আর তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করে যখন যাবে, আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।"

বিয়াস বলল, "দন্তেওয়ারায় কী আছে বকুলদি ?"

"দন্তেশ্বরীর মন্দির। এই দেবী খুব জাগ্রত। সবাই মান্য করেন এঁকে। জগদলপুরেও দেবীর একটি মন্দির আছে। তবে কিরণডোলের পথে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দেবীর যে মন্দির, তা একটি পীঠস্থান।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি ? সময় পেলে আমরাও যাব।"

বিচ্চু দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল, "মা ! বিলুদা আর ভোম্বলদাকে তাড়াতাড়ি পাইয়ে দাও। কেউ যেন ওদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে।"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমরা যে একবার এই পাহাড়টায় উঠতে চাই। এই পাহাড়ের ওপর যে তালাও আছে সেটা একবার দেখতে চাই আমরা।"

"ধার্মিকদাদার ছেলে শঙ্কর তো মাছ ধরতে গিয়ে ওইখান থেকেই গুম হয়েছিল।"

"আচ্ছা, ওর বন্ধুবান্ধবদের কারও সঙ্গে কিছু কথা বলা যায় না ?"

"দরকার নেই। তা ছাড়া কেউ কিছু বলতেও পারবে না। ছোট-ছোট ছেলে সব। তাও দেহাতি।"

এমন সময় বকুলদির মা প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে কত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। লুচি, হালুয়া, আলু-কপি ভাজা, মিহিদানার লাড্ডু। আর চা।

সবাই তৃপ্তি করে সব কিছু খেয়ে পঞ্চুকে নিয়েই নদী পার হয়ে লজে এল জিনিসপত্র নিতে। এসেই দেখল বিলু ওদের জন্য হানটান করছে।

বাবলু ছুটে গিয়ে বিলুকে জড়িয়ে ধরেই বলল, "কী রে ! ব্যাপার কী তোদের ? ভোম্বল কই ?"

বিলু ছলছল চোখে বলল, "সে বোধ হয় নেই রে !"

"তার মানে ?"

Online Bangla Library

বিলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি তোরা ?"

"ভানুদাসের ঠিকানা খুঁজতে।"

"পেলি ?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। তোদের কথা বল ?"

"কাল রাতে আমি তো একজনের পিছু নিয়েছিলাম। ভোম্বলটা আমার সঙ্গে না এসে আর-একজনের পিছু নিয়ে গেল কিনা ছাদে। ওরা হল অত্যন্ত ধুর। তাই এ-ছাদ ও ছাদ করে পালাল। মাঝখান থেকে ভোম্বলটা হিরো হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে এমন পড়ল যে, ধরা পড়ে গেল ওদের হাতে। আমি ওকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলুম বটে, কিন্তু পারলুম না। ওরা ছিল চারজন। ওরা একটা জিপের মধ্যে ভোম্বলকে তুলে নিয়ে জগদলপুরের দিকে চলল। আমি বাধা দিতে না পারলেও জিপের পেছন দিকটা আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু এইভাবে কি বেশিক্ষণ ধরে থাকা যায় ? হঠাৎ একটা পাহাড়ে ওঠার মুখে গাড়িটা কাত হতেই হাত ফসকে পড়ে গেলাম আমি। আর জিপটাও পরক্ষণে খাদে ওলটাল।"

বাবলু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "বলিস কী রে !"

"সে কী ঘন জঙ্গল সেখানে ! হায়েনা, চিতা আর [illegible]কের রাজত্ব। আমি কোনওরকমে একটি হনুমান মন্দিরের সাধুর আশ্রমে গিয়ে ঢুকি। সাধুবাবা সেই অন্ধকারেও কয়েকজন লোককে ডেকেডুকে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই অন্ধকারে কি খোঁজা যায় ? অনেক পরে ফরাসগাঁও না কোন্ডাগাঁও থেকে একদল পুলিশ এল। টর্চের আলোয় চারদিক দেখল। কিন্তু শুধু জিপটাকেই পড়ে থাকতে দেখা গেল সেখানে, কোনও মানুষজনের চিহ্নও পাওয়া গেল না। আজ সকালেও ভাল করে খুঁজে দেখে তবেই আমি আসছি।"

বাবলু বলল, "তোর মুখে সব কথা শুনেছে পুলিশ ?"

"সব।"

"এবার হয়তো ওদের টনক নড়বে।"

বাবলুরা লজ খালি করে টাকা-পয়সা মিটিয়ে একবার থানায় গেল। তারপর বিলুর ফিরে আসার ব্যাপারটা জানিয়ে চলে এল বকুলদির বাড়ি।

www.MyBanglaBook.com

বকুলদি বললেন, "তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি ঘনশ্যামদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কাল সকাল ছ'টা নাগাদ জিপ আসবে। তোমাদের আর কোনও চিন্তা রইল না তা হলে ?"

বাবলু বলল, "যাওয়ার চিন্তা রইল না। কিন্তু একজন বন্ধুর চিন্তা যে রয়েই গেল বকুলদি। দু'জনের একজন ফিরেছে। আর-একজনের সন্ধান নেই।"

"সে কী !"

বিলু তখন ওর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শোনাল বকুলদিকে।

বকুলদি বললেন, "উঃ ! কী অত্যাচার !"

বাবলু বলল, "দিদি ! আমরা আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরা সফল হই। নাগরাজের গুণ্ডারাজ খতম আমরা করবই। কী চরম প্রতিশোধ যে নেব আমরা, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

বকুলদি বললেন, "তোমরা যা ভাবছ তা নয় বাবলু। নাগরাজ অত্যন্ত বিষধর। অতি ভয়ঙ্কর সে।"

"আমাদের [illegible]য় নয়। আপনাকে তো বলেইছি কাঁকের বাজারের অদূরে পঞ্জাবি ধাবায় কাল ওকে কীভাবে হেনস্থা করেছি। আসলে মায়ের আশীর্বাদ এমন আছে আমাদের ওপর যে, বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এলেও তা সরে যেতে বাধ্য হয়।"

বাবলুরা এখানেই স্নান-খাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে পর্বতারোহণ শুরু করল। একে বুনো পাহাড়, তার ওপর আগাছা বেড়ে যাওয়ায় পথ আর খুঁজে পায় না। একটু-একটু করে ঝোপঝাড়ের ফাঁক-ফোকরে কয়েক ধাপ ওঠে আর নীচের দিকে তাকিয়ে কাঁকেরের সৌন্দর্য দেখে। তারপর আবার শুরু করে ধাপ ওঠা। কী বড় পাহাড় ! একটা চড়াই শেষ হয় তো খানিক গিয়ে আবার চড়াই। দূর বনান্তরালের ভেতর দিয়ে পথ হারিয়ে যায় আরও সুদূরে।

বিয়াস একসময় হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে, "আর আমি পারছি না বাবলু। তোমরা যাও, আমি এখানেই বসি।"

বাবলু বলল, "তা হয় না। এসো, আমার হাত ধরো। এসেছ যখন,

Online Bangla Library

যেতেই হবে।"

ক্লান্ত বিয়াস বাবলুর হাত ধরল এসে।

পাখির কূজন শুনতে-শুনতে বিলু বলল, "ভোম্বলটাও যদি এই সময় আমাদের সঙ্গে থাকত রে!"

বাবলু সে-কথার উত্তর দিল না।

পঞ্চু হঠাৎ কী একটা দেখে ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে।

সবাই থমকে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "ও কিছু না। একটা শজারু। শজারু দেখে এত ভয় পেলে কী করে হবে?"

বিলু আবার বলল, "আচ্ছা বাবলু, এত সুন্দর এই জায়গাটা, অথচ কোনও গাইডবুকেই এর কোনও উল্লেখ নেই কেন বল তো?"

"নেই এই কারণে, জায়গাটা মনোরম হলেও শুধু এর আকর্ষণে এখানে এসে কারও পোষাবে না। তবে রায়পুর বা এই পথে যাঁরা জগদলপুরে যান, তাঁদের জন্য এটার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আমাদের এই অভিযানের পর জায়গাটা গুরুত্ব পাবে, এটা আমরা আশা করব।"

পাহাড়ে উঠতে-উঠতে একসময় ক্লান্ত হয় সবাই। খানিক ওঠার পর যেই মনে হয় এই বুঝি পথের শেষ, অমনই দেখা যায় পথ দূর থেকে আরও দূরে অগভীর বনান্তে মিশে গেছে। একসময় যখন আর যেতে পারছে না, মনে হচ্ছে নেমে আসে, তখন একজন কাঠুরিয়া মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "যাইয়ে, যাইয়ে। কুছ ডর নেহি। আভি থোড়া দূর যানা পড়েগা।"

বিচ্ছু বলল, "কী করবে বাবলুদা?"

"তোরা কী করবি বল?"

বিয়াস বলল, "আমি তো আগেই বলেছি নেমে চলো। যা ঝোপঝাড় চারদিকে, কোনও একটা জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়!"

বিলু বলল, "এতটা চড়াই কষ্ট করে উঠে এসে নেমে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর একটু যাই চল।"

চল তো চল। আবার শুরু হল পথচলা। খানিক যেতেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় বহুদিনের পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত পাথরের একটি প্রাচীন

www.MyBanglaBook.com

দরওয়াজা চোখে পড়ল।

বিলু বলল, "ওই দ্যাখ বাবলু! নিশ্চয়ই এবার আমরা এসে গেছি।"

ওরা তখন নতুন উদ্যমে সেই দরওয়াজায় পৌঁছল বটে, তবে গিয়ে দেখল পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে ডান দিকের পথটাই ধরল। পথের ক্লান্তিতে বুকের ভেতরটা যেন ধড়ফড় করছে তখন। উঃ কী সাঙ্ঘাতিক পাহাড় রে বাবা! যাই হোক, এই পথে খানিক এগোতেই ওরা একজায়গায় বনের ভেতর একটি আশ্রমে পতপত করে ধ্বজা উড়তে দেখল। আর সেইখানেই রমণীয় একটি সরোবর। যাকে বলে তালাও। কী সুন্দর দৃশ্য সেখানকার! ওরা এক-পা এক-পা করে সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এক সাধুবাবাও এগিয়ে এলেন ওদের দেখে। সস্নেহে বললেন, "তোমরা কে বাবা! কোথা থেকে আসছ? এই অবেলায় কেন? সকালের দিকে আসবে তো?"

বাবলুরা সবাই সাধুবাবাকে প্রণাম করে বলল, "আপনি বাঙালি?"

"আমি তো ইংরেজি বা হিন্দিতে কথা বলিনি বাবা।"

"সরি। তা অবশ্য বলেননি। আপনি কতদিন এখানে আছেন?"

"আমার ইন্টারভিউ নেবে তো আশ্রমের ভেতরে এসো। প্রসাদ খাও। তারপর...।"

ওরা জুতো খুলে আশ্রমে ঢুকল। নামেমাত্রই আশ্রম। আসলে রাত্রিবাসের মতন নিরাপদ আস্তানা একটা। বড়-বড় গাছ আর পাথরের সঙ্গে বাঁশ, কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা ঝোপড়ি মাত্র।

সাধুবাবা ওদের ছোলা আর নারকোল ভাজা প্রসাদ দিলেন। তারপর সবাইকে দিলেন এক লোটা করে জল। ওরা জল খেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বিয়াস বলল, "কী মিষ্টি জলটা!"

সাধুবাবা বললেন, "তুমিও তো খুব মিষ্টি মা। তোমরা সবাই। এ হল ওই তালাওয়ের জল। দেখলে ভক্তি হয় না, কিন্তু খুব সুস্বাদু।"

বাবলু বলল, "কই, বললেন না তো আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

Online Bangla Library

"তা পঁচিশটা বছর হল বইকী !"

"আপনার নামটা জানতে পারি ?"

"আমার নাম যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী। তোমরা এক কাজ করো, বেশি দেরি কোরো না এখানে। চারদিক চট করে একটু ঘুরে দেখে সন্ধের আগেই নীচে নেমে যাও।"

বাবলু বলল, "সত্যি, যা ঘন বন! দেখলে ভয় করে। যদি বাঘে খায় ?"

বাবলুর কথা শুনে সাধুবাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, "বাঘ! এখানে বাঘ কোথায় ? তবে বাঘ আছে। বেশি আছে ভালুক। হরিণও আছে, খুব কম। তবে ওরা আসে সন্ধের পর তালাওয়ে জল খেতে। তোমরা একবার সকালের দিকে এসো পিকনিক করতে। দলবেঁধে আসবে। আমাকেও অবশ্য ভাগ দিয়ো খাওয়ায়। কেননা ভালমন্দ খেতে আমারও খুব ইচ্ছে করে তো। তারপর সারারাত এখানে থেকো। দেখবে কত জানোয়ার জল খেতে আসবে এখানে। পূর্ণিমা দেখে এসো। গ্রীষ্মকাল হলে আরও ভাল হয়। সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গেই এসে যাবে সব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বাবা, নীচে যে শুনলাম এই গাঁয়েরই কোনও একজনের ছেলেকে দুপুরবেলাই বাঘে খেয়েছে।"

সাধুবাবা বললেন, "মিথ্যে কথা। ওকে মানুষ-বাঘে খেয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, আমি তখন এখানে ছিলাম না।"

"আপনি থাকলে কি তাকে রক্ষা করতে পারতেন ?"

"চেষ্টা করতাম।"

বাবলু বলল, "সাধুবাবা, শুনলাম নাকি এই অঞ্চলে কে এক নাগরাজ আছে, তারই লোকেরা চুরি করেছে ছেলেটাকে, এ-কথা কি সত্যি ?"

"নাগরাজ যখন, খলতা তখন স্বাভাবিক। তবে আমার মনের কথা বললে কি তোমাদের তদন্তের কাজে কোনও সুবিধে হবে ?"

বাবলু চমকে উঠল, "তদন্ত !"

"ওরে! আমি হচ্ছি অন্তর্যামী। তোরা যে কারা তা কি জানি না ভেবেছিস ? যে লোকের নাম বললি তোরা, তার সম্বন্ধে একটু শুধু বলে

www.MyBanglaBook.com

রাখি। ওই লোকটা আগে এই অঞ্চলেরই লোক ছিল। ওর নাম ছিল নাগেশ রায়।"

"বাঙালি নাকি ?"

"রায় হলেই কি বাঙালি হয় ? মহারাষ্ট্রের লোক। নাগেশ হচ্ছে শিবের নাম। শুনিসনি ? নাগেশ দ্বারুকাবনে। কিন্তু সেই নাগেশকে ও নাগরাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাঁকের বাজারে ওর একটা দোকান ছিল। পান-বিড়ির দোকান। কিন্তু সেটা ছিল ওর সাজানো ব্যাপার। ভেতরে-ভেতরে অন্য ব্যবসা করত। মাদক দ্রব্যের চোরাচালান থেকে জঙ্গলের চোরাকাটরাদের নিয়ে ব্যবসা, সবই করত। পরে পুলিশ প্রশাসন এবং জনতার প্রতিরোধে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয় ও। কিন্তু এর পরে কীভাবে যে কপাল খুলল ওর, তা কে জানে! এখন নাগরাজ কোবরা নামে বস্তারের আতঙ্ক। রায়পুরে, জগদলপুরে ওর স্বনামে-বেনামে কত হোটেল, লজ, সিনেমা হল। চার-পাঁচটা গাড়ির মালিক। দশ-বারোটা বাড়ি। ফ্ল্যাট। তার ওপর একদল খুনে গুণ্ডাকে নিয়ে ওর কুখ্যাত কোবরা দল। ওর একজন পোষা গুণ্ডা আছে, যার নাম জোজো। সবাই তাকে লেপার্ড বলে জানে। শুনেছি কাল সে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে তোদের জন্যই।"

বাবলু বলল, "আপনার কানেও এসেছে তা হলে এই খবরটা ?"

"না আসবার কী আছে ? তোদেরও তো একটা দল আছে। পাণ্ডব গোয়েন্দা না কী যেন ?"

বাবলু বলল, "জবাব নেই সাধুবাবা। ধন্য আপনি।" বলে তালাওয়ের চারপাশে একবার পাক দিয়ে উঁচু একটি বেদির ওপর শঙ্কর ভগবানের ছোট্ট মন্দিরটিতে প্রণাম জানিয়ে সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

সাধুবাবা হেঁকে বললেন, "সময় পেলেই আবার আসবি কিন্তু।"

বাবলু হাত নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই আসব।" বলে সেই রম্যভূমি ত্যাগ করল ওরা।

এই নির্জনে এই সাধুবাবাকে বড়ই রহস্যময় মনে হল।

সাধুবাবাও ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে

Online Bangla Library

মাথার জটাটা খুলে পাশে রাখলেন।

আশ্রমের পেছন দিকের গাছপালার আড়াল থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল।

সাধুবাবা ইশারায় তাদের বললেন, "ফলো দেম!"

॥৭॥

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল সকলের। ঘুম অবশ্য আপনা থেকে ভাঙেনি। বকুলদিই ডেকে তুললেন সকলকে। তারপর সবাই মিলে কফি আর টোস্ট খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

ড্রাইভার ঘনশ্যামদাও ঠিক সময়েই এলেন।

ভানুদাসের বউ-মেয়েও বিদায় জানাতে এল ওদের। অত টাকা পেয়ে তারা যে কী খুশি তা বলে বোঝানো যাবে না।"

জিপের দুটো পাশ ঘনশ্যামদা এমনভাবে ঢেকে দিলেন, যাতে সচরাচর কেউ ওদের দেখতে না পায়। ড্রাইভারের পাশের সিটে বিয়াস ও বকুলদি। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্চু ও পঞ্চু বসল পেছনের সিটে।

জিপ ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল জগদলপুরের দিকে। ভোরের আবহাওয়ায় কাঁকের পাহাড়কে তখন মনে হতে লাগল যেন একটা বিশাল প্রেতপ্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে বেশ খানিকটা যাওয়ার পরই আরও ঘন পাহাড়-জঙ্গলের দেশে এসে পড়ল ওরা।

বিলু বলল, "এই দ্যাখ বাবলু, এই সেই স্থান। যেখানে কাল রাতে আমাদের জিপ উলটেছিল।"

বকুলদি বললেন, "এইখান থেকেই পাহাড়ে ওঠার বিপজ্জনক ঘাট আছে বারোটা।"

বিয়াস বলল, "ঘাট কী বকুলদি?"

"ঘাট মানে ঘূর্ণি। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কার্ভ।"

জিপ তখন গোঁ-গোঁ করে ওপরে ওঠা শুরু করেছে। সত্যিই ভয় লাগে ওপরে উঠতে। এতটুকু অন্যমনস্ক হলেই গভীর খাদে। তবে চালকরা সতর্ক হয়েই গাড়ি চালান এখানে। তাই দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে

www.MyBanglaBook.com

না।

খানিক ওঠার পরই ওরা দেখল উলটে যাওয়া সেই জিপটিকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পথে একটি হনুমানজির মন্দির পড়ল। ঘনশ্যামদা সেইখানে জিপ থামিয়ে পুজো দিতে গেলেন মন্দিরে। পূজারীজি একটা থালিতে করে এলাচদানা ও নারকেল প্রসাদ এনে বিতরণ করলেন সকলকে।

জিপ আবার ঘাট পেরিয়ে রওনা দিল।

বকুলদি বললেন, "এই পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে আঠারোশো ফুট।"

এইভাবেই বারোটা ঘাট শেষ হলে অবতরণ। কাঁকের পাহাড় অতিক্রম করে আবার সমতলের পথ ধরল ওরা। ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে যখন ওরা জগদলপুরে এসে পৌঁছল বেলা তখন ন'টা।

বস্তারের রাজবাড়ির কাছে বকুলদিদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। জিপ ওদের সেখানে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল।

বকুলদি একজন আদিবাসী মেয়েকে ডাকিয়ে এনে ঘর পরিষ্কার করালেন। তারপর বললেন, "আজকের খাওয়াদাওয়াটা কি তোমরা ঘরেই করবে, না হোটেলে সারতে চাও?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় হোটেলে যাওয়াই ভাল।"

বিয়াস প্রচণ্ড আপত্তি করে বলল, "কেন, আমরা এত মেয়ে থাকতে হোটেলে খেতে যাব কোন দুঃখে? চলুন তো সবাই মিলে বাজারে গিয়ে কিছু আনাজপাতি কিনে এনে রান্নাবান্না লাগিয়ে দিই।"

বকুলদি বললেন, "যা তোমরা বলবে! তোমরা রাজি থাকলে আমি এককথায় রাজি।"

এই বাড়ির নীচে যে ভাড়াটেরা ছিল তারাও খুব সহযোগিতা করল। তাদের বউটি সঙ্গে-সঙ্গে উনুনে আঁচ দিয়ে ব্যবস্থা করে দিল সব কিছুর। কাছেই বাজার। বকুলদি তাই অযথা সময় নষ্ট না করে ওদের নিয়ে চলে গেলেন বাজার করতে।

সবাই গেলেও বাবলু কিন্তু গেল না। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ামাত্রই বাবলুর মনটা কীরকম যেন হয়ে গেছে। এই ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে কোথায় এবং কীভাবে ভোম্বলের খোঁজ করবে, সেই চিন্তাতেই

Online Bangla Library

বিষণ্ণ হয়ে রইল সে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ভোম্বল যে প্রাণে মরেনি, এই ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত। কেননা, বিলুর মুখে শুনেছে অপহরণকারীরা চার-পাঁচজন ছিল। দুর্ঘটনায় কারও যখন কিছু হয়নি তখন ভোম্বলও নিরাপদ। কিন্তু ছেলেটা কোথায় এবং কীভাবে আছে সেটা তো জানা দরকার। নাগরাজ নিশ্চয়ই দুধ-কলা দিয়ে ওকে পুষবে না। কাজেই ওর খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করতে না পারলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাবলু যখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে এইসব ভাবছে, তেমন সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন লোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাবলুর চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে সরে গেল লোকটা।

একটু পরেই বাজার থেকে ফিরে এল সবাই। একগাদা কচুরি আর জিলিপি সকলের জন্য কিনে এনেছেন বকুলদি। সেইসঙ্গে ফুলকপির বড়া। বাজারের মধ্যে এনেছেন আলু, কপি, টম্যাটো ছাড়াও মাংস খানিকটা।

বকুলদি বললেন, "আমাদের সঙ্গে তুমিও যেতে পারতে বাবলু।"

বাবলু বলল, "পারতাম। তবে কী জানেন, আমার এখন কোনওদিকেই এনার্জি নেই। ভোম্বলের চিন্তাতেই মনটা আমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওরা যে কোথায় নিয়ে রাখল ছেলেটাকে, তা কে জানে?"

বাচ্চু একটা ডিশে করে কচুরি আর জিলিপি এনে খেতে দিল বাবলুকে।

বাবলু খাওয়া শুরু করতেই বিলু এসে ফিসফিস করে ওকে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় নাগরাজের স্পাইরা আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

"কী করে বুঝলি?"

"আমরা যখন বাজার করছিলাম তখন দু'জন লোক আমাদের পাশে-পাশে ঘুরছিল আর ঘন-ঘন তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে।

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "ধরলি না কেন একটাকে? পঞ্চু তো সঙ্গে ছিল।"

"আসলে তুই ছিলি না বলে সাহস হল না। যদি কাজটা কাঁচা হয়ে

www.MyBanglaBook.com

যায়!"

এমন সময় হাসিমুখে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বিয়াস। বিলু আর বাবলুকে চা দিয়ে বলল, "চা-টা কিন্তু আমি করেছি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল। তা এমন ফিকফিক করে হাসছ কেন? আমাদের নতুন দেখছ নাকি?"

"বা রে! নতুন দেখলেই কি কেউ হাসে? আসলে আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে বকুলদি আর আমি কেমন মিশে গেছি বলো তো? তোমাদেরও নামের আদ্যক্ষর 'বি', আমাদেরও। বকুল, বিয়াস।"

বাবলু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "আরে তাই তো!" তারপর চা খাওয়া শেষ করে বলল, "তোমরা এদিককার কাজ শেষ করো। আমি একটু বিলুকে নিয়ে ছাদে যাচ্ছি। নিরিবিলিতে একটু আলোচনা করব, কেমন?"

বাবলু আর বিলু ছাদে গেল। তারপর ভোম্বলের ব্যাপারে কীভাবে কী করবে না করবে এই নিয়ে শুরু করল জোর আলোচনা। কথায়-কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। তখন প্রায় দুটো।

বিলু বলল, "কী করছে বল তো এরা? এর চেয়ে হোটেলে খেলেই ভাল হত! খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে আমার।"

বিলুর কথা শেষ হতেই বকুলদি ডাকলেন, "তোমরা সব নীচে এসো, আমাদের হয়ে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে গমগমিয়ে উঠল বাড়িটা।

বাবলু, বিলু দু'জনেই ছুটে এল, "কী হল! কী হল পঞ্চু!"

দোতলায় নেমেই দেখল বকুলদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চু, বিচ্ছুও নির্বাক। আর পঞ্চু নীচে-ওপরে ছুটোছুটি করছে ভৌ-ভৌ করে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী? হল কী তোদের?"

বাচ্চু ছলছল চোখে বলল, "লেপার্ড এসে বিয়াসকে নিয়ে গেল বাবলুদা।"

বাবলু যেন কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। "হোয়াট! কে নিয়ে

Online Bangla Library

গেল বললি ? লেপার্ড ! সে তো এখন কাঁকের পুলিশের হেফাজতে।"

"না বাবলুদা। লোকটা কখন এসে বাথরুমে লুকিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ বেঁধে নিয়ে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চিতা যেমন শিকার ধরে, ঠিক সেইভাবে। মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে গেল, কে জানে! পঞ্চু ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেল না।"

বাবলু হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে নীচের ভাড়াটে ছাড়াও অনেক লোক জড়ো হয়েছে তখন। সবাই বলল, "এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন। বাবলু বিলুকে বলল, "আয় দেখি একবার আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবি ?"

"থানায়।"

ওরা সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে পথে নামল। দু-এক কদম যেতেই একজন ইনস্পেক্টর স্কুটারে চেপে এদের সামনে এসে থামলেন, "এ কী! তোমরা এখানে ? কখন থেকে আমি তোমাদের খোঁজ করছি।"

বাবলু বলল, "আপনি আমাদের চেনেন ?"

"চিনি বইকী! আমার নাম অশোক রায়। তোমাদের থানার মিঃ বর্মণ আমার বিশেষ বন্ধু। উনি ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছেন। নাগরাজকে ফাঁদে ফেলার সবরকম ব্যবস্থাই আমরা করেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না লোকটাকে। ত্রিবেদী হত্যার পরিকল্পনায় লোকটা অভিযুক্ত। ওখানকার পুলিশ প্রশাসন খুবই শঙ্কিত ওর ব্যাপারে। ইতিমধ্যে তোমরা কাঁকেরে যে লেপার্ডকে ধরিয়ে দিয়েছিলে, সেই ব্যাটা আজ ভোরে কীভাবে যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।"

বাবলু বলল, "জানি। এইমাত্র আমাদের একটি মেয়েকেও সে তুলে নিয়ে গেছে। ওরই ব্যাপারে আমরা থানায় যাচ্ছিলাম।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলো কী! তা হলে এখানেই এসে জুটেছে লোকটা!" বলেই বললেন, "তুমি এসো তো একবার আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি।"

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই পঞ্চুকে নিয়ে ঘরে যা। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবি না, বুঝলি ? ঘরে গিয়ে ওদের পাহারা দে।"

বাবলু স্কুটারে বসতেই স্কুটার জনবহুল পথ ছেড়ে একেবারে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল। এই রাস্তার নাম কোঁটা রোড।

বাবলু বলল, "আপনি এত জোরে চালাচ্ছেন যে, ভয় করছে আমার!"

"পাণ্ডব গোয়েন্দার ভয় ?"

"দুর্ঘটনার ভয় তো সকলেরই হয়। দেখুন না আমাদের এক বন্ধুও কাল থেকে নিখোঁজ। তার ওপর মেয়েটাও আজ...।"

"ঘরে বসে থাকলে তো এইসব বিপদ হত না ভাই। সাপের গর্তে হাত দেবে অথচ ছোবল খাবে না, তা কী হয় ?"

বাবলু এবার গম্ভীর গলায় বলল, "কে আপনি ?"

"গোয়েন্দায় পুলিশ চেনে না, এ বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

"তার চেয়েও দুর্ভাগ্য হল সেয়ানে সেয়ান চেনে না। আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন জানতে পারি কি ?"

"কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।"

বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। এক ঘন বনভূমির মধ্যে বিশাল এক পর্বতের গুহামন্দিরের সামনে স্কুটার এসে থামল। সে কী ভয়াবহ নির্জনতা! জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

লোকটি ওকে স্কুটার থেকে নামিয়ে বলল, "আশা করি গোলমাল করবে না। পালাবারও চেষ্টা করবে না এখান থেকে। তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়বে।"

বাবলু বলল, "গোলমাল করলে কি এতটা পথ আপনি আমাকে নিয়ে আসতে পারতেন পুলিশসাহেব ?"

"থ্যাঙ্কস।"

"কিন্তু জায়গাটা কোথায় ? কোনখানে এলাম আমরা ?"

"সারাটা জীবন যেখানে কাটাতে হবে, সেইখানে।"

এমন সময় হ্যাজাক হাতে দু'জন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, "লেপার্ড তো এল না বদরিদা।"

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

"ওর তো এখানেই আসবার কথা। বস নিজের গাড়িতেই আনবে। ঠিক আছে, তোরা এই বিস্তুটার ব্যবস্থা কর। আমি দেখছি ওদিকটা।"

"তা না হয় দেখবে। কিন্তু এইখানে কাজ-কারবার করা আমাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সরকারি কেয়ারটেকারটা একদম সহযোগিতা করে না আমাদের সঙ্গে। এদিকের রাস্তাটা এবার ছাড়ো তোমরা।"

"তীরথগড়ের জিনিসগুলো এসে পৌঁছেছে?"

"না। বারোটার পর তো আসবে। এখন কী?"

"একে আঠারো নম্বরে রাখো। আমি দেখছি লেপার্ডের কী হল!"

বাবলু এতক্ষণে কথা বলল, "ওটি হচ্ছে না ব্রাদার। আমি ভেতরে থাকব আর আপনি হাওয়া খেতে যাবেন, তাই কি হয়? দু'জনে একসঙ্গেই থাকব।"

লোকটি রুখে দাঁড়াল, "মুখ সামলে কথা বলবি।"

বাবলু তখন আচমকা সজোরে ওর নীচের চোয়ালে এমন একটা ঘুসি মেরেছে যে,'ওরে গেছি রে' বলেই চোয়াল চেপে বসে পড়ল লোকটা।

সঙ্গী দু'জন হ্যাজাক রেখে ছুটে গিয়ে ধরল ওকে, "কী হল বদরিদা! লেগেছে খুব? এ হে। রক্ত বেরোচ্ছে যে!"

বাবলু বলল, "আরও অনেক কিছুই বেরোবে।" বলেই আরও একটা চান্স নিল। হ্যাজাকটার দিকে লাফিয়ে পড়ে সেটা তুলে নিয়েই হঠাৎ করে বসিয়ে দিল একজনের মাথায়। দিয়েই এক লাফে সরে এল সেখান থেকে। তারপরই ছুট—ছুট—ছুট।

অন্ধকারে আলো নিভলে অন্ধকার আরও ঘন হয়। বাকি রইল আর একজন। সে চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে পালাল রে। ধর, ধর।"

কিন্তু এখানে কে কাকে ধরবে? বাবলু সেই অন্ধকারেই এলোপাতাড়ি পাথর ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। ততক্ষণে অনেক টর্চের আলো একসঙ্গে এসে পড়েছে ওদের ওপর। বাবলু এবার নিজেকে রক্ষা করতে গুহার দিকেই দৌড়ল।

হঠাৎ একটি নরম হাত স্পর্শ করল ওকে। বলল, "এ কী! এইভাবে ছোটে কেউ? আমার হাত ধরে খুব সাবধানে এসো। গুহাটা কিন্তু দারুণ

বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "কে তুমি?"

"আমি রত্না। এরা আমাকে অনেকদিন হল নিয়ে এসে রেখেছে এখানে। আমাকে দিয়ে খুব কাজ করায়। এইখানকার বন্দিদের দেখাশোনা করি আমি। যেভাবে তোমাকে নিয়ে এল ঠিক সেইভাবেই সকলকে নিয়ে আসে ওরা। কিন্তু তুমি যা করলে তা কেউ করে না। সত্যিই বীরপুরুষ তুমি। বাহাদুর ছেলে।"

"তুমি কি এখান থেকে মুক্তি চাও?"

"কে না চায়? খাঁচার পাখিও চায়। কতদিন যে বাবা-মাকে দেখিনি! ভীষণ মন খারাপ করছে আমার।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"বর্ধমানে। তোমার?"

"হাওড়ায়। এরা কাল আমাদের একটি ছেলেকে আর আজ এইমাত্র একটি মেয়েকে ধরে এনেছে। তাদের কোথায় রেখেছে বলতে পারো? মেয়েটা সম্ভবত এখনও এসে পৌঁছয়নি।"

"কিন্তু কাল তো আসেনি কেউ।"

"সে কী!" বলেই থমকে দাঁড়াল বাবলু।

"নিশ্চয়ই ওরা ওকে ওখানে রেখেছে। যেখানে আমাকে ওরা প্রথম রেখেছিল। আসলে ওরা যাকে বধ করে তাকেই ওখানে রাখে। আমি ওদের বাধ্য হই বলে প্রাণে বাঁচি।"

"তুমি এতদিন আছ, সুযোগ করে পালাতে পারোনি?"

"কী করে পালাব? একা যে! তা ছাড়া পালিয়ে যাব কোথায়? ওরা ঠিক ধরবে।"

"তা হলে তুমি আমাকে সেইখানেই নিয়ে চলো রত্না, যেখানে তুমি ছিলে।"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কিন্তু এইখানে যারা অসহায়ভাবে পাষাণে মাথা কুটছে, তাদের অন্তত মুক্তি দিয়ে যাও। আমরা সবাইকে নিয়ে এর পেছনের জঙ্গলের পথ দিয়ে পালাব।"

রত্নার হাত ধরে অন্ধকারে আবার চলা শুরু করল বাবলু। হঠাৎ

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library

একজায়গায় এসে রত্না বলল, "থামো।" বলেই টর্চ জ্বালল।

বাবলু বলল, "এতক্ষণ তোমার হাতে টর্চ থাকা সত্ত্বেও জ্বালোনি যে?"

"বা রে! বাইরের ওরা যে বুঝতে পেরে যেত।" তারপর বলল, "রাতের অন্ধকারে এই কুটুমসরের গুহামন্দির যে কী জিনিস তার তো কিছুই বুঝলে না! এইবার আমরা কাঠের মই বেয়ে প্রায় সতেরো-আঠারো ফুট নীচে নামব। যে সমস্ত টুরিস্ট কুটুমসরের গুহা দেখতে আসেন তাঁদের জন্য দিনের বেলাতেও আলোর ব্যবস্থা থাকে। নীচে নামলে দেখতে পাবে আরও কত গুহা। তারপর আরও, আরও নীচে নামতে হবে। সেখানে আরও অনেক গুহা। মোট ন' কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা।"

রত্নার নির্দেশমতো বাবলু নীচে নেমেই আবার ওর হাত ধরল। ওরই বয়সী ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েটি। লম্বা বেণীটি পিঠের ওপর দুলছে। তার হাত ধরে এই নির্জনে অভিযান করতে খুব ভাল লাগল বাবলুর। এই অন্ধকারে গুহামন্দিরে এই মেয়েটিই যেন জয়ের প্রতীক।

হঠাৎ একজায়গায় গিয়ে রত্না বন্দুকধারী একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওই যে দেখছ লোকটাকে,ওর নাম কপিলাস। দুর্ধর্ষ শয়তান একটা। ওর এক ভাই আছে। লোকে তাকে লেপার্ড বলে।"

বাবলু বলল, "জানি।"

"ওকে কবজা করতে না পারলে বন্দিমুক্তি অসম্ভব!"

বাবলু ধীরে-ধীরে ওর পিস্তলটা বের করে বলল, "দেখবে? দেব এখনই ঠাণ্ডা করে?"

রত্না বলল, "সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে। এদের কোবরা দল পাশের ঘরেই জেগে আছে। নির্দেশ এলেই বেরিয়ে পড়বে ওরা। কোথায় যেন যাবে আজ।"

বাবলু বলল, "কোন ঘরটায়?"

"ওই যে উনিশ নম্বরে।"

বাবলু বলল, "তুমি এইখানে লুকিয়ে থাকো। টর্চটা আমাকে দাও।"

"তা হবে না। আমিও থাকব তোমার সঙ্গে।"

www.MyBanglaBook.com

বাবলু বলল, "টর্চ নিভিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে সাবধানে এসো তা হলে। আমি চুপিসারে গিয়ে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিই। যদি তখন ওই শয়তানটা দেখতে পেয়ে তেড়ে আসে, তুমি তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ওর মুখের ওপর আলো ফেলবে। তা হলেই জব্দ হবে ও। পরের ব্যাপারটা আমিই সামলে নেব।" এই বলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল ওরা।

কিন্তু কান বটে শয়তানের! বাঘের মতন ঘ্রাণশক্তি। বাবলু অন্ধকারে একটু হোঁচট খেতেই বন্দুক উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। দূরের দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছিল, তারই আলোয় বাবলু বুঝতে পারল লোকটি ওর ভাইয়ের চেয়েও হিংস্র। লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "কৌন হ্যায়!"

বাবলু ততক্ষণে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিয়েছে। বলল, "হাত উঠাও।"

হতভম্ব কপিলাস ভয়ে হাত ওঠাল।

"বন্দুক ফিকো।"

কী যে হয়ে গেল ব্যাপারটা, কিছুই বুঝল না কপিলাস! বাবলুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ওকে পুলিশ বলে মনে হল। তার ওপরে মুখে টর্চের আলো পড়ায় ভাল করে তাকাতেও পারল না সে।

ওদিকে উনিশ নম্বরে তখন লম্ফঝম্প। কোবরা দলের যে ক'জন বন্দি হল, তারা ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, কতরকম ভাষার বুলেট ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। এর মধ্যেই শয়তান কপিলাসটা ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়ল উনিশ নম্বরে। তারপর যেই না শিকলে হাত দিতে যাবে বাবলুর পিস্তল অমনই গর্জে উঠল 'ডিস্যুম'।

আ-আ-আ করে একটা আর্তনাদ।

রত্না ছুটে গিয়ে কপিলাসের ঘর থেকে একগোছা চাবি এনে বন্দিদের তালা খুলল। তারপর সেই তালাই লাগিয়ে দিল উনিশ নম্বরে। সে কী কাকুতিমিনতি তখন, "ওরে, তোরা আমাদের মুক্তি দে। আমরা কথা দিচ্ছি তোদেরও আমরা মুক্তি দেব। যার-যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব আমরা।"

প্রায় দশ-পনেরোজন ছেলেমেয়ে তখন হইহই করে বেরিয়ে এসেছে

Online Bangla Library

ঘরের ভেতর থেকে। বলল, "মুক্তি! তোরা কী মুক্তি দিবি আমাদের? আমাদের মুক্তি যারা দেওয়ার, তারাই দিয়েছে। এখন এই অন্ধ-কারায় পচে মর তোরা।"

আহত কপিলাস তখনও ছটফট করছে।

বাবলু গিয়ে ওর রগের কাছে পিস্তলটা ঠেকিয়ে বলল, "তুই ব্যাটা সব জানিস। বল, আমার বন্ধুটা কোথায় আছে?"

রত্নার হাতে তখন জ্বলন্ত মশাল।

কপিলাস বলল, "হামে কুছ না জানে।"

রত্না বলল, "মরবার আগেও মিথ্যে কথা! বল শিগ্‌গির, না হলে মুখে ছ্যাঁকা দেব।"

কপিলাস রেগে বলল, "তু নিকাল যা হিয়াসে, যা।"

বলামাত্রই মুখে ছ্যাঁকা। এতক্ষণে তাকে বলতে হল, "উসকো নিধন করনেকে লিয়ে চিত্রকোট লা গয়া।"

রত্না বলল, "মনে হয় ঠিকই বলেছে। কেননা, আমাকেও কিছুদিন রেখেছিল ওখানে। এক বিশাল জলপ্রপাতের নীচে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই চলো সেখানে।"

রত্না হেসে বলল, "পাগল নাকি? জগদলপুর থেকেই সেই জায়গাটা কম করেও বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূর।"

"তবু যেতে আমাদের হবেই।" বলেই বলল, "এখানে আর কেউ নেই তো সেরকম? ওই ঘরগুলোয় কী আছে?"

"কোনওটা বারুদঘর। কোনওটায় বন্দুক, রিভলভার, পাইপগান এইসব আছে। প্রচুর মাদক দ্রব্য লুকনো আছে কয়েকটা ঘরে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে।" বলে কয়েকজনকে নিয়ে কপিলাসটাকে ঢুকিয়ে দিল একটা ঘরের ভেতর। দিয়ে শিকল তুলে দিল।

ততক্ষণে অনেক দূরে অনেক আলো।

রত্না বলল, "মনে হয় ওদের আরও লোকজন এদিকে আসছে। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।"

বাবলু বলল, "আসতে ওদের দিলে তো! ওরা এখনও সেই উঁচুতে আছে। সবাই গিয়ে মইটা আগে সরিয়ে নিই। না হলে ওরা এসে

www.MyBanglaBook.com

পড়লে আর হয়তো বেরোতেই পারব না আমরা।"

বাবলু বলামাত্রই হইহই করে ছুটল সকলে। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে মইটা সরিয়ে নিতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "আরে এ কী করছ তোমরা! আমরা পুলিশের লোক, তোমাদের যে উদ্ধার করতে আসছি।"

বাবলু বলল, "মরে যাই রে! আপনাদের কথা শুনে আর আমরা ফুলিস হচ্ছি না।"

"আরে! আমরা ছদ্মবেশী নই। আমি ইনস্পেক্টর দশরথ দেব।"

বাবলু বলল, "আপনি যে দেবতাই হন দাদা, মন্দিরে যান। এই গুহামন্দিরে নয়। আর যদি সত্যিকারের পুলিশ হন, তা হলে এখন থানায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। অযথা এই রাতদুপুরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কষ্ট পাবেন না। গুড বাই ইনস্পেক্টর দেব! টা টা।" বলে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে স্থানত্যাগ করল ওরা।

যেতে-যেতে বাবলু বলল, "রত্না, এদের বারুদঘরটা কোনখানে একবার দেখিয়ে দাও তো?"

"কেন, কী করবে সেখানে?"

"কিছুই না। একটা মশাল ধরিয়ে ঢুকিয়ে দেব শুধু। আপদের শান্তি হবে।"

"সবাই হাততালি দিয়ে বলল, "ওঃ। কী মজাটাই না হবে তা হলে!"

রত্না বারুদঘর দেখিয়ে দিলে প্রত্যেকে একটা করে মশাল হাতে এগিয়ে এল।

বাবলু বলল, "না, না। তোমরা নয়, আমি দেব। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি এটা ঢুকিয়ে দিয়েই দৌড়ব। রত্না আমাদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাবে।"

বাবলুর কথামতো ওরা বেশ খানিকটা দূরত্বে গেলে বাবলু বারুদঘরে আগুন দিয়েই ছুটল। পরক্ষণেই বিস্ফোরণ। ওঃ, সে কী ভীষণ শব্দ! ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়। যেন একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে আকাশ থেকে।

বাবলু ওর সঙ্গীদের নিয়ে বনের পথ ধরল। এ যা কাণ্ড হল তাতে এই শব্দ শুনে কোনও জন্তু-জানোয়ারও এখন এ-পথে আসবে না আর।

Online Bangla Library

একসময় জঙ্গলের পথ ধরে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। রাতের অন্ধকারে পথঘাট তখন থমথম করছে।

বাবলুরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জগদলপুরে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারল না। যাও-বা দু-একটা ট্রাক এসে পড়ে, তাও আবার হাত দেখালে থামে না। অবশেষে রায়পুরগামী একটি ট্রাক এলে মুক্ত ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ল তাতেই। এদের দলে এমন একটি ছেলে ছিল, যার এক আত্মীয় রায়পুরে থাকেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী লোক। তাই ড্রাইভারও ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে পথের ধারে ওদের দু'জনকে বসে থাকতে দেখে এক সর্দারজি তাঁর সরকারি জিপে দয়া করে তুলে নিলেন ওদের। তারপর শহরে ঢোকার মুখেই মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলেন।

এখানে রাস্তা চেনার কোনও অসুবিধে নেই। তাই খানিক হেঁটেই বাড়ি পৌঁছল ওরা। পঞ্চু তখন সমানে নীচ-ওপর করছে। বাবলুকে দেখেই ছুটে এসে ওর পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল।

নীচের ভাড়াটেরা বললেন, "কী ব্যাপার! তুমি একা? ওরা কই?"

"ওরা তো যায়নি আমার সঙ্গে।"

"সে জানি। তুমি চলে যাওয়ার অনেক পরে তো ওরা গেল। তোমার দেরি দেখে সবাই গেল ওরা। কিন্তু ফিরে এল তোমাদের পঞ্চু। সেই থেকে ঘর আর বার, এই করছে বেচারা।"

বাবলু মাথায় হাত দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই ওরা আমারই মতন গাড্ডায় পড়েছে। ওদের সবাইকেই কিডন্যাপ করেছে ওরা।"

রত্না বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, ওরা সেইখানেই যাবে। তুমি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো রত্না।"

"সে যে অনেক দূরের পথ। এত রাতে যাবে কী করে?"

"ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, জানো তো?" বলেই ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চুকে শুধু ডাকার অপেক্ষা। বাবলুর আগেই রাস্তায় নামল সে।

ওরা বাজারে গিয়ে অটো রিকশার স্ট্যান্ডে সারি-সারি অটো রিকশা

www.MyBanglaBook.com

দেখতে পেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনওটারই চালক নেই। বাবলু গিয়ে হর্ন বাজাতেই পাশের একটি দোকান থেকে ঘুমভাঙা অবস্থায় চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে এল একজন। এসেই বলল, "শুধু-শুধু হর্ন বাজাচ্ছ কেন? এত রাতে আমি কোথাও যাব না।"

বাবলু বলল, "লক্ষ্মীটি দাদা আমার। দয়া করো, ভীষণ বিপদ আমাদের।"

"বিপদ তো আমি কী করব? এত রাতে যাবেটা কোথায়?"

"আমরা চিত্রকোট যাব।"

শুনেই লাফিয়ে উঠল চালক, "বাঘের পেটে যাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি? না কি ডাকাতের খপ্পরে পড়তে চাও?"

বাবলু বলল, "কথা না বাড়িয়ে নিয়ে চলো ভাই। যত তাড়াতাড়ি পারো। যা চাও তাই দেব।"

"আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ? তা হলে জেনে রাখো বংশীলালকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আমি যাবই না।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ।" ডেকে এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে এল।

বংশীলাল লাফিয়ে উঠল, "ওরে বাবা! এসব আবার কী? এসবের দরকার নেই, ওঠো, ওঠো।" বলে গজগজ করতে লাগল, "সারাটা দিন গাড়ি চালিয়ে একটু আয়েশ করে ঘুমোচ্ছিলাম কোথায়, তা দিলে সব ভণ্ডুল করে।"

বাবলুরা উঠে বসলে অটো চিত্রকোট রোড ধরে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর বংশীলাল বলল, "হঠাৎ এই রাতদুপুরে চিত্রকোট যাওয়ার শখ চাপল যে? সুইসাইড করতে যাচ্ছ না তো? দেখো বাবা, আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস নেই।"

বাবলু বলল, "আমরা নিখোঁজের সন্ধানে যাচ্ছি। মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে যাচ্ছি কয়েকজনকে।"

"কথাটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাল। খুলে বলবে ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বলব।" বলে মোটামুটি সংক্ষেপে বলল

Online Bangla Library

ওদের বিপদের কথা।

বংশীলাল বলল, "আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি ভাই, তবে তোমাদের মতো অভিযাত্রী এই প্রথম দেখলাম। তোমরা যে জায়গায় যাচ্ছ, এইভাবে রাতভিত ওখানে কেউ যায় না। খুব নির্জন জায়গা। ওইখানেই আটশো ফুট চওড়া ইন্দ্রাবতী নদীর ধারা ভীমগর্জনে ছিয়ানব্বই ফুট নীচে পড়ছে। সেই দৃশ্য দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে তোমাদের। ওই জলপ্রপাত 'ভারতের নায়েগ্রা' নামে পরিচিত।"

"বহু লোক দেখতে আসে নিশ্চয়ই?"

"আসে। তবে সরকারি অব্যবস্থার জন্য জায়গাটার অজন্তা, ইলোরা বা নর্মদা প্রপাতের মতো সুনাম হল না। চিত্রকোটই বলো, তীরথগড় আর কুটুমসরই বলো, জিপ ছাড়া গতি নেই। জিপের ভাড়াও ধরো না কেন হাজার-বারোশো টাকা। তবে চিত্রকোটের জন্য অন্নপূর্ণা টকিজের কাছ থেকে রোজ সকাল দশটায় একটা প্রাইভেট বাস ছাড়ে। সেই বাসটা যায় মারডুং পর্যন্ত। যাওয়া-আসার পথে লৌহন্ডিগুড়া নামের একটি গ্রামকে ছুঁয়ে যায়। এই বাসের ভাড়া নেয় দশ টাকা। সারাদিনে ওই একটিই বাস। চিত্রকোট পৌঁছয় বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। আবার বিকেল তিনটের সময় ফেরার পথে চিত্রকোট ছুঁয়ে যায়। অর্থাৎ পরিবহণের অভাবে ওই জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া মানেই সারাদিনের খেয়া। তার ওপর সেই নির্জনে কোথাও এমন কোনও দোকানপত্তরও নেই, যেখানে কিছু খাওয়া যায়। ইদানীং অবশ্য ছোটখাটো চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে একটা, সেও এমন কিছু নয়।"

সুন্দর প্রশস্ত পথ ধরে অটো এগিয়ে চলেছে। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে আদিম ভূমিপুত্র মারিয়াদের গ্রামগুলো একের-পর-এক পার হয়ে অটো যখন চিত্রকোটে এসে পৌঁছল, চারদিকে তখন জ্যোৎস্নার বান। একেবারে জলপ্রপাতের কাছেই অটো এসে থামল।

বাবলু, রত্না আর পঞ্চুকে নিয়ে অটো থেকে নেমে একশো টাকার একটা নোট বংশীলালকে দিতেই খুশি হয়ে অটো নিয়ে চলে গেল সে।

সে কী বিশাল ব্যাপার চলছে তখন সেখানে! ভারতের নায়েগ্রার এই অবর্ণনীয় রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। ওর ধ্যানধারণা সমস্তই যেন

www.MyBanglaBook.com

পালটে গেল।

রত্না বলল, "এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে? চলো, আরও এগিয়ে চলো। সামনে না গেলে বুঝবে কী করে যে, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা চলছে এখানে!"

অটো যেখানে থেমেছিল সেইখানেই চিত্রকোট মহাদেবের একটি মন্দির আছে। তার পাশেই আছে একটি ডাকবাংলো। ওরা তার পাশ দিয়েই প্রপাতের একেবারে মুখোমুখি হল। জলোচ্ছ্বাসের সেই ভীষণ রূপ দেখে মুগ্ধও হল যেমন, ভয়ও পেল তেমনই। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর অভিযান! ভাবলেও গা শিউরে ওঠে! ইন্দ্রাবতীর জলধারায় চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন করে এমনভাবে নীচে পড়ছে যে, দেখলেই বুক শুকিয়ে যায়। সেই জল নীচে পড়ে আবার নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা ধীরে-ধীরে যাতে কেউ ওদের দেখতে না পায় এমনভাবে সেই প্রপাতের খুব কাছে চলে এল। এখানে চারদিকে পাথরের আড়াল। খুব ছোট-ছোট কয়েকটি গুহা আর অফুরন্ত চাঁদের আলো। এখানে না এলে বোঝাই যেত না ওরা কতটা উঁচুতে রয়েছে। কিন্তু এইখানে, ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির এই সুন্দর নির্জনে কোথায় ওরা! কেউ কোথাও তো নেই।

পঞ্চু মাটি শুঁকে-শুঁকে চারদিক ঘুরছে।

বাবলু ও রত্না স্থির।

বাবলু একটি গুহা দেখিয়ে বলল, "এই গুহা?"

রত্না বলল, "না। এই পাথরের গা বেয়ে নদীগর্জে নেমে নদী পার হতে হবে। অথবা ওপরে-ওপরে গিয়ে নদী যে-পথে বয়ে আসছে সেই পথে বড়-বড় পাথর ধরে নদী পার হতে হবে। অবশ্য তাতে বিপদ বেশি। কেননা জায়গাটা প্রশস্ত বলে শত্রুপক্ষের লোকেদের দেখে ফেলবার ভয়। যাই হোক, নদীর ওপারে না গেলে সেই গুহাদর্শন হবে না। আমার বিশ্বাস, ওরা সেই গুহাতেই আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গর্জে নেমেই বা নদী পার হব কী করে? জলে নামলেই তো স্রোতের টানে ভেসে যাব।"

রত্না বলল, "একেবারে ভেসে না গেলেও যেতে পারবে। কেননা, পারাপারের জন্য নদীর এপারে-ওপারে কয়েকটা জেলে ডিঙি বাঁধা থাকে

Online Bangla Library

সবসময়। কিন্তু মুশকিল হল বাঁধা থাকলেও আমরা তো ডিঙি বাইতে পারব না। তাই এ-পথে যাওয়া অসম্ভব।"

"তা হলে কি ওখানে আমরা পৌঁছতেই পারব না?"

"সেটা বলি কী করে? তবে পথ কিন্তু সুগম নয়।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখন হঠাৎ একটা খসখস শব্দ কানে এল ওদের।

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্‌স।"

রত্না সভয়ে চেপে ধরল বাবলুকে। পঞ্চুও ঘন-ঘন লেজ নাড়তে লাগল। বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে উঠল ও।

একটা ভারী পায়ের শব্দ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। কেউ যেন আসছে। কে সে?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পেছনেই ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা পাশাপাশি তিনটি গুহা।

রত্না বাবলুর হাতে টান দিয়ে বলল, "শিগগির ঢুকে পড়ো এর ভেতর। অন্ধকারে মিশে থাকো। না হলে কিন্তু বিপদ। এখন এইখানে এই নিশুতি রাতে শয়তানের চর ছাড়া কেউ আসবে না।"

ঠিকই তো। বাবলু রত্নার কথামতো সেই গুহারই একটায় ঢুকে পড়ল। এখানে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ওরা সবকিছুই দেখতে পাবে, কিন্তু এর ভেতরে আলো না ফেললে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। পঞ্চুও ওদের সঙ্গে এসে দেওয়াল ঘেঁষে লুকিয়ে রইল।

রত্না ফিসফিস করে বলল, "এই গুহাটা দেড়ফুটিয়াবাবার। হাত-পা নেই। বামন অবতার। দিনে এখানে ভিক্ষে করেন, রাত্রে আশ্রমে যান।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "চু-উ-প। ওসব কথা পরে হবে।"

পায়ের শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসেছ। ওরা স্থিরভাবে গুহার জঠরে বসে দেখতে পেল খাদ বেয়ে প্রথমে একটা মাথা এবং পরে বিশাল শরীর নিয়ে দানব একটা উঠে এল।

রত্না চাপা গলায় বলল, "জোজো।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "লেপার্ড!"

www.MyBanglaBook.com

লেপার্ডের হাতে একটা টর্চ ছিল। সেই টর্চটা নিয়ে সে একবার দূরের দিকে দেখাল। একবার দেখাল বাংলোর দিকে। তারপর অন্ধকারেই ফস করে একটা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আবার— আবার আলো দেখাল দূরের দিকে।

কেমন যেন রহস্যময় মনে হল সব। এইভাবে আলো দেখানোর মানে কী? ও কিসের সঙ্কেত? তবে কি...!

বাবলু আর রত্না দম বন্ধ করে দেখতে লাগল বিপজ্জনক লেপার্ডকে। বাবলুর হাতে উদ্যত পিস্তল। এতটুকু বিপদের আশঙ্কা দেখলেই দেবে ডিস্যুম করে।

অনেক পরে ইন্দ্রাবতীর ওপার থেকেও আলোর সঙ্কেত এল একটা।

বাবলুরা দেখল দু'জন বন্দিকে কারা যেন টেনে-হিঁচড়ে ইন্দ্রাবতীর গর্জ বেয়ে উচ্চস্থানে ওঠাচ্ছে। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ কিনা ওপর থেকে প্রপাতের নীচে ফেলে দেবে ওদের। শাস্তিও দেওয়া হবে, আবার আর্তনাদও কানে যাবে না কারও।

রত্না বলল, "উঃ, কী নিষ্ঠুর ওরা!"

বাবলু বলল, "ওরা কি মানুষ!"

লেপার্ড গুহার দিকে পেছন হয়ে সমানে টর্চের সিগন্যাল দিতে লাগল। আর ওপারের ওরাও টেনে-হিঁচড়ে ওপরে ওঠাতে লাগল ওদের। এই দৃশ্য দেখার পর আর স্থির থাকা যায় না। বাবলু পঞ্চুর গায়ে ঠেলা দিয়ে ওকে একটু এগিয়ে দিতেই পঞ্চু অন্ধকার থেকে আত্মপ্রকাশ করে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেপার্ডের ওপর যে, পঞ্চু রইল কিন্তু লেপার্ড টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়ল খাদের ভেতর। চাপা একটা আর্তনাদও বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। তারপরই সব শেষ। ছিয়ানব্বই ফুট উঁচু থেকে দুগ্ধধবল ইন্দ্রাবতী প্রপাতে পড়েই তলিয়ে গেল সে। সেই ভয়ঙ্কর জলগর্জনে ওর সেই কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল কোথায়।

তবুও একজনের কানকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে কান হল সন্ত্রাসের। লেপার্ডের সঙ্কেত পেয়ে কখন যে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গুহার ঠিক মাথার ওপরই এসে দাঁড়িয়েছিল তা কে জানে! তার গম্ভীর

Online Bangla Library

স্বর গমগমিয়ে উঠল এবার, "কাল্লু ! ভীম সিং ! দেখো তো লেপার্ডকা ক্যা হুয়া।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই হুকুম তামিল করতে ছুটে এল মূর্তিমান দুটি আতঙ্ক। এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "লেপার্ড তো হিঁয়া নেহি হ্যায় বস।"

"ও তো মুঝে ভি মালুম। কোঈ উনকো গিরা দিয়া।"

কাল্লুর হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো এবার এদের ওপর এসে পড়ল। যেই না পড়া অমনই চেঁচিয়ে উঠল সে, "বস ! ইধার ছুপা হুয়া হামারা দুশমন।"

সেই মহাপ্রান্তরে যেন একটা সিংহনাদ ঘোষিত হল, "আভি মার ডালো। ফিক দো পানি মে।"

বাবলুও ক্রুদ্ধস্বরে পঞ্চুকে নির্দেশ দিল, "অ্যাটাক।"

পঞ্চু তৈরিই ছিল। বাবলুর শুধু বলার অপেক্ষা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে পঞ্চু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ভীম সিং তো ছুটে পালাতে গিয়ে উঁচু থেকে এমন পড়ল যে, আর উঠল না। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে গেল একেবারে। বাক্‌শক্তি হারাল। বাকি রইল কাল্লু। তারও হাল এমনই খারাপ করল পঞ্চু যে, কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে যেন বাঁচে সে। তাকে আঁচড়ে-কামড়ে চারদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল পঞ্চু।

বাবলু তখন রত্নাকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে গর্জের বিপজ্জনক গা বেয়ে বুনো গাছের ডালপালা ধরে খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠে এল। একদিকে তখন বনজ্যোৎস্নায় ছায়াঘন গাছ আর খরস্রোতা নদীতীরে ভীষণ গিরিখাতের আশেপাশে কুকুরে-মানুষে লড়াই, অপরদিকে মৃত্যুরূপী মহাকালের মতো বাবলুর এগিয়ে যাওয়া, সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য !

বাবলু ধীরে-ধীরে সেই ভয়ঙ্করের পেছনে এসে দাঁড়াল। বস্তারের আতঙ্ক। সমাজের সন্ত্রাস। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি টেরও পেলেন না তাঁর নিয়তি কীভাবে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাল্লুর দিকে চেয়ে তাই সমানে চেঁচাচ্ছেন, "ফায়ার ! ফায়ার।"

www.MyBanglaBook.com

কিন্তু কে করবে গুলি ? গুলি করবার উপায় থাকলে তো ! কাল্লু তখন নিরস্ত্র।

অবশেষে নিজেই তিনি পিস্তল তাগ করলেন পঞ্চুর দিকে। কিন্তু পঞ্চু কি স্থির যে, তাগ করলেই লক্ষ্যবেধ হবে ? তাই ট্রিগার টেপার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল 'ডিস্যুম'। ধ্যানমৌলী সেই গিরিপ্রান্তর ধারাপাতে মুখর হলেও এই শব্দের চমকে যেন চমকে উঠল। চমকে উঠল দিক হতে দিগন্তও।

আতঙ্কের হাতের কব্‌জিতে লেগেছে গুলি। তাই হাতের পিস্তল খসে পড়ল হাত থেকে। দারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন বস্তারের আতঙ্ক। তবুও তাঁর মুখ দেখে মনে হল যেন একটা সাপ ফণা তুলে দুলছে। এক হাতে রক্তাক্ত হাতটাকে চেপে ধরে কেমন যেন যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললেন, "হু আর ইউ ?"

বাবলু হেসে ওর পিস্তলটা দোলাতে-দোলাতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলেন না কোবরা সাহেব ? আপনার নিয়তি।"

নাগরাজের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বাবলু এবার ওর পিস্তলটা নাগরাজের বুকের দিকে তাগ করে বলল, "এইবার দেখুন, আপনার বিষদাঁত আমরা কী করে ওপড়াই। তবে সাবধান। নড়বার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। আমার হাত থেকে আজ আর আপনার নিস্তার নেই। আমার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় আপনাকে এই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে, নয়তো...। যাকগে, এখন ভালয়-ভালয় বলুন দেখি আমার বন্ধুদের আপনি কোথায় রেখেছেন ?"

স্তব্ধ নাগরাজ বললেন, "তার আগে বলো, তুমি এখানে কী করে এলে ?"

"কেন ? কুটুমসরের গুহায় আপনার বারুদঘরে আগুন লাগিয়ে ট্রাক আর অটোয় চেপে এখানে এসেছি।"

নাগরাজ এবার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজও বলছি, আমি তোমাদের সঙ্গে দোস্তি চাই বাবলু। আমার অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি হাসপাতাল করে দেব, অতিথিশালা করে

Online Bangla Library

দেব, শুধু তাই নয়, তোমরা যা চাও আমি তাই দেব। শুধু আমাকে বাঁচতে দাও।"

"আমরা কিচ্ছু চাই না। শুধু ভানুদাস আর সেই দরিদ্র কিশোরের জীবন ফিরে পেতে চাই। যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তবেই আপনার সঙ্গে দোস্তি সম্ভব। না হলে...।"

"এটা কি একটা কথা হল?"

"এই আমাদের শেষ কথা।"

এমন সময় বাংলোর দিক থেকে বিচ্ছুর গলা শোনা গেল, "বাবলুদা! বাবলুদা, আমরা এখানে। আমাদের বাঁচাও।"

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় বাবলু যেই না সেই ডাক শুনে পিছু ফিরে তাকাল, অমনই নাগরাজ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাবলুর ওপর। ডান হাত জখম হলেও বাঁ হাতে ওর গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, বেড়ালের মুখে কইমাছের মতন ছটফট করতে লাগল বাবলু। দমবন্ধ হয়ে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল ওর। কী অমানুষিক শক্তি! সেই শক্তির কাছে বাবলু হার মানল। সে না পারল চেঁচিয়ে পঞ্চুকে ডাকতে, না পারল নিজেকে মুক্ত করতে। হাতের পিস্তল হাতেই রইল। কাজে লাগাতে পারল না সেটা। নাগরাজ ওর পিস্তলটাই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু জখমি হাতে তা আর সম্ভব হল না।

আর সেই মুহূর্তেই নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল যে, সে হল রত্না। এতক্ষণ যে কী করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। এবার করল কী, বাবলুকে বাঁচাবার জন্য কোনওরকম উপায়ান্তর না দেখে হঠাৎ বুদ্ধি করে এক আঁজলা নুড়ি-কাঁকর-মেশানো বালি সজোরে ছুড়ে মারল নাগরাজের চোখে। যেই না মারা, অমনই বাবলুকে ছেড়ে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়লেন নাগরাজ। তারপর সে কী ভীষণ চিৎকার! দুটো চোখই তাঁর বালি-কাঁকরে এমনভাবে ভরে গেছে যে, যন্ত্রণার চোটে ছটফট করতে লাগলেন। চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল বুঝি!

ততক্ষণে মুক্ত বাবলু নিজের ঘাড়ে-গলায় হাত বুলোতে-বুলোতে নাগরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই আপনার উপযুক্ত শাস্তি কোবরা

www.MyBanglaBook.com

সাহেব। আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, এবার অন্ধ চোখ আর অকেজো হাত নিয়ে বেঁচে থাকুন। আর নতুন করে কোনও শাস্তিই আপনাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

নাগরাজের কানে সে-কথা পৌঁছল কিনা কে জানে? তিনি তখন চোখ নিয়েই ব্যস্ত।

বাবলু ওর পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে এবার বাংলোর দিকে দৌড়ল। পঞ্চুও তখন চলনশক্তিহীন কাল্লুকে ছেড়ে ছুটে এসেছে বিচ্ছুর ডাকে। রত্নাও এল ওদের সঙ্গে।

ওরা বাংলোয় পৌঁছেই দেখতে পেল সিঁড়ির নীচে কে যেন একজন হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে-পড়ে গোঙাচ্ছে। বাবলু ছুটে গিয়ে সর্বাগ্রে ওর বাঁধন খুলে দিল।

বাঁধনমুক্ত হতেই লোকটি ঝেড়ে উঠে বসল। বলল, "তুমি সব কৌন আছ ভাই? এই কষ্টের হাত থেকে আমার জান বাঁচালে?"

বাবলু বলল, "আমাদের তুমি চিনবে না। কিন্তু তুমি কে?"

"আমি এইখানকার কেয়ারটেকার আছি।"

"তোমার এইরকম হাল কী করে হল?"

"নাগারাজা। মিঃ নাগরাজ কোবরা আমার এই হাল করেছে। ও হামকো মার ডালেগা।"

বাবলু হেসে বলল, "ওর আর কোনও কিছুই করবার ক্ষমতা নেই ভাই। ওর খেল আমরা খতম করে দিয়েছি। ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ওর চোখ নিয়ে কেমন ছটফট করছে ও।"

কেয়ারটেকার সেইদিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, "শয়তান কা বাচ্চা।"

রত্না হেসে বলল, "বাচ্চা কী গো? শয়তানের নেতা বলো।"

"হাঁ, হাঁ নেতা। ওই শয়তানের নেতাটা আজ কয়েকজন লেড়কিকে আমার বাংলোয় জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে ওর লোকেরা এই হাল করেছে আমার।"

বাবলু বলল, "ওরা যাদের এনে এখানে রেখেছে তারা আমাদেরই। এখন চলো, আগে তাদের উদ্ধার করি।"

Online Bangla Library

"আমার কাছে দুসরা চাবি আছে খোকাবাবু। ঘাবড়াও মাত। এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা যাওয়ার আগেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধ দরজায় আঁচড়াতে শুরু করেছে।

কেয়ারটেকার গিয়ে তালা খুলে দিতেই মুক্ত হল সকলে। বাচ্চু, বিচ্চু, বিয়াস, বকুলদি, সবাই বেরিয়ে এল। এল না শুধু বিলু।

বাবলু বলল, "বিলু? বিলু কোথায়? সে নেই কেন?"

কেয়ারটেকার ওদের নদীর ওপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল, "ওই, ওই দ্যাখো, তোমাদের বন্ধুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে।"

দেখেই শিউরে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! ওরা তা হলে বিলু আর ভোম্বল!"

বকুলদি বললেন, "ওরা ওদের ওখানে নিয়ে গেছে কেন? তার মানে ওদের মতলব ভাল নয়। ওপর থেকে নীচে ফেলে ওদেরকে মেরে ফেলবার মতলব করেছে ওরা।"

বাবলু এখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "বিলু! ভোম্বল! ভয় নেই। তোরা একটু বাধা দে ওদের। আমরা সবাই এসে গেছি।"

বাবলুর কণ্ঠস্বরে শত্রুপক্ষের লোকেরা একবার থমকে দাঁড়ালেও বিলু, ভোম্বলের মুখ থেকে কোনও উত্তরই ভেসে এল না। আসবেই বা কী করে? ওদের হাত-মুখ এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, না পারছিল বাধা দিতে, না পারছিল চেঁচাতে।

বাবলু কেয়ারটেকারকে বলল, "তুমি ভাই এই নাগরাজকে একটু নজরে রেখো। যেন কোনওরকমে পালাতে না পারে।"

"ওর জন্য কুছু ভেবো না তোমরা। আমি ওকে মেরে ফেলে দিব খাদের মধ্যে।"

বাবলু বলল, "কখনও না। তা হলে তো এ-কাজটা অনেক আগে আমরাই করতে পারতাম। এখন আগে আমরা আমাদের বন্ধুদের উদ্ধার করে আনি, তারপর ওর ব্যবস্থা হবে।" বলেই সবাইকে নিয়ে দ্রুত চলল সেইদিকে। ছুটে তো যাওয়া যায় না এই অসমতল প্রান্তরে, তাই যতটা সম্ভব সাবধান হয়েই চলতে লাগল।

www.MyBanglaBook.com

সকলের আগে ছুটল পঞ্চল। 'প'-এ পঞ্চু। 'প'-এ পক্ষীরাজ। ঠিক যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে সেইখানে পৌঁছল সে। তারপর 'ভৌ। ভো-উ-উ-উঁ' করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ঘাড়ে। ও তখন শান্তশিষ্ট নয়। সত্যিকারের একটা খ্যাপা কুকুর। রাগলে একেই ওর জ্ঞান থাকে না, তার ওপর রাগ এখন চরমে। তাই আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগল এক-একজনকে। দুষ্কৃতীরা চারজন ছিল। পালাতে গিয়ে দু'জন তো শ্যাওলায় পা হড়কে দারুণ আছাড়। ওদের মুখ থেকে শুধুই আর্তনাদ, "ওরে বাবা রে! মরে গেলুম রে! বাঁচাও রে। ওরে কী শয়তান কুকুর রে! আমাদের কাঁচা খেলো রে।"

বাবলুরাও তখন 'মার মার' রবে পৌঁছেছে সেখানে। ওরা সর্বাগ্রে বিলু, ভোম্বলের বাঁধন খুলল। তারপর সেই বেগবতী নদীর জলে পাথরে সে কী দারুণ মারামারি! বিচ্চু আর বিয়াস দু'জনে দুটো গাছের ডাল ভেঙে বেদম পেটাতে লাগল ওদের। ওরা সবাই মিলে সেই চারজনকে এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে, ওদের আর পালাবার পথ নেই।

বিলু আর ভোম্বল সেই অবস্থাতেও ওদেরই বন্ধন-দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল চারজনকে।

আর পঞ্চু! সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওদের দিকে এক-পা এক-পা করে নেকড়ের দৃষ্টিতে এগোতে লাগল।

ভয়ার্ত লোকগুলোও পঞ্চুর আক্রমণের ভয়ে পিছু হটতে-হটতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল যে, ভারতের নায়েগ্রা তার প্রবল স্রোতে টেনে নিতে বাধ্য হল তাদের।

আপদের শান্তি হল।

শত্রুমুক্ত হয়ে ওরা সবাই তখন স্রোতধারার মাঝখানে, বিস্তীর্ণ উপলখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। ওদের সকলেরই পোশাক-আশাক ভিজে একেবারে শপশপ করছে। কিন্তু মুশকিলটা এই, এখানে পোশাক পরিবর্তনের কোনও উপায়ই ওদের নেই। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও ভিজেটাই পরে থাকতে হবে ওদের।

Online Bangla Library

যাই হোক, রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, তখনই ওরা দেখতে পেল ওদের সামনে কয়েক গাড়ি পুলিশ।

একজন অফিসার এসে নাগরাজের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "তা হলে কোবরা সাহেব! এতদিনে বিষ আপনার নামল। এতদিন আপনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। এইবার নিশ্চয়ই হাতেনাতে ধরা পড়ে আপনার অপরাধগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না আর।"

বাবলুরা তখন ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যে-পুলিশ অফিসার নাগরাজের হাতে হাতকড়া পরালেন, তিনি বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ বাবলুবাবু? ওঃ, কাল কী বিপদেই না ফেললে! অত করে কুটুমসরে বললাম, আমরা পুলিশের লোক, তবুও তোমরা মইটাকে সরিয়ে নিলে?"

বাবলু হেসে বলল, "ঘরপোড়া গোরু তো আমরা। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। তবে কাঁকের পাহাড়ে সেই সাধুবাবার ছদ্মবেশটা কিন্তু ভালই হয়েছিল আপনার।"

"আসলে তোমাদের ওখানকার থানা থেকে মিঃ বর্মণ আমাদের সব কিছুই জানিয়েছিলেন। তাই তোমাদের ওপর ভীষণ নজর রেখেছিলাম আমরা। তোমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল তখনও দূর থেকে নজর রেখে আমাদের লোকেরা পিছু নিয়েছিল তোমার। তারপর যখন তুমি ওই লোকগুলোকে ঘায়েল করে গুহার দিকে দৌড়লে তখনই ওরা অ্যারেস্ট করে ওদের।"

বাবলু বলল, "আই অ্যাম সরি। আমি তখন ওদেরই ডাকাত ভেবেছিলাম।"

"অবশ্য এই গোপন ব্যাপারস্যাপারগুলো তোমাদের আমরা জানাইনি। তা এখন তোমরা কী করবে? সকলে বাড়ি যাবে নিশ্চয়ই?"

বাংলোর কেয়ারটেকার তখন গা দুলিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নেহি বাবুজি। আজ হাম কিসিকো ছোড়েঙ্গে নেহি! ইয়ে সব হামারা মেহমান। আমার এইখানে আজ এঁরা রেস্ট লিবেন। নায়াগ্রা দেখবেন। আমার কয়েকটা মোরগা আছে, আমি রান্না করে খাওয়াব।

আমার কাপড়া আছে, পরতে দিব। আজ এঁরা কোথাও যাবেন না।"

অফিসার বললেন, "তা হলে কী করবে বলো? এতদূরে যখন এসেছ তখন একটা দিন অন্তত থেকেই যাও। কাল সকালে তোমাদের জন্য বরং একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই এই কুখ্যাত দলটাকে ধরতে পারলাম আজ।"

বাবলু বলল, "যাচা অন্ন, পাওয়া কাপড়। এ কেউ ছাড়ে? অতএব আমরা এখানেই আজ থাকছি।"

ততক্ষণে আকাশ ফরসা হয়ে নতুন সূর্য উঠছে। পাখিদের কলরবে মুখর হয়েছে চারদিক।

বাবলু নাগরাজের কাছে গিয়ে বলল, "তা হলে কোবরা সাহেব! এই নতুন দিনের মতো এবার থেকে জেলের বদ্ধ ঘরে নতুন জীবন শুরু করুন আপনি।"

নাগরাজ ভীষণ রেগে 'থুঃ' করে খানিকটা থুতু ফেলে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন।

বাবলুরা বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল।

সন্ধানী পুলিশরা শুরু করলেন তাঁদের তদন্তের কাজ।

মুক্ত বিহঙ্গী রত্না আনন্দের উল্লাসে হঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা...।"

অনেক কণ্ঠস্বর তখন একসঙ্গে বলে উঠল, "হিপ্ হিপ্ হুররররে।"

পঞ্চু তো অত কিছু বলতে পারে না, তাই সে প্রপাতের দিকে মুখ করে ওর ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ...।"

---

www.MyBanglaBook.com Online Bangla Library